আহকামে যাকাত

[যাকাতের আধুনিক মাসাইল সম্বলিত প্রামাণ্য সংকলন]

আহকামে যাকাত

[যাকাতের আধুনিক মাসাইল সম্বলিত প্রামাণ্য সংকলন]

মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা
খলিফা, শাহ আবরারুল হক (হারদুঈ) রহ.
লিসেন্স, মদিনা ইউনিভার্সিটি, সাউদি আরব
ডক্টরেট, জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ, রিয়াদ
মহাসচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিষদ বাংলাদেশ

প্রকাশনা
আল-মিযান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
তত্ত্বাবধানে শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকা
কুড়াতলী, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯ ☎: 02 8413964

আহকামে যাকাত

সংকলন
মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ
Website: www.muftimizan.com
Email-muftimizan@gmail.com

প্রুফ সম্পাদনা, শব্দ বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা
মুফতি শরিফ মালিক

কম্পোজ
মাও. আব্দুল ওয়াহাব আমিন

গ্রন্থস্বত্ব
ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ৩০শে জুন, ২০১৪ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ ৩০ শে মে, ২০১৫ ঈসায়ী/ ১০ ই শা'বান-১৪৩৬হি.

পরিবেশনা
মাকতাবাতুল আযহার
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎: 02 988 15 32 📱: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা 📱 017 15 02 31 18

প্রচ্ছদ
মুফতি শরিফ মালিক

মূল্য :: ৩০০ [তিন শ'] টাকা মাত্র

Ahkame Zakat By **Mufti Mizanur Rahman Sayed**
Principal & Founder
Shaikh Zakaria Islamic Research Center Dhaka

মুহিউস সুন্নাহ হযরতুল আল্লাম
মাও. মাহমুদুল হাসান দা.বা.
আমীরুল উমারা, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর

দু‘আ ও বাণী

মারকাযুশ শাইখ যাকারিয়া-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ একজন সুপরিচিত এবং আমার স্নেহভাজন ও আস্থাশীল ইলমী ব্যক্তিত্ব। হযরত ওয়ালা হারদুঈ র.এর বিশিষ্ট খলিফা। তিনি যাকাত বিষয়ে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমৃদ্ধ একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন প্রকাশ করতে যাচ্ছেন শুনে আমি খুবই আনন্দিত। কিতাবটি ইলমপিপাসু আলেম, তালিবে ইলম, বিশেষ করে বিত্তবান ও ব্যবসায়ীবৃন্দের জন্য অত্যন্ত মুল্যবান উপহার।

বর্তমান মুসলিম সমাজে এ ধরণের কিতাবের প্রয়োজন অনেকদিন ধরেই প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুফতি সাহেবকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তার ইলমী, ফিকরী, ইসলাহী ও দাওয়াতী খিদমাত থেকে মুসলিম উম্মাহকে আরো বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

(মাওলানা মাহমুদুল হাসান)

মুনাযেরে যামান,আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন ও খতীবে ইসলাম **আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী** দা.বা.-এর

অভিমত

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم . وبعد!

ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ববিষয়ের কল্যান নিহিত। মানব জাতির এমন কোনো সমস্যা নেই যার সমাধান এতে নেই। ইসলামের এই সার্বজনীনতার দাবী হল বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম সমকালীন প্রাজ্ঞ মুফতীগন যে কোন কঠিন সমস্যাই সামনে আসুক না কেন, এর সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে সমস্যার সুষ্ঠু নিরসন করা।

আধুনিক শৈল্পিক বিপ্লব এবং মানুষের চিন্তা-চেতনার ব্যাপক পরিবর্তনে দুনিয়ার বুকে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাকাতের মতো ইবাদাত পালনের সঠিক পথ ও পন্থা বের করা যাকাতযোগ্য সম্পদের সংজ্ঞাতালিকা নির্ণয় করা ইত্যাদি বর্তমানে কঠিন ও জটিল রূপ ধারণ করেছে।

এজন্য এসব সমস্যার যুগোপযোগি সমাধানে কুরআন-হাদীসের সূত্র অনুসন্ধান করা, ফিকাহ সাস্ত্রের পূর্বকার মৌলিক তথ্যনির্ভর গ্রন্থাদির থেকে এসব সমস্যার সমাধান বের করা সমকালীন প্রাজ্ঞ মুফতীদের অপরিহার্য দায়িত্ব।

উলামায়ে কিরামের স্কন্ধে অর্পিত এ মহান দায়িত্ব পালনে অতিতে যেসব নিষ্ঠাবান, মুখলিছ, প্রাজ্ঞ উলামারা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ., হযরত মুফতী শফী রহ. সবার শির্ষে ছিলেন। আর বর্তমান যুগে এজাতীয় সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন মুফতী শফী রহ. এরই সুযোগ্য সাহেবজাদা আল্লামা জাস্টিস তাকী উসমানী দা.বা.।

আমাদের দেশে কয়েকজন সুনামধন্য আলেম রয়েছেন যারা মুফতি তাকী উসমানী সাহেবের শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব, এ বইয়ের সংকলক আমার অত্যান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব জনাব মুফতি মিযানুর রহমান **সাঈদ সাহেব *‘যাকাতের সমসাময়িক জরুরী মাসাইল’*** সম্বলিত একটি বই প্রকাশ করছেন শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আতর যেমন তার নিজস্ব

ঘ্রাণেই প্রশংসিত হয়; বিক্রেতার বিবরণে নয়। তেমনি এ বইয়ের সুযোগ্য সংকলকের যোগ্যতাও পাঠক সমাজের কাছে তার লেখার দ্বারাই পরিষ্কার হবে।

"আহকামে যাকাত" বইটি অত্যাবশ্যকীয় ইলমী মাসাইলের দলীলভিত্তিক নির্ভরযোগ্য সংকলন। বইটি জ্ঞান পিপাসু, সত্যান্বেষী, বিত্তবান ও ব্যবসায়ী বন্ধুদের জন্য অতিমূল্যবান উপহার হবে এবং সর্বস্তরের পাঠক মহল এই বই দ্বারা বিষয়গুলোর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপণীত হতে সক্ষম হবেন বলে আমার দৃঢ় প্রত্যাশা। আল্লাহ তায়ালা এ খিদমাতকে কবুল করুন। আমীন॥

নুরুল ইসলাম ওলীপুরী

সূচিপত্র

পারম্ভিকা..

প্রথম অধ্যায়

যাকাত কী ও কেন ?
যাকাতের গুরুত্ব
কুরআনের আলোকে যাকাত
হাদীসের আলোকে যাকাত
যাকাত আদায়ের লাভ ও অনাদায়ের ক্ষতি প্রসঙ্গে
যাকাত অনাদায়ের ক্ষতি ও অপকারিতা
যাকাত না দেয়া সম্পদ ধ্বংসের কারণ
যাকাত আসলে কী?
যে সব কারণে যাকাত আদায় করা হয় না

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাকাতের আহকাম
বর্ধিত সম্পদ থেকে যাকাত নেয়া হয় (المال النامي)
যাকাত কার উপর ফরয
যাকাতযোগ্য সম্পদ ও তার নিসাব প্রসঙ্গ
যাকাতযোগ্য সম্পদের বিভিন্ন শ্রেণী
যাকাতযোগ্য সম্পদের চার শ্রেণীর বিবরণ
রূপার নিসাব
স্বর্ণের নিসাব
স্বর্ণের নিসাব সংক্রান্ত হাদীস
ক্যাশ টাকা ও কারেন্সির নিসাব প্রসংঙ্গে
মিশ্রিত সম্পদের নিসাব
ব্যবসায়িক পণ্যের নিসাব ও যাকাত প্রসংঙ্গ

রূপার নিসাব নির্ধারণের ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা
যাকাতযোগ্য মালের কিছু শর্তের পর্যালোচনা
প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে কোনো ধরণের সম্পদ থাকলেই কি যাকাত ফরয হয়?
ছোট নিসাব বলতে কি বুঝায়?
ছোট নিসাবের উদাহরণ
বড় নিসাবের অর্থ কি?
সম্পদের বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর্যালোচনা
রমযানে যাকাত প্রদান
রমযানের ফযিলত পেতে হলে করণীয়
যাকাত বের করার তারিখ জানা না থাকলে করণীয়
বছরের মাঝে সম্পদ যদি নিসাব থেকে কমে যায়?
বছর অতিক্রান্তের কিছু জরুরী মাসআলা
ইংরেজি বছর হিসাবে যাকাত দিলে করণীয়
বছরের মাঝে নতুন সম্পদ অর্জিত হলে
যাকাতের হিসাব থেকে কোন ঋণ বাদ যাবে
কমার্শিয়াল লোন বাদ দেয়ার মূলনীতি
ঋণ বাদ দেয়া প্রসঙ্গে কয়েকটি আধুনিক মাসআলা
ক্রয়কৃত পণ্যের অপরিশোধিত মূল্য ঋণের অন্তর্ভূক্ত
কর্মচারীদের বেতন ভাতা, বকেয়া বিল ইত্যাদি
এ্যাড্ভান্স বা সিকিউরিটিমানি ভাড়াদাতার ঋণ
স্ত্রীর অপরিশোধিত মোহরানা স্বামীর ঋণের অন্তর্ভুক্ত
অতীতের অনাদায়ী যাকাত ঋণ হিসাবে ধর্তব্য হবে
হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদও বিয়োগ হবে

তৃতীয় অধ্যায়

যাকাতযোগ্য সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ
সোনা-রূপার যাকাতের বিবরণ
অলঙ্কারের যাকাত
সোনা-রূপার যাকাত
এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা

মহিলোদের অলংকারের যাকাত দিবে কে ?
অবিবাহিতা কন্যার অলংকারের যাকাত কে দেবে ?
সোনা-রূপার কোন মূল্য ধরে যাকাত দিবে?
বকেয়া যাকাত কোন মূল্যে আদায় করবে ?
কারেন্সি, নগদ টাকা ও নগদায়নযোগ্য অর্থের যাকাতের বিবরণ
নগদায়নযোগ্য অর্থের যাকাত প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা
টাকার উপর যাকাতের নিসাব কী ?
বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জমাকৃত অর্থের যাকাত
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত অর্থের যাকাত
ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের মূল টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব
ইসলামী ব্যাংক, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের যাকাত
ব্যাংক গ্যারান্টি মানির যাকাত
বায়নাস্বরূপ প্রদত্ত টাকার যাকাত
বীমা-পলিসিতে প্রিমিয়ামস্বরূপ জমাকৃত অর্থের যাকাত
ঋণসার্টিফিকেট ইত্যাদির যাকাত
বৈদেশিক মুদ্রা ডলার, পাউন্ড, রিয়াল, দিরহাম ইত্যাদির উপর যাকাত
উসূলযোগ্য প্রাপ্য ঋণের উপর যাকাতের বিধান
যে প্রাপ্য ঋণের উপর যাকাত ফরয নয়
প্রাপ্যঋণ এর প্রকারভেদ ও তার যাকাতের বিধানাবলী
প্রথম প্রকার ঋণ: দাইনে ক্বাবী বা শক্তিশালী ঋণ
দ্বিতীয় প্রকার ঋণ: দাইনে মুতাওয়াসসিত বা মধ্যম প্রকৃতির ঋণ
তৃতীয় প্রকার ঋণ: দাইনে যঈফ বা দুর্বল ঋণ
চতুর্থ প্রকার এমন ঋণ, যা উসুল হওয়ার কোন আশা নেই
আধুনিক যুগের বিভিন্ন প্রকার প্রাপ্য অর্থ ও তার যাকাত
প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত টাকার যাকাত
প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত একটি বিশেষ মাসআলা
বিল অফ এক্সচেঞ্জ এর উপর যাকাত
এ্যাডভান্স ও সিকিউরিটি মানির যাকাত

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত
ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত সংক্রান্ত কিছু জরুরী মাসআলা
ইনভেস্টমেন্ট বস্তুর উপর যাকাত
গুদামজাত মৌসুমি পণ্যের যাকাত
যৌথ কারবারে অর্থলগ্নি করলে যাকাতের নিয়ম
শিল্প কারখানার সম্পদের যাকাতের বিধান
কোম্পানীর যাকাত প্রসঙ্গ
কোম্পানীর শেয়ার সার্টিফিকেটে যাকাতের বিধান
শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য ও বিধান
কোন মূল্য ধরে শেয়ারের যাকাত দিতে হবে
ব্যবসাপণ্যের কোন মূল্য হিসাবে যাকাত দিবে ?
ব্যবসাপণ্যের কোন সময়ের মূল্য যাকাতের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে ?
ইমপোর্টকৃত পণ্যে যাকাতের বিধান
কোম্পানীর (RESERVE FUND) রিজার্ভ ফান্ড এর যাকাত
পোলট্রি ফার্মের যাকাতের বিধান
ফিশারী প্রকল্পের যাকাত
যাকাতের হিসাব থেকে ঋণ বিয়োগ দেয়ার নীতিমালা
ঋণের প্রকারভেদ ও যে ঋণ যাকাতের অন্তরায়
বিয়োগযোগ্য লোন
ক্রয়কৃত পণ্যের অপরিশোধিত মূল্য বিয়োগযোগ্য ঋণ
বিল, বেতন ও অন্যান্য পরিশোধযোগ্য ঋণ বিয়োগ হবে
সিকিউরিটি মানি বিয়োগযোগ্য ঋণ
সুদ ও হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ বিয়োগ হবে
হালাল হারাম মিশ্রিত সম্পদের যাকাতের বিধান
স্ত্রীর অনাদায়ী দেন মোহর বিয়োগযোগ্য ঋণ কি না ?
শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধু পাঁচ প্রকারের বর্ধনশীল সম্পদের উপর যাকাত ফরয
যেসব সম্পদের যাকাত নেই

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত কারা

সম্পদের মালিক হওয়ার দিক থেকে মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত
প্রথম ও দ্বিতীয় খাত- ফকীর মিসকীন
যাকাতের তৃতীয় খাত, যাকাত সদকা উসুলকারী
যাকাতের চতুর্থ খাত 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব'
যাকাতের পঞ্চম খাত 'রিকাব'
যাকাতের ষষ্ঠ খাত 'গারেমীন'
যাকাতের সপ্তম খাত 'ফী-সাবীলিল্লাহ'
যাকাতের অষ্টম খাত 'ইবনুস সাবীল'
এ বিষয়ে কয়েকটি জরুরী মাসআলা পেশ করা হলো
আত্মীয়-স্বজনদেরকে যাকাত দেয়া সর্বোত্তম
দু'প্রকারের আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া নিষেধ
অবশিষ্ট সকল আত্মীয় স্বজনকে যাকাত প্রদান বৈধ বরং উত্তম
এতিম বিধবাদের যাকাত দেয়ার বিধান
মাদরাসা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাকাত দেয়ার গুরুত্ব
নাবালেগকে যাকাত দেয়ার বিধান
ধনীব্যক্তির দরিদ্র পিতা-মাতাকে যাকাত দেয়া
নিজ কর্মচারীকে যাকাত দেয়ার বিধান
অমুসলিমকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়
যাকাতের নিয়তে প্রাপ্য ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হয় না
যাকাতের অর্থে মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা ও হাসপাতাল নির্মাণ
যাকাতের অর্থে গরীবদের জন্য ঘর নির্মাণ
যাকাতের অর্থে জনকল্যাণমূলক কাজ করা বৈধ নয়
ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যাকাত প্রদান

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাকাত আদায় সংক্রান্ত মাসাইল
যাকাত আদায়ের শর্ত
নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর বছর পূর্ণ হওয়া জরুরী
বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দেয়ার বিধান কী ?

অগ্রিম যাকাত দেয়া জায়েয কী ?
যাকাত আদায়ের নিয়ত প্রসঙ্গ
নিয়ত প্রসঙ্গে কয়েকটি মাসআলা
যাকাতের নিয়তে সম্পদ পৃথক করে রাখা হলে করণীয়
যাকাতের অর্থ প্রদান কালে বলে দেয়া জরুরী নয়
ঋণের নামে যাকাত দেয়া
গরীবকে মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাত আদায়ের পূর্ব শর্ত
পূর্ণ মালিকানায় না দেয়ার কারণে যে সব খাতে যাকাত দেয়া যায় না
প্রচলিত “হীলায়ে তামলীক” তথা মালিক বানানোর কৌশল প্রসঙ্গে
তামলীকের সঠিক পদ্ধতি
যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য পদক্ষেপ
অন্যের মাধ্যমে যাকাত প্রদান
যাকাতের অর্থ হস্তান্তর না করেও উকিল বানানো যায়
যাকাতের টাকা উকিল ভাংতে পারবে কি ?
উকিলের হাতে যাকাতের অর্থ সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও নিজ অর্থ দ্বারা যাকাত দেয়া বৈধ কি ?
নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে যাকাত দিতে বলার পর যদি অন্যকে দেয়া হয় ?
উকিল অভাবগ্রস্থ হলে যাকাতের অর্থ নিজে নিতে পারবে কি?
যাকাতের অর্থ অন্য টাকার সঙ্গে মিশ্রিত হলে করণীয়
উকিল যদি যাকাত গ্রহীতারও প্রতিনিধি হয় তাহলে যাকাতের টাকা খরচ করতে পারবে
অজান্তে অমুসলিমকে যাকাত প্রদান করা
যৌথ পরিবার যাকাত কিভাবে আদায় করবে ?
এক ব্যক্তিকে কী পরিমাণ যাকাত দেয়া যায় ?
প্রয়োজনে যাকাতভোগীকে মোটা অংকের টাকা কিভাবে দিবেন ?
যাকাতের অর্থ দ্বারা গরীবদের কর্মসংস্থান করে দেয়া
এক সম্পদের যাকাত ভিন্ন সম্পদ দ্বারা আদায় করা
কমদামী, অচল, ত্রুটিযুক্ত সামগ্রী দ্বারা যাকাত প্রদান
এক স্থানের যাকাত অন্য স্থানে প্রেরণ করা বৈধ কি ?
হজ্বপালন ও তাবলীগে সময় লাগানোর জন্য যাকাত দেয়া প্রসঙ্গে

যাকাত গ্রহীতার সাথে সদাচরণ করা যাকাত কবুলের পূর্বশর্ত

সপ্তম অধ্যায়

যাকাতের হিসাব করার সহজ পদ্ধতি
যাকাত আদায়ের নমুনা ফরম

অষ্টম অধ্যায়

উশর খারাজ
উশরের সংজ্ঞা
উশর আদায় করা ফরয
নিম্নোক্ত গুণাবলীর যমিনকে উশরী বলা হয়
উশরের নিসাব ও পরিমাণ
উশর কি পরিমাণ আদায় করবে
উশরের ব্যয় খাত
খারাজ ও খারাজী যমিনের সংজ্ঞা
তিন প্রকারের যমিন খারাজী
খারাজের খাত
খারাজের বিধান
বাংলাদেশের যমিন উশরী না খারাজী
বাংলাদেশের যমিন তিন প্রকার

নবম অধ্যায়

সদকাতুল ফিতর
সদকাতুল ফিতর কী?
সদকাতুল ফিতরের বিধান
সদকাতুল ফিতরের নিসাব
সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার নিসাব
ফিতরার অর্থ কি এবং কোন সময় তা ওয়াজিব হয়?
ঈদের রাতে ভূমিষ্ট হওয়া নবজাতকের ফিতরা

ঈদের রাত্রে যে মৃত্যুবরণ করলো তার সদকাতুল ফিতর
যে নবজাতক ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর ভূমিষ্ট হলো
অভিভাবক কার কার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে?
বালেগ সন্তানের ফিতরা কে দিবে?
স্ত্রীর সদকায়ে ফিতর কার দায়িত্বে ?
সদকাতুল ফিতরের পরিমাপ ও একটি গবেষণালবদ্ধ মাসআলা
গম-আটা দিয়ে সদকা ফিতর আদায় করার হাদীস প্রসঙ্গে
হযরত মুআবিয়া রা. এর হাদীসের মর্মকথা
মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী সাহেবের গবেষণালব্ধ মতামত
আমাদের পর্যালোচনা
সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা
ফিতরা দেয়ার উত্তম সময়

পারম্ভিকা

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। আল্লাহ তায়ালা মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এভাবে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (الذاريات: ٥٦)

অর্থ: আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (সূরা আল জারিয়াত: ৫৬)

এ ইবাদত তিন প্রকারে বিভক্ত

(ক) শারীরিক ইবাদত
(খ) আর্থিক ইবাদত
(গ) শারীরিক ও আর্থিকের সমষ্টিগত ইবাদাত।

যে সব ইবাদতের সাথে শারীরিক শ্রম জড়িত সেগুলো শারীরিক আর যে সব ইবাদতের ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় হয়, শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হয় না সেগুলো আর্থিক বা মালী ইবাদত আর যে সব ইবাদতে শারীরিক শ্রম ও অর্থ উভয়টির প্রয়োজন হয় সেগুলো শারীরিক ও আর্থিকের সমষ্টিগত ইবাদত।

নামায-রোযা শারীরিক ইবাদত, যাকাত আর্থিক ইবাদত আর হজ্ব শারীরিক ও আর্থিকের সমষ্টিগত ইবাদত।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের শরীরে আত্মা দিয়েছেন আর সেই আত্মার দুটি গুন ও অবস্থা রয়েছে। একটি হলো মালাকিয়্যাত অর্থাৎ মানুষের আত্মার মধ্যে ফেরেশতাদের মতো যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। আর অপর একটি গুন হলো বাহিমিয়্যাত অর্থাৎ এ আত্মার মধ্যে পশুদের মতো যোগ্যতাও রেখেছেন। প্রথমটি হলো কল্যাণের যোগ্যতা, দ্বিতীয়টি হলো অকল্যাণের যোগ্যতা।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨)

শপথ মানব প্রকৃতির এবং যিনি তার যথাযথ বিন্যাসস্থাপন করেছেন। অতপর সে প্রকৃতিতে কল্যাণ ও অকল্যাণের শক্তি দান করেছেন। (আল-শামস: ৭-৮)

এ আয়াতে মানব প্রকৃতির অর্থ রূহ বা আত্মা, যার দু'টি গুণ কল্যাণ ও অকল্যাণ। এখন মানুষের ইচ্ছা, সে চাইলে সৎপথে চলে কল্যাণের পথ গ্রহণ করে বেহেশতী হতে পারে। আবার চাইলে অকল্যাণের পথে চলে জাহান্নামেও যেতে পারে।

কল্যাণের পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের মধ্যে কিছু আমল ইবাদত রেখেছেন। যা তার কল্যাণ শক্তিকে বাড়িয়ে দিবে এবং অকল্যাণকামী যোগ্যতার লাগাম টেনে ধরবে। এ কারণে শারীরিক ইবাদত হিসাবে প্রথমে নামায রাখা হয়েছে, যা মানুষের সৎকর্মের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে এবং কল্যাণকামী শক্তি সমৃদ্ধ হয়। আর রোযার মতো ইবাদত রাখা হয়েছে যাতে তার জৈবিক চাহিদাকে অবদমিত করে তাকওয়া অর্জনে সক্ষম হয়।

এ দুটি শারীরিক ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ফেরেশতাসুলভ চরিত্রের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যানের জন্য আরেকটি ইবাদত রেখেছেন আর্থিক ইবাদত। মানুষের মাল ও অর্থের মধ্যে যেহেতু রূহের ওই দু'টি গুনাবলী নেই, তাই একটি মাত্র ইবাদত আর্থিক রেখেছেন, যার দ্বারা সে অর্জিত সম্পদ থেকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শতকরা আড়াই টাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রদান করে অবশিষ্ট সম্পদকে পবিত্র করে নিতে পারে। এ পবিত্র অর্থের খাদ্য গ্রহণ করে আত্মাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমগুলোকে সহযোগিতা করে জান্নাত লাভে বিজয়ী হতে পারে।

মূলত আমাদের পূরোজীবনই একটি বিক্রিত পণ্য। আল্লাহ খরিদ করে মূল্য হিসাবে প্রদান করেছেন জান্নাত। তাই জান-মাল যেহেতু আল্লাহর ক্রয়কৃত সম্পদ, তাই তিনি যদি নির্দেশ দেন যে, রাত-দিন সিজদায় পড়ে থাক, অন্য কোনো কিছুই করতে পারবে না এবং সব উপার্জিত সম্পদ শতকরা শতই আল্লাহর জন্য গরীবকে দিয়ে দাও, তাহলে এ নির্দেশ পালন করতে বাধ্য ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তা বলেননি, বরং নির্দিষ্ট কিছু সম্পদের শতকরা মাত্র আড়াই টাকা প্রদান করতে বলেছেন।

এটা ফরয, অমান্য করলে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। আজ সমাজের মানুষ নামাজ-রোযার প্রতি যতটুকু গুরুত্বারোপ করছে সে তুলনায় যাকাতের গুরুত্ব অনেক কম দেয়া হচ্ছে। আবার যারা যাকাতের মতো ফরয কাজ আদায় করতে ইচ্ছুক, কিন্তু মাসাইলের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকায় তাও ঠিক মতো আদায় হচ্ছে না। বিশেষ করে বর্তমান আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি যেন আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। এ সব কারণে আমি আসন্ন রমযানকে সামনে রেখে যাকাত আদায়ের সুবিধার্থে যাকাত সংক্রান্ত কিছু জরুরী বিষয় আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করার তাওফীক দান করুন।

প্রিয় পাঠক !

অতি সল্প সময়ে বইটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাই এতে ভাষাগত ও অর্থগত ভুল হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং দয়া করে ভুল সম্পর্কে আমাদেরকে অবিহিত করবেন। পরবর্তী সংস্কারে সংশোধনের চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে সকলের নিকট আমার এবং আমার পরিবার বর্গের সার্বিক কল্যান এবং নব্য প্রতিষ্ঠিত গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান "শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের" সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতির জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।

মিযানুর রহমান সাঈদ
তারিখ: ৩০/০৬/২০১৪ ইং

প্রথম অধ্যায়

এক: যাকাত কী ও কেন ?

আভিধানিক অর্থ: যাকাতের শাব্দিক অর্থ পবিত্র হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। যাকাত প্রদান করলে মানুষ কৃপণতা ইত্যাদির মত আধ্যাত্মিক ব্যাধি থেকে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। তদুপরি অবশিষ্ট সম্পদও পবিত্র হয় এবং তাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তাই এটাকে যাকাত বলা হয়।

তবে সম্পদ বৃদ্ধির অর্থ শুধু পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া নয়; বরং সম্পদের গুণগত দিক বৃদ্ধি হওয়া অর্থাৎ স্বল্পতে অধিক চাহিদা পূরণ হয়ে যাওয়া। অন্য ভাষায় সম্পদে বরকত অর্জিত হওয়া, যা অনেকে উপলব্ধি করতে না পারায় যাকাতের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে যে, যাকাতের কারণে তো সম্পদ কমে যায়।

তাই যাকাতের পরিপূর্ণ অর্থ করতে গিয়ে আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী রহ. লিখেছেন-

اصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى

অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত বরকতের মাধ্যমে অর্জিত বৃদ্ধিই হচ্ছে যাকাতের মূল অর্থ। (আল মুফরাদাত:পৃ ২১৮)

পারিভাষিক অর্থ: প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন, মুসলিম ব্যাক্তির নিসাব পরিমাণ বর্ধনশীল সম্পদের উপর পূর্ণ এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হলে শরীয়তকর্তৃক নির্ধারিত অংশ সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে প্রদান করত: মালিক বানিয়ে দেয়ার নাম শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া:১/১৭৭)

- فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله. (الهندية: ١٧٧/١)
- الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول، (الهداية: ٩٥/١ شاملة)

বিশ্লেষণ:

যাকাতদাতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

(ক) মুসলিম হওয়া
(খ) বালেগ হওয়া
(গ) আকেল হওয়া
(ঘ) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া।

যাকাত সম্পদের ক্ষেত্রে-

(ক) সম্পদটি বর্ধনশীল হওয়া
(খ) উক্ত সম্পদ পূর্ণ এক চান্দ্র বছর যাকাতদাতার মালিকানায় থাকা।

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে-

(ক) শরীয়াহকর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিদের প্রদান করা
(খ) যাকাতভোগী নির্ধারিত ব্যক্তিদেরকে যাকাতের পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়া।

দুই: যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহের অন্যতম। ইসলামের পাঁচটি রোকণের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকণ। যদি কেউ যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে সে ইসলামের গন্ডিতে থাকে না, কাফের বলে গণ্য হয়। আর ফরয স্বীকার করে তা আদায় না করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। বিশেষ কোনো গোষ্ঠী তা আদায় না করার ঘোষণা দিলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে হলেও তা আদায়ে বাধ্য করা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য।
কুরআনের অনেক আয়াত এবং বহু হাদীস দ্বারা এর ফরযিয়্যাত ও গুরুত্ব প্রমাণিত।

কুরআনের আলোকে যাকাত

কুরআনুল কারীমে যে সকল স্থানে নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে তার অধিকাংশ স্থানে যাকাতেরও আদেশ প্রদান করা হয়েছে। সূরা হজ্বে ইরশাদ হচ্ছে -

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (سورة الحج ٧٨)

অর্থ: ... সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হজ: ৭৮)

* সূরা নামলে মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (النمل: ٣)

অর্থ: যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (সূরা নামল: ৩)
এছাড়াও পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে পৃথকভাবে যাকাতের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

* সূরা তাওবার দু'টি আয়াতে যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারাও যাকাত প্রদানের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। যেমন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {} يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. (سورة التوبة: ٣٤-٣٥)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার। (সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫)

বিশ্লেষণ: উক্ত আয়াতে সোনা-রূপা বলে যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদ বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যেসব পাত্রে সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন সেখানে খরচ করা। যেমন যাকাত, সদকা, কুরবানী ও দুঃস্থদের খাতে ব্যয় করা। অতপর যাকাত অনাদায়কারীর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেসব ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলো এগুলো আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর এগুলো দিয়ে তাদের কপালে দাগ দেয়া হবে। যেভাবে লোহা আগুনে উত্তপ্ত করার পর অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয় তদ্রূপ এসব ধন-সম্পদকে উত্তপ্ত করে স্ফুলিঙ্গ বানানো হবে। অতপর তা দ্বারা পার্শ্বদেশে, পিঠে দাগ দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এটা সেই পুঞ্জিভূত সম্পদ, আজ তোমরা তার স্বাদ আস্বাদন করতে থাক।

এ হলো যাকাত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যাকাত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান।

* সকল মুমিনের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট এর আলোচনা করতে গিয়ে সূরা মুমিনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ 0

সফল মুমিন তারা, যারা যাকাত আদায় করে। (সূরা মু'মিন আয়াত নং ৪)

উল্লেখ্য, উক্ত আয়াতের দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে। এক: আলোচ্য আয়াতে যাকাত বলতে অর্থের যাকাত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা মালের যাকাত আদায় করে তারা সফল মুমিন।

দুই: কারো মতে এ আয়াতে যাকাত থেকে উদ্দেশ্য চরিত্র সংশোধন করা। অর্থাৎ যারা নিজেদের চরিত্র সংশোধন করে তারা সফল মুমিন। মূলত: যাকাত (زكاة) শব্দটি উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কেননা, আভিধানিকভাবে যাকাত শব্দের অর্থ কোন জিনিসকে পবিত্র, পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ করা। চাই সেটা চরিত্রের পবিত্রতা হোক বা সম্পদের পবিত্রতা।

হাদীসের আলোকে যাকাত

কুরআনের ন্যায় হাদীস শরীফেও যাকাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিতাবুয যাকাত (كتاب الزكاة) নামে সমস্ত হাদীসগ্রন্থে বিশাল একটা অধ্যায় রয়েছে, যেখানে বহু হাদীস সংকলন করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাদীস এখানে তুলে ধরা হলো।

* যাকাতের ফরযিয়্যাত সম্পর্কে রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

অর্থ: পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামকে স্থাপন করা হয়েছে। এক. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল। দুই. নামায কায়েম করা। তিন. যাকাত আদায় করা। চার. হজ্ব পালন করা। পাঁচ. রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী: ১/৬, মুসলিম: ১/৩২)

* ঈমান ও নামাযের মতো যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» [بخاري: ٨/١، مسلم: ٣٧/١]

অর্থ: আমি জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষন না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই ও মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল এবং (যতক্ষন না তারা) নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে। যখন তারা তা করবে তখন আমার পক্ষ থেকে তাদের জান- মাল নিরাপদ করে নিবে।

হ্যাঁ, অবশ্য ইসলামের অধিকারের বিষয়টি স্বতন্ত্র (অর্থাৎ ইসলামের দন্ডবিধির কারণে জান-মালের দন্ডবিধি প্রয়োগ হবে) এবং তাদের (পরকালের) বিচার আল্লাহর উপরই ন্যাস্ত। (বুখারী: ১/৮, মুসলিম: ১/৩৭)

যাকাত অনাদায়ের পরকালীন শাস্তির বিবরণ দিতে গিয়ে রাসূল সা. ইরশাদ করেন -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، [بخاري: ١٨٨/١]

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন সে যদি সে সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদকে কিয়ামতের দিন টাকপরা বিষাক্ত সাপে রূপ দেয়া হবে, যার চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকবে। সেদিন সাপটিকে তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। অতপর সাপটি তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে যে, আমিই তোমার সম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চয়। (বুখারী: ১/১৮৮)

এ ধরণের অসংখ্য হাদীস শরীফে যাকাত প্রদানের প্রতি অপরিসীম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং কঠিন যন্ত্রনা, ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ আছে। আর কুরআন ও হাদীসে এ ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখ যাকাতের অসীম গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে।

যাকাত কখন থেকে ফরয হয়েছিলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যাকাত যেহেতু আর্থিক ইবাদত আর মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যও আল্লাহর ইবাদত করা, ইবাদতের এ অপরিসীম গুরুত্বের কারণে (নির্ভরযোগ্য মতানুসারে) ইসলামের প্রায় শুরুলগ্ন থেকেই যাকাত ফরয করা হয়। হিজরতের পূর্বেই মক্কা মুকাররামায় যাকাত সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

* যেমন সূরা মুযযাম্মিলে ইরশাদ হচ্ছে:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো"(আয়াত নং: ২০)

আর সূরা মুযযাম্মিল মক্কী জীবনের শুরুলগ্নেই অবতীর্ণ হয়।

* অপরদিকে বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের দরবারে আবু সুফিয়ান রাসূল সা. সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেখানে বলেছিলেন -

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ

"তিনি আমাদেরকে নামায পড়ার এবং যাকাত দেয়ার আদেশ দেন"(বুখারী, হাদীস নং: ৪৫৫৩)

এ ঘটনাটি মাক্কী জীবনে তথা হিজরতের অনেক পূর্বেই সংঘটিত হয়। সুতরাং এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, যাকাতের বিধান মাক্কী জীবনেই অবতীর্ণ হয়। অবশ্য যাকাতের বিস্তারিত নিসাব ও তার বিস্তারিত বিবরণ মদীনা শরীফে দ্বিতীয় হিজরী ও পঞ্চম হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে অর্জিত সম্পদের অনুমানভিত্তিক কিছু অংশ প্রদানের মাধ্যমে যাকাত আদায় করা হতো।

উল্লেখ্য, যাকাতের বিধান ইসলামপূর্ব শরীয়তসমূহেও দেয়া হয়েছিলো। সুরা আম্বিয়ায় এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ.
(الانبياء: ٧٣)

অর্থ: ...আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তাঁরা আমার এবাদতে ব্যাপৃত ছিল। (আয়াত নং ৭৩)

এ আয়াতে তাদের বলতে হযরত ইবরাহীম আ., ইসহাক আ. ও ইয়াকুব আ. উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, আমাদের শরীয়ত ও পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পূর্ববর্তী শরীয়তে যাকাতের সম্পদ কাউকে প্রদান করার বিধান ছিলো না; বরং যাকাতদাতা যাকাতের সম্পদ একত্রিত করে কোনো এক স্থানে রেখে দিতে। অতপর আসমান থেকে আগুন এসে সে সম্পদকে জালিয়ে দিলে যাকাত কবুল হয়েছে বলে ধরে নেয়া হতো। আর যার

যাকাত কবুল হতো না তার সম্পদকে আগুন স্পর্শ করতো না; বরং তা আপন অবস্থায় পড়ে থাকতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়া ও মেহেরবানী এ উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর যে, তিনি যাকাতের সম্পদ গরীব-মিসকীনদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন এবং সমাজের আর্থিক উন্নয়ন ও সম্পদের সুষ্ঠ বন্টনের ক্ষেত্রে যাকাতকে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ আখ্যা দিয়েছেন এবং কবুল হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি গোপন রেখে উম্মতকে অপমানের গ- ানি বহন করা থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

যাকাত আদায়ের লাভ ও অনাদায়ের ক্ষতি প্রসঙ্গে

যাকাতের উপকারিতা ও লাভ:

যাকাত আদায়ের পার্থিব ও পরকালীন অনেক উপকারিতা রয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. যাকাত প্রদানের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারাতে ইরশাদ করেন -

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর সদকা (আদায়কৃত সম্পদ) কে বৃদ্ধি করেন"। (সূরা বাকারা: ২৭৬)

রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ،

"সদকা-যাকাত সম্পদ হ্রাস করে না" (বরং সম্পদকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়।) (সহীহ মুসলিম- ২/৩২১)

সুতরাং যারা মনে করে সঞ্চিত অর্থ থেকে যাকাত প্রদান করলে সম্পদ কমে যায়- কুরআন, হাদীসের দৃষ্টিতে এ ধারণা সম্পূর্ন ভুল; বরং যে পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে প্রদান করা হয় আল্লাহ তায়ালা অন্তত ওই পরিমাণ সম্পদ তো দান করেনই, উপরন্তু অবশিষ্ট সম্পদে বরকত দান করে হাজার টাকার দ্বারা লক্ষ টাকার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন।

২. যাকাত প্রদানের দ্বারা সম্পদ পবিত্র হয়, রাসূল সা. ও ফেরেশতাদের দুআ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে সূরা তাওবাতে ইরশাদ হচ্ছে:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

(হে নবী) আপনি তাদের সম্পদের যাকাত গ্রহণ করুন, যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিমার্জিত করবে এবং তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ। (সূরা তাওবা: ১০৩)

হাদীস শরীফে আছে- রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা দু'জন ফেরেশতাকে বিরামহীনভাবে এ দুআ করতে নিয়োজিত রেখেছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا..الخ

অর্থ: রাসূল সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যহ সকালে দু'জন ফেরেস্ড়া অবতীর্ণ হয়। একজন বলেন- হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আপনার রাস্তায় ব্যয় করে, যাকাত দেয়, দান-সদকা করে, তাকে দুনিয়াতে ব্যয়কৃত সম্পদের উত্তম বিনিময় দান করুন। দ্বিতীয়জন বলেন- হে আল্লাহ, যে আপনার রাস্তায় ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে মাল গচ্ছিত করে রাখে তার সম্পদ ধক্ষংস করে দিন। (বুখারী, হাদীস নং: ১৪৪২)

উপরোক্ত আয়াতে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মাল পবিত্র হওয়ার কথা এবং রাসূল সা.কে যাকাত আদায়কারীর জন্য দু'আ করার আদেশ দেয়ার কথা প্রমাণিত হলো। আর হাদীসের মাধ্যমে একদল ফেরেশতাদের যাকাত আদায়কারীর মাল বৃদ্ধির জন্য দু'আয় নিয়োজিত থাকার কথা প্রমাণিত হলো।

৩. যাকাত প্রদানের দ্বারা অবশিষ্ট সম্পদ বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

হাদীস শরীফে এসেছে, একব্যক্তি রাসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করে তার কী পরিমাণ

সাওয়াব হবে ? জবাবে রাসূল সা. বললেন, তার সম্পদগুলো বিপদমুক্ত হয়ে যাবে। হাদীসটি হলো-

عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن أدّى الرجل زَكَاة مَاله فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أدّى زَكَاة مَاله فقد ذهب عَنهُ شَره
(الترغيب والترهيب رقم الحديث ١١٢٢)

অর্থ: একব্যক্তি রাসূল স.কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করে, তার ব্যাপারে কী বলবেন? রাসূল স. বললেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত ঠিকমতো আদায় করবে তার সম্পদ থেকে বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে। (আততারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং: ১১২২)

পূর্বে যা বলা হলো তা ছিলো পার্থিব জীবনের উপকারিতা। এবার দেখুন যাকাত আদায়কারীর পরকালীন জীবনে লাভ কী ?

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ، يَعْنِي الجَنَّةَ،........ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ،

যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তাকে কিয়ামত দিবসে জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে আহবান করা হবে (আর জান্নাতের অনেক দরজা রয়েছে) এবং অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় যাকাত আদায়কারীর জন্য রয়েছে বিশেষ দরজা। তাদেরকে বিশেষভাবে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। (বুখারী: ১/২৫৪, মুসলিম: ১/৩৩০)

যাকাত-সদকা আল্লাহর ক্ষোভের আগুন নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

তিরমিযি শরীফে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

নিশ্চয়ই দান-সদকা (যাকাত) আল্লাহর ক্ষোভের আগুন নিভিয়ে দেয় এবং দাতাকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। (তিরমিযী: ১/১৪৪)

যাকাত আদায়কারীর জন্য জান্নাতে এক বিশেষ গেট তৈরী আছে সে গেট দিয়ে যাকাত আদায়কারীকে ডাকা হবে।

মোটকথা, যাকাতের উপকারিতা অপরিসীম। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। তাছাড়া মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুমপালন। একজন মুমিন নামাযে রুকু-সিজদার মাধ্যমে প্রভুর দাসত্ব প্রকাশ করে আর সে যাকাত প্রদানের মাধ্যমেও এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করে যে, তার নিকট যত ধন-সম্পদ রয়েছে সবকিছুর প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ। এভাবেই সে তার প্রভুর দাসত্ব প্রকাশ করে থাকে।

তদুপরি যাকাত সমাজের অসহায় গরীবদের প্রদান করা হয়। আর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিত্তশালীদের উপর এদের সহযোগিতা করা একটি গুরুদায়িত্ব। এ মানবিক দায়িত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে যাকাতের মাধ্যমে মানুষের অন্যতম আধ্যাত্মিক ব্যাধি তথা ধন-সম্পদের প্রতি অতি মাত্রায় মোহ ও লোভ-লালসা অন্তর থেকে দূরীকরণ হয়। সবচে বড় উপকারিতা হচ্ছে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ সমাজের শ্রেণী বিশেষের হাতে পুঞ্জিভূত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এর মাধ্যমে সমাজে দারিদ্র বিমোচন হয় এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাকাত অনাদায়ের ক্ষতি ও অপকারিতা

যাকাত আদায় না করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। ও পার্থিব অনেক ক্ষতির কথা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আছে। পরকালীন ক্ষতির ব্যাপারে সূরা তাওবার পূর্বে উল্লিখিত আয়াতটি মনোযোগ দিয়ে আবার পড়ুন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ O يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ O

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে যাকাত অনাদায়কারীদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের সম্পদ আগুনে উত্তপ্ত করার পর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বানানো হবে এবং তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে আর তাদের বলা হবে, এই সেই ধন সম্পদ, যা তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করে পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। আজ তার স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫)

বুখারী শরীফ থেকে রাসূল সা. এর যে হাদীসটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا {لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الْآيَةَ

অর্থাৎ যে মালের যাকাত সঠিকভাবে আদায় করবে না তার সে সম্পদ টাকপড়া বা দুই দাতবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপের রূপ ধারন করবে এবং গলায় তাকে পেঁচিয়ে দেয়া হবে, যা তার মুখে দংশন করতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার সে সম্পদ যা কুক্ষিগত করে রেখে ছিলে, আল্লাহর পথে ব্যয় করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলে। (বুখারী-১/১৮৮)

অন্যত্র হাদীসে এসেছে-

وَعَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَانع الزَّكَاة يَوْم الْقِيَامَة فِي النَّار رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير

যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (আত তারগীব লিল মুনযিরী, হাদীস নং: ১১৫৩)
এ ছাড়া আরো অনেক আয়াত ও হাদীসে যাকাত না দেয়ার কঠিন শাস্তির বিবরণ রয়েছে। এগুলো সব পরকালীন ক্ষতি।
যাকাত না দেয়ার পার্থিব ক্ষতিও অনেক বেশি।

যাকাত না দেয়া সম্পদ ধ্বংসের কারণ

রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

قَالَ عمر قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا تلف مَال فِي بر وَلَا بَحر إِلَّا بِحَبْس الزَّكَاة **(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:رقم الحديث:٤٣٣٥)**

অর্থাৎ: স্থলভাগে ও সমুদ্রে যতো মাল ধক্ষংস হয়ে থাকে সবই যাকাত আদায় না করার কারণে। (মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস নং: ৪৩৩৫)
অন্যত্র ইরশাদ করেন-

عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا خالطت الصَّدَقَة أَو قَالَ الزَّكَاة مَالا إِلَّا أفسدته (رَوَاهُ الْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ)

অর্থাৎ যে মালের মধ্যে যাকাত মিশ্রণ হবে (অর্থাৎ যাকাত অনাদায় থাকবে) সে মাল-সম্পদকে ধবংস করে দিবে। (আত তারগীব, হাদীস নং: ১১৫৪)

রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

عَن بُرَيْدَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا منع قوم الزَّكَاة إِلَّا ابْتَلَاهُم الله بِالسِّنِينَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط

অর্থাৎ যে সম্প্রদায় যাকাত দিতে অস্বীকার করবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠিন দূর্ভিক্ষে নিপতিত করবেন। (আত তারগীব, হাদীস নং: ১১৫৬)

এ হচ্ছে যাকাত আদায় না করার নির্মম পরিণাম, ক্ষতি ও অপকারিতা। কিন্তু আজ অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর এ ব্যাপারে চরম উদাসীনতা দেখা

যায়। সমাজের অধিকাংশ মুসলমানকে নামায-রোযার ন্যায় যাকাতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে দেখা যায় না।

সমাজের মানুষ যাকাতের ব্যাপারে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত

- অনেকে যাকাত আদায় করার ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপই করেন না। এটা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরয তারও খবর রাখে না। কোন কোন সম্পদের যাকাত দিতে হয় এ ব্যাপারেও তাদের কোন ধারণা নেই।
- অনেকে আছেন যারা যাকাত আদায় করেন ঠিক, কিন্তু সম্পদের পরিপূর্ণ হিসাব করে যাকাত দেন না, বরং অনুমান করে কিছু টাকা যাকাতের নিয়তে দিয়ে দেন। মনে রাখা দরকার, পরিপূর্ণভাবে হিসাব করে যাকাত না দেয়ার ফলে যদি কিছু পরিমাণ সম্পদে যাকাত অনাদায় থেকে যায় তাহলে গোটা সম্পদগুলোই অপবিত্র থেকে যাবে এবং তাকে যাকাত আদায়কারী বলা যাবে না।
- কিছু লোক যাকাত আদায় করে, সম্পদের হিসাব নিকাশ সঠিক মতোই করে কিন্তু সঠিক খাতে যাকাত প্রদান করে না। আর সঠিক খাতে যাকাত না দেয়া হলে যাকাতই আদায় হবে না। অন্যদিকে এর কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, যদ্দরুন সমাজে যাকাতের সুফলও পরিলক্ষিত হয় না।

যাকাত আসলে কী?

মূলতঃ যাকাত মানে ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার। তাই গরীবদের বঞ্চিত করে বড় বড় প্রকল্প ও রাজনৈতিক দলের উপর যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাকাতের অপব্যবহার বৈ কী?
সুতরাং সম্পদের সুষ্ঠ, নিখুঁত হিসাব-নিকাশ করে যাকাত বের করতে হবে এবং সঠিক খাতেই তা ব্যয় করতে হবে; অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। ফলে যাকাত আদায় না করার গুনাহ হবে।

যে সব কারণে যাকাত আদায় করা হয় না

বহুবিদ কারণে আমাদের সমাজে যাকাত আদায় করা হয় না। নিম্নে কতিপয় কারণ পেশ করা হলোঃ

- যাকাতের যে পরিমাণ গুরুত্ব ইসলামে রয়েছে এবং বহুবিদ উপকারিতা রয়েছে আমাদের সমাজের অনেক লোক সে সম্পর্কে অজ্ঞ। এ কারণে তারা যাকাত আদায় করে না। এদের অন্তরে ইসলামের ফরয-ওয়াজিব ও অবশ্যপালনীয় বিধানগুলোর প্রতি যতক্ষণ পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ না আসবে **তত**ক্ষণ পর্যন্ত তারা যাকাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। (আল্লাহ মাফ করুন) অর্জিত সম্পদকে গণীমত ভেবে সে অর্থ দিয়ে যা খুশি তাই করবে।

- কিছু লোক মনে করে, আমরা তো দ্বীনী কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করি বিধায় আমাদের যাকাত এমনিতেই আদায় হয়ে যায়। সুতরাং পৃথকভাবে সম্পদের নিখুঁত হিসাব করে যাকাত আদায় করার প্রয়োজন কী ?
  এ সব ভ্রান্ত ধারণার কারণে তারা যাকাত আদায় করতে পারছে না। অথচ জেনে রাখা উচিত, যতোক্ষণ পর্যন্ত যাকাতের নিয়তে যাকাতব্যয়ের খাতে তা প্রদান করবে না কোটি টাকা দ্বীনী কাজে ব্যয় করলেও এক টাকা পরিমাণ যাকাত আদায় হবে না।

- কিছু লোক যাকাত কখন ফরয হয়, কাদের উপর ফরয হয় তাও জানে না। এ অজ্ঞতার কারণে তারা মনে করে, আমাদের উপর যাকাত ফরযই নয়। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে শরীয়তের আলোকে তাদের উপর যাকাত ফরয। ফলে সারাজীবন তারা যাকাত আদায় থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।
- অনেকে অঢেল টাকার মালিক, বিশাল ফ্যাক্টরি-কারখানার মালিক, ল্যান্ড ব্যবসা করে হিসাব করলে তাদের উপর কোটি কোটি টাকা যাকাত আসবে। কিন্তু বিরাট অংকের টাকা যাকাত আসায় কৃপণতার কারণে এতো টাকা গরীবদের দিয়ে দেয়ার মন-মানসিকতার যথেষ্ট অভাব থাকায় জেনেশুনেও সঠিকভাবে যাকাত আদায় করছে না। ফলে এসব লোকেরাও যাকাত আদায় করা থেকে বঞ্চিত।

এ রকম আরো অনেক কারণে আমাদের সমাজে যাকাত আদায়ের সুফল এবং দারিদ্র বিমোচন, অর্থের সুষ্ঠবন্টন ইত্যাদির মুখ দেখা যাচ্ছে না।

আল্লাহ সবাইকে সঠিকভাবে যাকাত প্রদানের তাওফীক দান করুন। আমীন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাকাতের আহকাম

পূর্বে ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা শারীরিক ইবাদাত দিয়েছেন দুটি- নামায, রোযা। আর আর্থিক ইবাদত মাত্র একটি- "যাকাত"। শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাতের সমষ্টির নাম হজ্ব। অতএব সম্পদ ও অর্থের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদাত তথা যাকাতের ক্ষেত্রে শরীয়ত কয়েকটি বিষয়ে মূলনীতি প্রদান করে তার আলোকে যাকাতের বিধান আরোপ করেছে। এগুলো বুঝে নিলে যাকাতের আহকাম ভালোভাবে অনুধাবন করা সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ। নিম্নে তা পেশ করা হলো ।

যাকাতের ব্যাপারে শরয়ী নীতিমালা

সর্ব সাধারণের নিকট সর্বস্তরের জনগনের কাছে সাধারণত যে সকল সম্পদ মালিকানাধীন থাকে কেবল সেসব সম্পদের উপরই শরীয়ত যাকাত ফরয করেছে। বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কাছে যেসব সম্পদ থাকে সাধারণ লোকেরা তা হয়তো কোনোদিন দেখতেও পায় না এসব ভি. আই. পি. সম্পদের উপর শরীয়ত যাকাত ফরয করে নি। ছাগল, গরু, মহিষ, উট এসব প্রাণী সাধারণত সমাজের সাধারণ লোকেরাই পালন করে থাকে। তাছাড়া গোল্ড ও সিলবারের কারেন্সি যখন প্রচলিত ছিলো তখন সর্বস্তরের মানুষের হাতেই তা থাকতো। বর্তমান যুগের টাকা-নোট যেহেতু কারেন্সির ন্যায় তাই এগুলোর উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে।
এর বিপরীত হীরা-মুক্তা, জাওহার কেবল ভি. আই. পি. ব্যবসায়ীদের কাছেই সংরক্ষিত থাকে, যা অত্যন্ত মূল্যবান পদার্থ। অথচ শরীয়ত তার উপর যাকাতের বিধান আরোপ করেনি।

(لا زكاة في اللآلئ والجواهر) وإن ساوت ألفا اتفاقا (إلا أن يكون التجارة). (الدر المختار: ١٩٤/٣)

যাকাত ফরয করার ক্ষেত্রে শরীয়ত স্বনির্ভরতা ও অমুখাপেক্ষিতার বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখেছে। যে সম্পদের প্রতি মানুষের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

সম্পৃক্ত নয় এমন সম্পদের উপরই যাকাতের বিধান আরোপ করেছে। পক্ষান্তরে যেসব সম্পদ ও যে পরিমাণের সম্পদ মানুষের প্রয়োজন মিটাতে নিয়োজিত রয়েছে তার উপর যাকাত আরোপ করা হয় নি। এ কারণেই শরীয়তের সিদ্ধান্ত হলো যাকাতযোগ্য সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তথা নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিকের হাতে সংরক্ষিত থাকতে হবে এবং সম্পদগুলো পুরো বছর মালিকের মালিকানায় থাকতে হবে। অন্যথায় যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ, এক বছর পর্যন্ত এ সম্পদ হাতে গচ্ছিত থাকা প্রমাণ করে যে, সম্পদটি তার খুব প্রয়োজনীয় নয় তাই তা ঐসব প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে না, যার প্রতি সে মুখাপেক্ষী।
সুতরাং পুরো বছর নিসাব পরিমাণ সম্পদ যখন কারো হাতে অবশিষ্ট থাকবে তখনই প্রমাণিত হবে, এ সম্পদ তার প্রয়োজনোতিরিক্ত। আর সম্পদের এ অবস্থাকেই শরীয়ত غنى বা অমুখাপেক্ষিতা বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।
ধনী হওয়ার এটাই আসল মর্ম। ধনীর উপরেই যাকাত ফরয করা হয়েছে। সুতরাং সকালবেলায় ধনী, লাখো টাকা পকেটে আর সন্ধ্যাবেলায় ফকীর, সব চলে গেলো, ব্যয় হয়ে গেল এরকম র‍্যানিং বা চলতি অর্থকে অমুখাপেক্ষিতা বলা চলে না।

ومنها كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية ؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعم وبه يحصل الأداء عن طيب النفس إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه ولا يكون نعمة إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية ؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن فكان شكره شكر نعمة البدن. ولا يحصل الأداء عن طيب نفس. (بدائع الصنائع: ٩١/٢)

বর্ধিত সম্পদ থেকে যাকাত নেয়া হয় (المال النامی)

শরীয়ত বর্ধিত সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছে। মূল সম্পদে কিন্তু যাকাত ফরয করা হয় নি। এ একটির সহজ উদাহরণ হচ্ছে এই: কোন ব্যক্তি যখন চল্লিশটি ছাগলের মালিক হলো তার নিসাব পূর্ণ হলো, এক বছর

তার মালিকানায় চল্লিশটি ছাগল থাকলে বাচ্চা দেবে বিশ-পঁচিশটি। শরীয়তের নির্দেশ হলো বছর পূর্ণ হওয়ার পর একটি মাত্র ছাগল যাকাত হিসাবে দিয়ে দাও। দেখুন-এখানে ছাগল বৃদ্ধি হয়েছে বিশ-পঁচিশটি আর যাকাত হিসাবে দেয়া হয়েছে মাত্র একটি।
লক্ষণীয় বিষয় হলো, কারো মালিকানায় চল্লিশটি ছাগল আসা মাত্রই শরীয়ত একটি ছাগল তুলে নেয় নি বরং বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিয়েছে। গরু, মহিষ ও উটের বিষয়টিও অনুরূপ।
সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে শরীয়ত মূল সম্পদে যাকাত আরোপ করে নি বরং বর্ধিত সম্পদের উপরই যাকাত আরোপ করেছে।

একটি প্রশ্ন:- প্রশ্ন আসতে পারে যে- পশুর ক্ষেত্রে সম্পদ বর্ধিত হয় এমনকি ব্যবসায়িক সম্পদও বৃদ্ধি পায়। তাই বর্ধিত সম্পদে যাকাত আসে বলা বাস্তব সম্মত। কিন্তু গোল্ড-সিলভার এবং কারেন্সি তো কোনো বাচ্চা দেয় না এবং এগুলো বর্ধিত হয় না তাহলে এগুলোর মধ্যে যাকাত দিতে হয় কেন?

উত্তর:- দৃশ্যত যদিও এগুলো বর্ধিত বলে মনে হয় না কিন্তু প্রকৃত বিচার বিবেচনায় এগুলোর মধ্যেও বর্ধিত হওয়ার বিরাট সুযোগ রয়েছে। কারণ, সোনা-রূপা, টাকা ও কারেন্সি এগুলো ব্যবসায় ব্যবহার করার উপযুক্ত বস্তু। ব্যবসায় বিনিয়োগ করে অর্থ বৃদ্ধি করার জন্যেই মূলত এগুলোর সৃষ্টি। কেউ যদি এগুলো ব্যাংক লকারে কিংবা সিন্দুকে রেখে দেয় তাহলে সেটা মালিকের দুর্বলতা। আসলেতো এগুলো ব্যবসায় লাগিয়ে বর্ধীত করার মত যথার্থ সম্পদ ছিলো। এ কারণে শরীয়ত এগুলোর উপরও যাকাতের বিধান প্রয়োগ করেছে। (ইলমী বয়ান: আল্লামা মুফতি পালনপূরী)

শরীয়তের বিবেচনায় যেসব সম্পদ চলমান এবং ঘুর্ণয়মান সেসব সম্পদে যাকাতের পরিমাণ রাখা হয়েছে কম। এর বিপরিতে যে সব সম্পদ স্থির তাতে যাকাতের পরিমাণ রাখা হয়েছে বেশি। যেমন উশরী জমির উৎপাদিত ফসলে যাকাতের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগ রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে সোনা-রূপা, টাকা-কড়ি ব্যবসায়িক সম্পদ ঘুর্ণয়মান বা চলন্ত সম্পদ তাতে যাকাত রাখা হয়েছে কম। যেন যাকাত আদায় করতে গিয়ে কারো কাছে বোঝা মনে না হয়।

যেসব সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের অর্থ, শ্রম, মেধা অধিক পরিমাণে ব্যয় হয় সেসব সম্পদে যাকাত রাখা হয়েছে কম আর যে সম্পদ অর্জনে তুলনামূলক কম অর্থ, শ্রম, মেধা ব্যয় হয়, তাতে যাকাত রাখা হয়েছে বেশি যেমন- খনিজ সম্পদ মাটির নিচে পাওয়া গেলে তার মধ্যে 'খুমুস' তথা পাঁচ ভাগের এক। উশরী জমিনের ফসলে সেঁচের কাজ বৃষ্টির পানি দ্বারা হলে দশ ভাগের এক। সেঁচের পানি ক্রয়কৃত হলে বিশ ভাগের এক এবং সবচাইতে বেশি অর্থ, শ্রম ও মেধা যেখানে প্রয়োগ হয়-তথা ব্যবসা, অর্থ উপার্জন ইত্যাদি তাতে যাকাত রাখা হয়েছে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (দরসে তিরমিযী: ২/৪৬৭)

زكاة الرقة ربع العشر فإنه لم يكن الاتسعون ومائة فليس فيها شيئ وذلك لأن الكنوز انفس الأحوال يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها. فحق زكاته أن تكون اخف الزكاة. (حجة الله البالغة: ٤/٦٠-٦١)

সুতরাং শরীয়ত এ ক্ষেত্রে মানুষের শ্রম, মেধা, ত্যাগ ও বিনিয়োগের দিক লক্ষ্য রেখেই যাকাতকে স্তর বিন্যাস করেছে।
যাকাত সংক্রান্ত এ কয়েকটি শরয়ী নীতিমালা বা শরীয়তের লক্ষ-উদ্দেশ্য ভাল ভাবে বুঝে নেয়ার পর এবার মূল আলোচনায় আসা যাক।

যাকাত কার উপর ফরয

প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন (আকেল) মুসলিম নর-নারী, যার মালিকানায় ঋণ ব্যতীত নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত, নিসাব পরিমাণ বর্ধনশীল সম্পদ থাকবে এবং সে সম্পদের উপর পূর্ণ এক চন্দ্রবছর অতিবাহিত হবে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয।
সুতরাং নিম্নবর্ণিত অবস্থায় যাকাত ফরয নয়:

১) নাবালেগ বাচ্চা। যদিও তার মালিকানায় প্রচুর যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে, তার উপর যাকাত ফরয নয় এবং তার অভিভাবকদের উপরও নয়।
২) পাগল-মস্তিস্কবিকৃত ব্যক্তি। তার উপরও যাকাত আসবে না। হাঁ ! সে যদি নিসাবের মালিক হওয়ার প্রাক্কালে সুস্থ থাকে এবং বছর সম্পন্ন

হওয়ার সময়ও সুস্থ থাকে তাহলে বছরের মাঝে বিভিন্ন সময়ে পাগল থাকা সত্ত্বেও তার উপর যাকাত ফরয হবে।

৩) অমুসলিম। অঢেল সম্পদের মালিক হলেও যাকাত নেই। কারণ যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত কোন ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয়।

৪) যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় তার উপর যাকাত নেই। কেননা এটা যাকাতের জন্য শর্ত। আর যেহেতু শর্ত অনুপস্থিত তাই যাকাত আদায় করা ফরয নয়।

৫) যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ অর্থের মালিক তার সম্পদগুলো বর্ধনশীল না হওয়ায় তার মালিকানা সম্পদ যাকাতযোগ্য সম্পদ নয়।

৬) সব শর্ত উপস্থিত তবে উক্ত সম্পদের উপর এক চন্দ্র বছর অতিবাহিত হয় নি, তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয নয়। তবে অগ্রিম আদায় করে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। (ফাতওয়ায়ে শামী- ৩/১৭৩-৭৪ হিন্দিয়া- ১/২৩৩)

(وَأَمَّا شُرُوطُ وُجُوبِهَا وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى الْكَافِرِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.... (وَمِنْهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ) فَلَيْسَ الزَّكَاةُ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْجُنُونُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا هَكَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.... (وَمِنْهَا كَوْنُ الْمَالِ نِصَابًا) فَلَا تَجِبُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ هَكَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ.... (وَمِنْهَا كَوْنُ النِّصَابِ نَامِيًا) حَقِيقَةً بِالتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُلِ وَالتِّجَارَةِ أَوْ تَقْدِيرًا.... (وَمِنْهَا حَوَلَانُ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ) الْعِبْرَةُ فِي الزَّكَاةِ لِلْحَوْلِ الْقَمَرِيِّ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. (الهندية ١/٢٣٣)

উল্লেখ্য, ভালো করে জেনে নেয়া উচিত যে, প্রত্যেক মানুষের সম্পদের মালিকানা হিসাবে যাকাতের বিধান কার্যকর হবে। যেমন পিতা নিসাবের মালিক হলে তখন মালিকানা হিসেবে তার উপরই যাকাত ফরয হবে, সন্তানের উপর নয়। তদ্রূপ সন্তান নেসাবের মালিক হলে তার উপরই যাকাত ফরয হবে, পিতার উপর নয়।

স্বামী নিসাবের মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয, স্ত্রীর উপর নয়। স্ত্রী নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত স্ত্রীর উপরই ফরয হবে, স্বামীর উপর নয়। সুতরাং স্বামী তার নিজস্ব সম্পদ থেকে, স্ত্রীও তার নিজের মালিকানা সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা ফরয। কারণ প্রত্যেকের মালিকানা স্বতন্ত্র। অনুরূপ পিতা পুত্রের ক্ষেত্রেও।

যাকাতযোগ্য সম্পদ ও তার নিসাব প্রসঙ্গ

যাকাতযোগ্য সম্পদের বিভিন্ন শ্রেণী

যাকাতের নিসাবের ব্যপারে আলোচনার পূর্বে যাকাতযোগ্য সম্পদের বিবরণী প্রথমে বুঝে নেয়া দরকার। যার বিবরণ নিম্নরূপ:
যাকাতযোগ্য সম্পদ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতিটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটির সাথে আরেকটিকে মিলানোর অবকাশ নেই। প্রতিটি শ্রেণীরই নির্দিষ্ট নিসাব রয়েছে। আর এটাকে বড় নিসাব বলা হয়। এছাড়া একটা ছোট নিসাবও রয়েছে যা পরে আলোচনা করা হবে। বড় নিসাবের সাথে ছয় ধরণের বিধান সম্পৃক্ত। আর ছোট নিসাবের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে পাঁচ ধরণের বিধান।

যাকাতযোগ্য সম্পদের চার শ্রেণীর বিবরণ

❖ প্রথম শ্রেণীর সম্পদ হচ্ছে “উট”। যদি কোন ব্যক্তির কাছে উট থাকে আর বছরের অধিকাংশ সময় যদি সেগুলো চারণভূমিতে বিনা মূল্যে বৈধভাবে খাদ্য গ্রহণের সুযোগ পায় তাহলে তার নিসাব হলো পাঁচটি উট। এর কম হলে যাকাত নেই।

❖ দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পদ গরু এবং মহিষ। এর নিসাব হলো ত্রিশটি। ত্রিশটির কম হলে তার উপর যাকাত নেই। এ সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে পশুগুলি সায়েমা তথা মুক্তভাবে মাঠে বিচরণকারী হতে হবে। গৃহে পুরো বছর পালিত হলে তাতে যাকাত নেই।

❖ তৃতীয় শ্রেণীর সম্পদ হচ্ছে, ভেড়া, ছাগল। এর নিসাব হলো চল্লিশটি। এ ক্ষেত্রেও সায়েমা তথা মুক্তভাবে মাঠে বিচরণকারী হওয়া শর্ত। এর কম হলে যাকাত ফরয হবে না।

نصاب الابل فليس فيما دون خمس من الابل زكاة وفى الخمس شاة وفى العشر شاتان وفى خمسة عشر ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض وفى ست وثلاثين بنت لبون وفى ست وأربعين حقة وفى احدى وستين جذعة وهى أقصى سن لها مدخل في الزكاة (بدائع الصنائع: ٧٤/٢)

❖ চতুর্থ শ্রেণীর সম্পদ হচ্ছে চারটি। চার ধরণের বস্তু মিলে এক শ্রেণী। (ক) স্বর্ণ (খ) রূপা (গ) কারেন্সি (ঘ) ব্যবসায়িক সম্পদ।

প্রথম তিন শ্রেণীর সম্পদের যাকাতের বিবরণ আমাদের দেশে বর্তমানে কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর চার প্রকারের সম্পদের নিসাবের বিবরণ জানা জরুরী। তাই চতুর্থ শ্রেণীর চার প্রকার যাকাতযোগ্য সম্পদের নিসাবের আলোচনা নিম্নে পেশ করেছি।

নিসাবের বিস্তারিত আলোচনা

রূপার নিসাব

যদি কোনো ব্যক্তির নিকট রূপা/সিলভার থাকে, তাহলে তার নিসাব হলো হাদীসের ভাষায় দুই শত দিরহাম। যার সমপরিমাণ হচ্ছে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা। এটা প্রাচীনকালের পরিমাপ। আর আধুনিককালের পরিমাপ আনুযায়ী এর পরিমাণ হচ্ছে (৬১২.৩৬) ছয়শ বার গ্রাম ছত্রিশ মি.গ্রা.। সুতরাং নুন্যতম এ পরিমাণ রূপার কেউ মালিক হলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয। তাকে তার সমুদয় সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ তথা শত করা ২.৫০ আড়াই টাকা যাকাত সরূপ প্রদান করতে হবে।

এ ব্যাপারে রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ»

অর্থাৎ দুই শত দিরহাম থেকে কম পরিমাণ রূপার উপর যাকাত নেই। যখন কারো মালিকানায় দুই শত দিরহাম থাকবে তখন তা থেকে পাঁচ দিরহাম যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। আর ততোধিক হলেও সে হিসেবেই আদায় করতে হবে। অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (দারা কুতনী- ১/৬৮) (বাদায়েউস সানায়ে- ২/১০০, জাওয়াহিরুল ফিকহ- ১/৪২৩)

স্বর্ণের নিসাব

যদি কোন ব্যক্তির কাছে শুধু স্বর্ণ থাকে তাহলে তার নিসাব সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। প্রথম মত:

জমহুরে ওলামা ও চার মাযহাবের সকল আলেমের মতে স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে বিশ দিনার সমপরিমাণ অর্থাৎ প্রাচীন কালের পরিমাপে ৭.৫ সাড়ে সাত তোলা। আর আধুনিক কালের পরিমাপ অনুযায়ী ৮৭.৪৮ গ্রাম। তাই যার মালিকানায় নুন্যতম ৮৭.৪৮ গ্রাম বা সাড়ে সাত তোলা/ভরী স্বর্ণ রয়েছে তার সমুদয় যাকাতযোগ্য সম্পদের শত করা আড়াই টাকা ২.৫০% যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

স্বর্ণের নিসাব সংক্রান্ত হাদীস

হাদীসের মধ্যে স্বর্ণের নিসাবের ব্যাপারে বিশ দিনারের কথাও এসেছে এবং বিশ মিসকালের কথাও এসেছে। উভয়টির পরিমাপ সমান, যা ৭.৫ তোলা বা ৮৭. ৪৮ গ্রাম সমতুল্য। এ ব্যাপারে তিনটি হাদীস বর্ণিত আছে; যদিও প্রত্যেকটি যঈফ। কিন্তু তিনো হাদীস একে অপরের সমর্থক হওয়ায় আর দুর্বলতা থাকে নি; বরং শক্তিশালী হাদীস হিসেবে বিবেচিত। তাই সকল মাযহাবের ওলামাগন সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণ করে নিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত ইবনে উমর রা. ও আয়শা রা. থেকে বর্ণিত:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَعَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ , وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا»

তারা বলেন, রাসূল সা. প্রত্যেক বিশ দিনারে অর্ধ দিনার এবং চল্লিশ দিনারে এক দিনার যাকাত স্বরূপ গ্রহণ করতেন। (সুনানে দারাকুতনী- ১/৬৯)
অপর হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
..... وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ

অর্থাৎ বিশ মিসকালের কম স্বর্ণে কোন যাকাত নেই। (সুনানে দারাকুতনী- ১/৬৯)
হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.সহ আরো অনেকের মত হচ্ছে, যে ব্যক্তির কাছে শুধু স্বর্ণ থাকবে সেটা রূপার বিচারেই বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ যদি তার মূল্য ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপার মূল্য সমান হয় তাহলে তা পূর্ণ নিসাব বলে গন্য হবে। এর অর্থ হচ্ছে স্বর্ণের স্বতন্ত্র কোন নিসাব নেই। রাসূল সা. এর যুগে দশ-এক এর হিসাব ছিলো। এক দিনার ছিলো দশ দিরহাম সমতুল্য। সুতরাং হাদীস শরীফে যে বিশ মিসকাল বা দিনারের কথা উল্লেখ রয়েছে সেকালে তার মূল্য হতো ২০০ দিরহাম। কারণ ১=১০ অর্থাৎ ২০×১০=২০০।
কিন্তু পরবর্তীতে হিসাব বদলে গেছে। রূপার মূল্য অনেক নিচে নেমে এসেছে। আর স্বর্ণ চলে গেছে অনেক উপরে। সুতরাং এ মনিষীদের মতে শুধু স্বর্ণ হলে এখনও রূপার নিসাবই ধর্তব্য হবে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা: ৪/৬০-৬১)

উল্লেখ্য, এ দুই মতের মধ্যে প্রথম মত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । অর্থাৎ রূপার নিসাব আর স্বর্ণের নিসাব সম্পূর্ণ সতন্ত্র ও আলাদা। স্বর্ণের নিসাব সাড়ে সাত তোলা বা ৮৭.৪৮ গ্রাম। আর রূপার নিসাব সাড়ে বায়ান্ন তোলা তথা ৬১২.৩৬ গ্রাম এ মতের উপরেই চার মাযহাবের ফতোয়া এবং এটাই সারাবিশ্বে আমলযোগ্য মতামত।

উল্লেখ্য, সোনা-রূপার যে নিসাব পেশ করা হলো এই দুই পদার্থ চাই অলংকারের আকৃতিতে হোক কিংবা মুদ্রার আকৃতিতে সর্বাবস্থায় তার উপর

যাকাত ফরয। যারা মনে করে মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত নেই তাদের উক্তি সঠিক নয়। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

ক্যাশ টাকা ও কারেন্সির নিসাব প্রসংঙ্গে

ক্যাশ টাকা-পয়সা ব্যাংক কিংবা বাড়ি যেখানেই থাকুক, নোট কিংবা ধাতব মুদ্রা যাই হোক তাতে যাকাত ফরয হবে। টাকা-নগদ অর্থের নিসাব উপরোক্ত সোনা-রূপার নিসাবের মূল্যমান হিসাবেই ধর্তব্য হবে। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, যে নিসাবকে মানদন্ড বানালে তুলনামূলক কম সম্পদে যাকাত ফরয হবে তা-ই ধর্তব্য হবে। (বাদায়েউস সানায়ে’ : ২/১১০)

ذكر القدوری في شرحه مختصر الكرخي انه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم والدنانير حتى انها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصابا ولم تبلغ بالدنانير قومت بما تبلغ به النصاب . (بدائع الصنائع: ٢/١١٠)

বর্তমানে যেহেতু রূপার মূল্য স্বর্ণের চেয়ে অনেক কম তাই নগদ অর্থের ক্ষেত্রে রূপার নিসাবই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

হেভী কারেন্সি: যথা ডলার, পাউন্ড, দিনার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও চার মাযহাবের ফতোয়া এটাই যে, রূপার নিসাবই মানদন্ড হবে, স্বর্ণের নিসাব নয়। যেমন ক্যাশ টাকার ক্ষেত্রে হয়েছে।
তবে কোন কোন গবেষকদের মতে- হেভী কারেন্সির ক্ষেত্রে স্বর্ণের নিসাবই ধর্তব্য হবে, রূপার নয়।
সুতরাং মওজুদ হেভী কারেন্সি তথা ডলার, পাউন্ড, দিনার ইত্যাদির মূল্য যদি সর্বমোট সাতাশি গ্রাম আটচল্লিশ রত্তি স্বর্ণের মূল্যমান পরিমাণ দাঁড়ায় তখন তার উপর যাকাত ফরয হবে। কারণ, মূল্য বিচারে তার মান স্বর্ণের নিকটতম। অথচ রূপার মান অনেক নিচে।
এ ব্যাপারে প্রথম মতই গ্রহণযোগ্য এবং তার উপরই ফতোয়া। তাই হেভী কারেন্সি আর সাধারন কারেন্সির মধ্যে কোন প্রাথক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রে

রূপার নিসাবকেই মাণদন্ড বানাতে হবে ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যমান পযর্ন্ত দাড়ালেই যাকাত ফরয হবে। যার বর্তমানে পরিমাণ হচ্ছে,৬১২ তোলা।

মিশ্রিত সম্পদের নিসাব

যদি করো কাছে কিছু রূপা আর সামান্য স্বর্ণ থাকে (এককভাবে কোন একটি দ্বারা নিসাব পূর্ণ হয় না) অথবা সাথে কিছু মুদ্রাও থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে রূপার নিসাব-ই বিবেচ্য হবে। বাজারে রূপার মূল্য দেখে তা কাগজে লিখুন,স্বর্ণের দাম জিজ্ঞাসা করে তাও লিখুন,তার সাথে যোগ করুন নগদ মুদ্রার পরিমাণ (যদি থাকে)। এ তিনটির সমষ্টির মূল্য যদি রূপার নিসাবের (৬১২.৩৬ গ্রাম) মূল্য পরিমাণ হয়,তাহলে যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় নয়। মোট কথা মিশ্রিত সম্পদের ক্ষেত্রে মানদন্ড হবে রূপার নিসাব, স্বর্ণের নিসাব নয়। কারণ এটাই দরিদ্র মানুষের অনুকুলে। এটাই কুরআন হাদিসের আলোকে চার মাযহাবের ফতোয়া।
উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম দাড়ালো এই: কারো মালিকানায় যদি কেবল স্বর্ণ থাকে,রূপা,মুদ্রা কিছুই না থাকে তাহলে স্বর্ণের নিসাব তথা ৭.৫ তোলা বা ৮৭.৪৮ গ্রাম স্বর্ণ ধতর্ব্য হবে। এর কমে যাকাত আসবে না। এছাড়া স্বর্ণ ব্যা**তিত** অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে পৃথক হোক বা মিশ্রিত,সর্ববস্থায় বর্তমানে রূপার নিসাবই ধর্তব্য হবে। এটার উপরই ফতোয়া। আল্লাহ সবাইকে সঠিকভাবে আমল করার তাওফিক দান করুন।

ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به ، ولو بلغ بأحدهما نصابا
وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير. (الدر المختار: ٢٢٩/٣)

ব্যবসায়িক পণ্যের নিসাব ও যাকাত প্রসংঙ্গ

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত আদায় করা ফরয। ব্যবসার উদ্দেশ্যে দোকানে স্টককৃত যাবতীয় পণ্যের এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে পণ্য ক্রয় করা হয় বা ক্রয় করার সময় নিরেট ব্যবসার উদ্দেশ্যেই ক্রয় করা হয় তাকেই বলা হয় ব্যবসায়িক পণ্য/সম্পদ। (হিন্দিয়া: ১/১৭৯)

সুতরাং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট, জমি, বাড়ী-গাড়ী ইত্যাদি ক্রয় করা হলে তা ব্যবসায়িক পণ্য হওয়ায় তার পূর্ণ মূল্যমানের উপর যাকাত ফরয হবে। তবে নিজে থাকা বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা ভাড়া দেয়ার নিয়তে অথবা সুযোগ হলে বিক্রি করে দেবে, নতুবা মালিকানায় রেখে দেবে, কিংবা সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই ফ্ল্যাট, বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় করা হলে তা ব্যবসায়িক পণ্য ধর্তব্য হবে না। এ কারণে তার মূল্যের উপর যাকাতও আসবে না। হাঁ, এ সব সম্পদ ভাড়া দেয়া হলে তার থেকে উপর্জিত অর্থের যাকাত দেয়া ফরয হবে।
মোট কথা: ব্যবসায়িক যে কোন পণ্যের যাকাত দিতে হবে তার মূল্য ধরে। মূল্যমান নির্ধারণের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে মার্কেট ভ্যালু, খুচরা বিক্রয়মূল্য এবং পাইকারীমূল্য। এ তিন পদ্ধতির তৃতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ পাইকারী দরে হিসাব করে যাকাত দেয়া যেতে পারে। তবে খুচরা বিক্রয়মূল্য অধিকতর সর্তকতা। তাই দোকানে যত মাল আছে সবগুলো একসঙ্গে যদি ক্রয় করা হয় তাহলে যত মূল্য আসবে, ঐ টাকার পরিমাণ যদি ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ রূপাই নিসাবের মাপকাঠি হবে। আর সম্পূর্ণ পণ্যের মূল্য যত টাকা হয় তার শতকরা আড়াই টাকা যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। এটাই ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত বের করার সহজ নিয়ম।
উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা গেল, প্রায় সব ক্ষেত্রে বর্তমানে যাকাতের নিসাবের মানদন্ড হচ্ছে রূপার নিসাব।

রূপার নিসাব নির্ধারণের ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা

১নং মাসআলা: দেশের বিভিন্ন স্থানে রূপার মূল্যে ভিন্নতা থাকলে যাকাতদাতার মাল-সম্পদ যে স্থানে থকবে নিসাব নির্ধারনের ক্ষেত্রে সে স্থানের রূপার মূল্য চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮০,আদ্দুররূল মুখতার ৩/২১১-১৩)

(قوله يقومها) أي المالك في البلد الذي فيه المال حتى لو كان بعث عند التجارة
إلى بلد أخرى لحاجة فحال الحول يعتبر قيمته في ذلك البلد. (فتح القدير: ١٠٠/٤)

২নং মাসআলা: রূপার দ্বারা নিসাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্যই ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ জুয়েলারী দোকান থেকে রূপা ক্রয় করতে গেলে যে মূল্যে পাওয়া যাবে, নিসাবের ক্ষেত্রেও সে মূল্য ধর্তব্য হবে। বিক্রয়মূল্য ধর্তব্য হবে না। সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট ৫২.৫ তোলা রূপার ক্রয়মূল্য সমপরিমাণ যাকাতযোগ্য মাল থকবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। (ফাতওয়া শামী ২/২৩৪)

৩নং মাসআলা: রূপার মান বা রূপার মধ্যে খাদের পরিমাণের বেশ-কমের কারণে বর্তমান মার্কেটে রূপার মূল্য ব্যবধান হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, সর্বনিম্ন মূল্যে রূপার হিসাব ধর্তব্য হবে। তবে সে রূপার মধ্যে খাদের পরিমাণ রূপার তুলনায় কিছুটা হলেও কম থাকতে হবে। অতএব সর্বনিম্ন মূল্যের ৫২.৫ তোলা রূপার ক্রয় সমমূল্যের সম্পদ কারো মালিকানায় থকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়ে যাবে। (বাদায়েউস সানায়ে ২/১০৩)
তবে আল্লামা শামী রহ. এর দৃষ্টিতে খাদের পরিমাণ কম হওয়ার প্রয়োজন নেই বরং যে রূপাতে খাদ ও রূপা সমান এমন রূপার ক্রয় মূল্যও নিসাব নির্ধারনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। সুতরাং রূপা ও খাদের পরিমাণ সমান, এমন রূপা মার্কেটে চালু থাকলে সে রূপার ক্রয়মূল্য নিসাবের ব্যাপারে ধর্তব্য হওয়াই শ্রেয়। হাঁ, যদি খাদের পরিমাণ রূপার তুলনায় বেশি হয় সে রূপার মূল্য নিসাবের মানদন্ড হওয়ার উপযুক্ত নয়। (শামী: ৩/৩৩১)
এ ছিলো যাকাতযোগ্য সম্পদের বিবরণ ও প্রত্যেকটির নিসাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

যাকাতযোগ্য মালের কিছু শর্তের পর্যালোচনা

নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত বলতে কি বুঝায় ?
যাকাতের শর্তসমূহের মধ্যে একটি হলো নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। নিত্যপ্রয়োজন বলতে মৌলিক প্রয়োজনকে বুঝানো হয়েছে। যার মর্মার্থ হচ্ছে, যেসব জিনিস জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যেমন অন্ন, বস্ত্র,

বাসস্থান এগুলো মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। এগুলো মানুষকে স্বভাবিক জীবন যাপনে সাহায্য করে এবং জীবনের অচল অবস্থা নিরসন করে। এ ব্যাপারে ফাতওয়ার বিভিন্ন কিতাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।
আল-বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে -

وشرط فراغه عن الحاجة الأصلية؛ لأن المال المشغول بها كالمعدوم وفسرها في شرح المجمع لابن الملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا فالثاني كالدين والأول كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها. (البحر الرائق: ٢/٣٦١ زكريا)

অর্থাৎ মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে, এমন জিনিস যা জীবনযাত্রা, ও জীবনধারণকে সংকটময় করা থেকে রক্ষ করে। চাই তা বস্তুগত হোক যেমন খাবার-দাবার, বসবাসের ঘর, সমরাস্ত্র, শীত-গরমের প্রয়োজনীয় পোশাক ইত্যাদি। অথবা নীতিগত হোক যেমন: আদায়যোগ্য ঋণ, পেশাগত সরঞ্জাম, ঘরের অসবাবপত্র, জানবাহন, জ্ঞানী লোকের প্রয়োজনীয় কিতাবপত্র। (বাহরুর রায়েক: ২/৩৬১)

উপরোক্ত বর্ণনায় উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় পেশ করা হয়েছে মাত্র। মূল কথা হচ্ছে মানুষের শ্রেণী ভিন্নতায় প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন লোকের জন্য যে বস্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় অপরজনের জন্য তা অপ্রয়োজনীয় হতেও পারে। তাই আসল কথা হলো যেসব বস্তু, সামানপত্র সারা বছরের কখনো ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না বা প্রয়োজন পড়লেও তা দু'এক বার কোন উৎসবে ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।
বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তির নিকট নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত যাকাতযোগ্য সম্পদ তথা সোনা-রূপা, টাকা-কড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ইত্যাদি নিসাব পরিমাণ থাকবে কেবল তার উপর যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় নয়।

সুতরাং প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং স্ত্রী-সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটসহ উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত

যাকাতযোগ্য মাল-সম্পদ থাকা যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বশর্ত এবং তা নিসাব পূর্ণ হয়ে বছর অতিবাহিত হওয়াও যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে কোনো ধরণের সম্পদ থাকলেই কি যাকাত ফরয হয়?

নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি কথা বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দু'ধরণের হতে পারে। একটি হচ্ছে- যাকাতযোগ্য মাল। অপরটি হচ্ছে- এমন সম্পদ যার মধ্যে যাকাতের বিধান আরোপ হয় না।

শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে নিসাব দু'প্রকার। একটিকে বলে বড় নিসাব, এর মালিক হলে যাকাত দেয়া ফরয হয়। অপরটি হচ্ছে ছোট নিসাব, এর মালিক হলে যাকাত দেয়া ফরয হয় না ।

ছোট নিসাব বলতে কি বুঝায়?

মানুষের অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীকে বাদ দিয়ে অতিরিক্ত যা থাকবে তার মূল্য ধরে তাকে নিসাবের অন্তর্ভূক্ত বলে বিচার করা হবে। যদি এসব সম্পদ/সামগ্রীর মূল্য স্বর্ণ কিংবা রূপার নিসাবের মূল্যমান পরিমাণ হয়। কিন্তু যদি সামগ্রী-আসবাবপত্রগুলো যাকাতযোগ্য সম্পদ না হয়, তাহলে এরকম বস্তুর মালিক নিসাবের মালিক বলে বিবেচিত হবে। তবে এ নিসাবটি যাকাতের নিসাব নয়, তাই এটাকে ছোট নিসাব বলা হবে। কেননা এগুলি যাকাতযোগ্য সম্পদ নয়, তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত। আর এজাতীয় ছোট নিসাবের মালিকের উপর যাকাত ফরয না হলেও পাঁচটি বিধান তার উপর আরোপিত হবে। যথা:

১- তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

- ২- তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।
- ৩- তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা হারাম। যদি কেউ তাকে যাকাত দেয়, তার যাকাত আদায় হবে না।

- ৪-তার উপর হজ্ব ফরয হবে যদি এ অতিরিক্ত সম্পদের মূল্য হজ্ব করার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে।
- ৫- তার মাতা-পিতার বংশের যে সব নারী-পুরুষ গরীব, উপার্জনে অক্ষম তাদের দেখাশোনা এবং সাধ্য মত সহযোগিতা করা তার উপর ওয়াজিব হবে।

ছোট নিসাবের উদাহরণ

- কারো কাছে এতটুকু জমিন আছে যার এক অংশের উৎপাদনের দ্বারা পরিবারের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, অতিরিক্ত জমিন প্রয়োজন নিবারণে কাজে লাগে না। তার মূল্য ধরা হলে ৫২.$^{১}/_{২}$ তোলা রূপার পরিমাণ পৌঁছে যায় এমন ব্যক্তিকে ছোট নিসাবের মালিক গণ্য করা হবে এবং উপরোক্ত পাঁচটি বিধান তার উপর প্রযোজ্য হবে।
- ২- কারো কয়েকটি ঘর-বাড়ী বা ফ্ল্যাট আছে। যে কয়টি বাড়ী-ঘর বা ফ্ল্যাটের ভাড়া দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয়, পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হয়ে যায়, তার অবশিষ্ট বাড়ী বা ঘর কিংবা ফ্ল্যাট এর মূল্য ধরে তা যদি রূপার মূল্য পরিমাণ পৌঁছে যায় তাহলে সে ছোট নিসাবের মালিক বলে গণ্য হবে। আর উপরোক্ত পাঁচটি বিধান তার ব্যপারে প্রযোজ্য হবে।
- ৩- কারো যদি ঘর বোঝাই আসবাব পত্র, অসংখ্য বস্ত্রাদি যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে সাব্যস্ত, এ অতিরিক্ত সামগ্রী ও কাপড়-চোপড়ের মূল্য যদি রূপার নিসাব ৫২.৫ তোলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে তাকেও সাহেবে নিসাব তথা নিসাবের মালিক গণ্য করা হবে। এধরণের ছোট নিসাবের মালিকগনের উপর উপরোক্ত পাঁচটি বিধান আরোপ হলেও তাদের উপর যাকাত ফরয হবে না আবার যাকাত গ্রহণ করাও তাদের জন্য বৈধ হবে না।

বড় নিসাবের অর্থ কি?

পক্ষান্তরে বড় নিসাবের মালিক হলেন ওই ব্যক্তি যার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদগুলো যাকাতযোগ্য সম্পদ তথা সোনা-রূপা ও অর্থ-কড়ি, ব্যবসায়িক

পণ্য ইত্যাদি হবে এবং তা নিসাব পরিমাণ হবে, তার উপর উপরোক্ত পাঁচটি বিধান পালন করার পাশাপাশি ষষ্ঠ বিধান তথা যাকাত আদায় করাও ফরয হবে। যার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে।

সারকথা: যার কাছে ছোট নিসাব রয়েছে তার উপর পাঁচটি বিষয় ওয়াজিব আর যার কাছে বড় নিসাব রয়েছে তার উপর পাঁচটি বিধানের সঙ্গে ষষ্ঠ বিধান অর্থাৎ যাকাত দেয়াও ফরয।

আল্লামা শামী রহ. এ দু' ধরণের নিসাবের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَالْحَاصِلُ أَنَّ النِّصَابَ قِسْمَانِ: مُوجِبٌ لِلزَّكَاةِ وَهُوَ النَّامِي الْخَالِي عَنْ الدَّيْنِ. وَغَيْرُ مُوجِبٍ لَهَا وَهُوَ غَيْرُهُ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا بِالْحَاجَةِ لِمَالِكِهِ أَبَاحَ أَخْذَهُمَا وَإِلَّا حَرَّمَهُ وَأَوْجَبَ غَيْرَهُمَا مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ الْمَحْرَمِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ.

মোটকথা: নিসাব দু'প্রকার

১. এমন নিসাব যার মালিক কেউ হলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। তা হলো ঋণমুক্ত বর্ধনশীল সম্পদের মালিক হওয়া।
২. এমন নিসাব যার কারণে যাকাত ফরয হয় না। আর তা হলো এমন সম্পদের মালিক হওয়া যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্ধনশীল নয়। কিন্তু এমন সম্পদ যদি তার নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার্য হয় এবং ব্যয় হয়ে যায়, এ পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকে যার মূল্য রূপার নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে সে যাকাত খেতেও পারবে (তাদেরকে যাকাত দেয়া যায়) তবে যদি তা নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে নিসাব পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা হারাম। হাঁ, তার উপর সদকায়ে ফিতর ও কুরবানী ওয়াজিব, যাকাত দেয়া ফরয নয়। (ফাতওয়ায়ে শামী- ৩/২৮৪, জাওয়াহিরুল ফিক্হ: ৬/৯৩-৯৪)

সম্পদের বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর্যালোচনা

যাকাতযোগ্য সম্পদের বছর অতিক্রান্ত হওয়া ও তারিখ নির্ধারণ-

যাকাত আদায়ের জন্য শরীয়ত ঈদ কুরবানীর মত কোন বিশেষ দিন, তারিখ কিংবা সময় নির্ধারন করে দেয় নি। বরং প্রত্যেক ব্যাক্তির যাকাত আদায়ের স্বতন্ত্র দিন তারিখ হতে পারে এবং এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

শরীয়তের মূল বিধান হলো: যে ব্যক্তি যে দিন ও তারিখে নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক হলো অতপর চন্দ্র বছরান্তে সে তারিখটিই তার বছর অতিক্রান্তের সুনির্দিষ্ট তারিখ বলে বিবেচিত হবে, সে তারিখ থেকে তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। যেমন কোন ব্যক্তি রবিউল আওয়াল মাসের ১ তারিখে নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক হলো, তাহলে তার বছর পূর্ণ হবে পরবর্তি বছরের ১ রবিউল আওয়ালে। এই তারিখ থেকে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। তবে কারও যদি নিসাবের মালিক হওয়ার সর্বপ্রথম তারিখটি জানা না থাকে, সে ক্ষেত্রে সম্ভাব্য একটি তারিখ ঠিক করে নিতে হবে। অতপর প্রত্যেক বছর সে তারিখটিকেই যাকাত দেয়ার তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করে নিবে। অবশ্য প্রথম বছরের যাকাত প্রদার করতে সতর্কতামূলক একটু বেশি প্রদান করতে হবে, যাতে যাকাত কম হওয়ার ব্যাপারে আশংকা মুক্ত থাকতে পারে। (ফতোয়ায়ে শামী : ৩/২২৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৬/৭১)

(وحولها) أي الزكاة (قمري) بحر عن القنية (لا شمسي) [رد المحتار: ٧/٥ ٦شاملة]

রমযানে যাকাত প্রদান

সাধারনত অনেককে রমযান মাসে সম্পদের যাকাত হিসাব করে তা রমযানেই প্রদান করতে দেখা যায়। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এক হাদীসে রমযান মাসে এক ফরযে সত্তর ফরয আদায় হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আর যাকাত যেহেতু একটি ফরয ইবাদত, রমযান মাসে তা আদায় করতে পারলে ৭০ ফরযের সাওয়াব অর্জিত হবে। বিধায়, রমযানেই যাকত আদায় করে থকে । এতে যথার্থ কোন আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, কারো যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের সর্ব প্রথম মালিক হওয়ার তারিখ নিশ্চিতভাবে জানা থাকে তার জন্য উক্ত ধারণাটি সঠিক নয়; বরং তার জন্য তার সুনির্দিষ্ট তারিখেই যাকাত আদায়

করা বাঞ্ছনীয়। কেননা যাকাত বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা ফরয হয়ে যায় । একটি ফরযের মত দায়িত্বভার মাথায় নিয়ে রমযানের ফযিলত অর্জনের আশায় বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। রমযানের পূর্বে **মৃত্যু**বরণ করলে তার যাকাতের কি হবে ?

রমযানের ফযিলত পেতে হলে করণীয়

রমযানের ফযিলত অর্জন করতে চাইলে, বছরপূর্তির সময় যাকাতের অর্থ আলাদা করে রাখবে এবং কিছু কিছু আদায় করতে থাকবে। রমযান মাসে হিসাব নিকাশ করে যাকাতের অবশিষ্ট সমূদয় অর্থ আদায় করে দিবে। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিসাবের মালিক থাকাবস্থায় অগ্রিমও যাকাত দেয়া শরীয়ত সমর্থিত। তাই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বের রমযানে যাকাতের আংশিক আদায় করেও রমযানে যাকাত আদায় করার ফযিলত অর্জন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে বছর পূর্ণ হওয়ার পর হিসাব করে যাকাতের অবশিষ্ট অংশ আদায় করা জরুরী। আর যদি রমযানে অগ্রিম যাকাত সম্পূর্ণ আদায় করে দেয় তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

যাকাত বের করার তারিখ জানা না থাকলে করণীয়

তবে যে ব্যক্তির নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার কোন দিন তারিখ স্মরণ নেই তার জন্য রমযান মাসের যে কোন এক তারিখকে চয়ন করা যথার্থ হবে এবং উক্ত তারিখটি তার জন্য প্রতিবছর যাকাত বের করার তারিখ হিসাবে নির্ধারিত হওয়া জরুরী এবং প্রথম বছর সর্তকতামূলক কিছু বেশি যাকাত আদায় করাও আবশ্যক হবে। তবে সর্বাবস্থায় রমযান মাসেই যাকাতের হিসাব নিকাশ করতে হবে এবং রমযানেই যাকাত আদায় করতে হবে। রমযান মাসই যাকাতের মাস, এ ধরনের প্রচলিত ধারণা মোটেই সঠিক নয়। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৬২)

বছর অতিক্রান্তের কিছু জরুরী মাসআলা

যাকাতের ক্ষেত্রে ইসলমী তথা চন্দ্র বছর ধর্তব্য হবে, ইংরেজি বছর নয়।

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হওয়া বলতে ইসলামী **১২** মাস হিসাবে এক বছর পূর্ণ হওয়াই শরীয়তের বিধান। ইংরেজী বছরের গণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বলাবাহুল্য সৌরবছর **৩৬৫** দিনে পূর্ণ হয়। অথচ হিজরী বছর **৩৫৪** দিনেও পূর্ণ হয়ে যায় । এ দুইয়ের মাঝে **১১** দিনের ব্যবধান হওয়াতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে শরীয়ত হিজরী বছরকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

ইংরেজি বছর হিসাবে যাকাত দিলে করণীয়

ইংরেজি বছর অনুযায়ী যাকাত প্রদান করলে **১১** দিনের যাকাত থেকে গরীব বঞ্চিত হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, যারা পূর্ব থেকেই নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কোন বছরই নিসাব পরিমাণ থেকে সম্পদ কমে না, প্রতি বছর যাকাত ওয়াজিব হয়, তাদের জন্য সৌরবছর হিসাবেও যাকাত আদয় করার অবকাশ আছে। শর্ত হলো প্রতি বছর **১১** দিনের যাকাত অতিরিক্ত দিতে হবে। যার সহজ উপায়,শতকরা ২.৫ (আড়াই টাকার) পরিবর্তে দুই টাকা ষাট পয়সা হিসাবে যাকাত বের করলে **১১** দিনের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৬৩ , হিন্দিয়া ১/১৭৫ , আদ্দুররুল মুখতার ৩/২২৩)

وأجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهي ثلثمائة وأربع وخمسون وبعض يوم ،
وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما. (رد المحتار: ٢٢٣/٣)

বছরের মাঝে সম্পদ যদি নিসাব থেকে কমে যায়?

যদি কারো সম্পদ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আংশিক কমে গেলো কিংবা সম্পূর্ণ সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেলো, কিন্তু যদি আবার বছর পূর্ণ হওয়ার তারিখে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে, তাকে অবশ্যই বছর পূর্ণ হওয়ার তারিখে যে পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকবে তার যাকাত দিতে হবে। মাঝখানে যে সম্পদ নিঃশেষ হয়েছিলো বা নিসাব থেকে সম্পদ কমে গিয়েছিলো সে দিকে দেখা যাবে না।

এক কথায়, যাকাত আদায়ের সুবিধার্থে শরীয়তের বিধান হলো, বছরের প্রথম আর শেষ দিন দেখাই যথেষ্ট, শেষ দিন সমূদয় সম্পদ হিসাব করে

যাকাত বের করতে হবে। বছরের মাঝে কি আসলো আর কি গেল সে দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। অবশ্য, যদি বছরের শেষ তারিখেও নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় না থাকে, বছরের অধিকাংশ সময়ে লক্ষ-কোটি টাকার মালিক থাকলেও তাকে যাকাত দিতে হবে না কেননা বছরের শেষ তারিখে সে নিসাবের মালিক ছিলো না। এ কারণেই যাকাত বের করার তারিখ নির্ধারণ করা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। কারণ এর উপরই যাকাত ফরয হওয়া না হওয়া বিষয়টি নির্ভর করে। (শামী ৩/২২৩)

অনেকে যাকাত প্রদান থেকে মুক্তি পাওয়ার লোভে বছরের শেষ তারিখের কিছু দিন পূর্বে সম্পদ বিভিন্ন খাতে ব্যায় করে ফেলে। এমনটি করা বড় ধরণের পাপ। হাদিসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

বছরের মাঝে নতুন সম্পদ অর্জিত হলে

কারো কারো ধারণা বছরের মাঝে যে সম্পদ অর্জিত হয় তার উপর নতুনভাবে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এর যাকাত দিতে হবে না। এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিকানায় থাকলেই বছর পূর্ণ হওয়ার তারিখে যে পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকবে সবগুলোর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। সুতরাং বছরের মাঝখানে যে সম্পদ অতিরিক্ত নতুনভাবে অর্জিত হয়েছে তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যক নয়। এ কারণে যাকাতের বছর পূর্ণ হওয়ার এক দিন পূর্বেও যদি যাকাতযোগ্য সম্পদ নতুন সূত্রে অর্জিত হয় তাহলে অন্যান্য সম্পদের সাথে এ সম্পদের বছরও অতিক্রান্ত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। তাই এ সম্পদের যাকাতও অন্যান্য সম্পদের সাথে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে। যেমন, কারো মালিকানায় এক লক্ষ টাকা ছিলো, যাকাতের বছর পূর্ণ হওয়ার মাত্র একদিন পূর্বে আরো এক লক্ষ টাকার মালিক হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় একদিন পর বছর পূর্ণ হওয়ায় মোট দুই লক্ষ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা বাস্তবায়ন নির্ভর করে যাকাতের বছর শুরু এবং শেষ তারিখ নির্ধারণের উপর, যা আজ আমাদের সমাজে খুবই বিরল। (ফিকহী মাকালাত- ৩/১৪৭, হিন্দিয়া- ১/১৭৫)

ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسة ضمه إليه وزكاه به وقال الشافعي رحمه الله : لا يضم لأنه أصل في حق المالك فكذا في وظيفته بخلاف الأولا د والأرباع لأنها تابعة في المالك حتى ملكت بمالك الأصل ولنا المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح لأن عندها يعتعسر الميز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير. (الهداية: ٩٩/١ شاملة)

যাকাতের হিসাব থেকে কোন ঋণ বাদ যাবে

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যাকাতদাতা নিজে ঋণগ্রস্ত কিনা তা দেখা। যদি তিনি নিজেই ঋণগ্রস্ত হন, তাহলে যাকাতযোগ্য সম্পদের সামগ্রিক হিসাব-নিকাশ থেকে ঋণ পরিমাণ টাকা বাদ দিতে হবে। হিসাব থেকে ঋণের টাকা বাদ দেয়ার পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকবে শুধু তার যাকাত শতকরা আড়াই টাকা হারে আদায় করতে হবে। আর ঋণের টাকা বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা যাকাতের নিসাব পূর্ণ না হলে তার আর যাকাত দিতে হবে না। এটি শরীয়তের একটি বুনিয়াদী মাসয়ালা। (আল বাহরুর রায়িক- ২/৩৫৫)

وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحوائجه الأصلية نام ، ولو تقديرا) لأنه عليه الصلاة والسلام قدر السبب به. (البحر الرائق: ٣٥٥/٢)

ঋণ দু'প্রকার :

ঋণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মানুষ সাধারণত দুটি উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে থাকে। যথা:

১. সাধারণ ঋণ। যা মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা অস্বাভাবিক সংকট নিরসন কল্পে, যথা চিকিৎসা, সাংসারিক অতিব প্রয়োজনে ঋণ নিয়ে থাকে। এধরণের ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদের সমষ্টির হিসাব-নিকাশ থেকে বিয়োগ করা হবে। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই।
২. ব্যবসায়িক/কমার্শিয়াল ঋণ। যা প্রবৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয়া হয়। সাধারণত এধরণের ঋণ পুঁজিপতি এবং শিল্পপতিরাই নিয়ে থাকে।

যেমন ফ্যাক্টরী স্থাপন, মেশিনারিজ আমদানী কিংবা ব্যবসায়িক পণ্য ইমপোর্ট (আমদান) ইত্যাদির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ।

ফিকাহ শাস্ত্রের নীতি হলোঃ ঋণ থাকলে তা বিয়োগের পর অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত দিতে হবে। কিন্তু এই কমার্শিয়াল লোনকে যদি যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেয়া হয় তাহলে এ জাতীয় শিল্পপতিদের উপর তো এক টাকারও যাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং উল্টো তারাই যাকাত প্রাপ্যদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। কারণ, তাদের কাছে যাকাতযোগ্য যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি ঋণ ব্যাংক থেকে নিয়ে রেখেছে। তাই শরীয়ত তাদের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি নির্ণয় করে দিয়েছে।

কমার্শিয়াল লোন বাদ দেয়ার মূলনীতি

ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ করে সে অর্থ যদি এমন সামগ্রী ক্রয়ে বিনেয়োগ করে যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না, যেমন- অফিস নির্মাণ, গাড়ি, প্লট, মেশিনারি ইমপোর্ট ইত্যাদি যাকাতযোগ্য সামগ্রী নয়, তাহলে ঋণের এ অর্থকে যাকাতের সম্পদ থেকে বাদ দেয়া যাবে না।

আর কমার্শিয়াল লোনের অর্থ দিয়ে যদি এমন সামগ্রী ক্রয়ে বিনেয়োগ করে যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়, যেমন- ঋণের অর্থ দিয়ে কাচামাল ক্রয় কিংবা ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় যা যাকাতযোগ্য সামগ্রী। তাহলে কেবলমাত্র ঋণের এই পরিমাণ অর্থকে যাকাত সামগ্রীর হিসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে। কারণ, শরীয়তের দৃষ্টিতে একই সম্পদের উপর দুই বার যাকাতের বিধান আরোপ হয় না। তাই যাকাতের সম্পদের হিসাব থেকে তা বাদ দেয়া হলেও এ অর্থ দ্বারা যে সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে সেগুলোকে তো যাকাতের সম্পদের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়েছে।

মোট কথাঃ

প্রয়োজনীয় ও অস্বাভাবিক অবস্থায় গৃহীত ঋণের পুরোটাই যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব থেকে বাদ পড়বে। আর যে ঋণ কেবলমাত্র মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে তার দুই অবস্থা।

ক. যাদি ঋণের অর্থ দ্বারা যাকাত অযোগ্য সামগ্রী ক্রয় করা হয়, তাহলে ওই ঋণের অর্থ যাকাতের হিসাব থেকে বাদ যাবে না।

খ. আর যাকাতযোগ্য সামগ্রী ক্রয়ে অর্থলগ্নি করলে তা যাকাতের হিসাব থেকে বাদ যাবে। (ফিকহী মাকালাত- ৩/১৫৬)

একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এক ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এই টাকা দিয়ে সে একটি মেশিনারী ইম্পোর্ট করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে মেশিনের উপর যাকাত আসে না। তাই এমতাবস্থায় এ ঋণের অর্থ যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব থেকে বিয়োগ দেয়া যাবে না। ধরে নিতে হবে তার কোন ঋণ নেই। সুতরাং যাকাতযোগ্য সব সম্পদ হিসাব করে যত মূল্য আসে তার শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে। ঋণের এক কোটি টাকা বিয়োগ দেয়া হবে না।

পক্ষান্তরে সে ব্যবসায়ী যদি ঋণের এ অর্থ দ্বারা কাচামাল ক্রয় করে তাহলে কাচামালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। বিধায়, এই ঋণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব-নিকাশ থেকে বিয়োগ দেয়া হবে। অতএব যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসাব করে যত টাকা হয় তার থেকে ঋণের এক কোটি টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

ঋণ বাদ দেয়া প্রসঙ্গে কয়েকটি আধুনিক মাসআলা

ক্রয়কৃত পণ্যের অপরিশোধিত মূল্য ঋণের অন্তর্ভূক্ত

শরীয়তের পরিভাষায় কারো দায়িত্বে অপর ব্যক্তির যে পাওনা থাকে তাকে ঋণ বলা হয়। সরাসরি অর্থ ঋণ স্বরূপ নেয়া হলে সরাসরি ঋণ। অন্য কোন লেনদেনের কারণে দেনা হলে সেটা তার দায়িত্বে আদায়যোগ্য ঋণ।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কারো থেকে কোন পণ্য ক্রয় করার কারণে তার মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব থেকে যায় অর্থাৎ মূল্য অপরিশোধিত থাকে তাহলে এমন ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ঋণী বলে গণ্য হয়। এই ঋণ পরিশোধ করার

পূর্বেই তার যাকাতের বছর যদি পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে সে পণ্যের অপরিশোধিত মূল্য পরিমাণ অর্থ যাকাতের সমষ্টিগত মূল্যমান হতে বিয়োগ দেয়া হবে এবং কেবলমাত্র অবশিষ্ট অংশের যাকাত প্রদান করবে। আর মূল্যপরিশোধ কিস্‌ড়ির মাধ্যমে হলে অর্থাৎ পণ্যটি কিস্‌ড়িতে ক্রয় করে থাকলে যে পরিমাণ কিস্তি চলতি যাকাতের বছর আদায় করতে হবে কেবল সে পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে ধর্তব্য হবে। কিস্তি পরবর্তী বছরসমূহে চুক্তি অনুযায়ী যা আদায় করতে হবে তা ঋণ হিসেবে ধর্তব্য হবে না। অতএব পরবর্তীতে আদায়যোগ্য অর্থ যাকাত সমষ্টিগত মূল্যমান থেকে বাদ দেয়া যাবে না। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া- ১/১৭২, আদ্দুররুল মুখতার- ৩/১৭৬)

কর্মচারীদের বেতন ভাতা, বকেয়া বিল ইত্যাদি

কর্মচারীদের অনাদায়ী বকেয়া বেতন-ভাতা, অপরিশোধিত বাড়িভাড়া, দোকান, অফিসভাড়া, বিদ্যুতবিল, পানি, গ্যাসবিল, ফোনবিল, সার্ভিসচার্জ ইত্যাদি ঋণ আদায়যোগ্য। এসব আদায়যোগ্য দেনাসমূহ ঋণের আওতাধীন, যা যাকাতযোগ্য সম্পদের সমষ্টি হতে বাদ দিয়ে কেবল অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। (ফাতওয়ায়ে শামী- ৩/১৭৬)

والمراد دين له مطالب من جهة العباد. (البحر الرائق: ٣٥٧/٣)

এ্যাড্‌ভান্স বা সিকিউরিটিমানি ভাড়াদাতার ঋণ

দোকান, বাসা-ফ্ল্যাট ইত্যাদি ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় সিকিউরিটিমানি নেয়া হয় যা ভাড়ার মেয়াদান্তে ভাড়াগ্রহীতার নিকট ফেরতযোগ্য। উক্ত টাকার আসল মালিক ভাড়াগ্রহীতা। উক্ত টাকা ভাড়াদাতার হাতে বন্ধকস্বরূপ সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং ভাড়াগ্রহিতার হাতে মেয়াদান্তে ফেরতযোগ্য। সিকিউরিটি মানিও যেহেতু ঋণ তাই শরীয়তের আলোকে এ ঋণের অর্থ সমষ্টিগত যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ করে কেবলমাত্র অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত দিবে।

উল্লেখ্য, এই সিকিউরিটিমানির মূল মালিক ভাড়াগ্রহীতা হওয়ায় তার যাকাত হস্তগত হওয়ার পর বিগত বছর সমূহের যাকাত তাকেই আদায় করতে হবে, ভাড়াদাতাকে নয়। (শামী- ৩/১৮০, হিন্দিয়া- ১/১৭২, বাহরুর রায়েক: ২/৩৫৫)

ولا علي الراهن إذا كان الرهن في يد المرتهن. (الهندية: ١٧٢/١)

স্ত্রীর অপরিশোধিত মোহরানা স্বামীর ঋণের অন্তর্ভুক্ত

স্ত্রীর অনাদায়কৃত মোহর স্বামীর দেনা, স্ত্রীর পাওনা। তাই স্বামী তার যাকাত আদায় করার সময় স্ত্রীর যে পরিমাণ মোহর যাকাতের চলতি বৎসরের মধ্যে আদায় করে দেয়ার পূর্ণ ইচ্ছা রাখে শুধু সে পরিমাণ মোহরের টাকা সমষ্টিগত যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ হবে। অবশিষ্ট মোহর ঋণস্বরূপ স্বামীর নিকট থাকলে তা যাকাতের হিসাব-নিকাশ থেকে বাদ দেয়ার সুযোগ নেই। (ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া- ৯/৩২০, হিন্দিয়া, ১/১৭৩, আল-বাহরুর রায়িক- ২/৩৫৭)

ولو كان عليه مهر لامرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة في العادة. (الهندية: ١٧٣/١)

অতীতের অনাদায়ী যাকাত ঋণ হিসাবে ধর্তব্য হবে

বিগত বছরগুলোর যাকাত যদি আদায় করা না হয়ে থাকে, তাহলে তা আদায় করা জরুরী। আদায়ের নিয়ম হচ্ছে- প্রথমে অনাদায়কৃত প্রথম বছরের যাকাত ঠিক করতে হবে। এরপর উক্ত যাকাতের অর্থ বিয়োগ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ থেকে দ্বিতীয় বছরের যাকাতের অর্থ নির্ণয় করবে। অতপর উক্ত যাকাতের অর্থ বিয়োগ করে অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তৃতীয় বছরের যাকাত হিসাব করতে হবে। অনুরূপভাবে অতীতের সব বছরের যাকাত হিসাব করে সব বছরের যাকাত আদায় করা জরুরী। এভাবে প্রতি বছরের যাকাতযোগ্য সম্পদের নিখুঁত হিসাব-নিকাশ সম্ভব না হলে অনুমান করে তার চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে আদায় করতে হবে। এটা হচ্ছে অতীতের অনাদায়ী যাকাত হিসাব করা এবং তা আদায় করার নিয়ম।

সুতরাং এখান থেকে বুঝা গেলো, অতীতের সব বছরের যাকাত পরিমাণ অর্থ যাকাত স্বরূপ প্রদান করা জরুরী। তাই এ পরিমাণ অর্থ যাকাতদাতার দায়িত্বে ঋণস্বরূপ ধর্তব্য হবে। এ যাকাতের অর্থ যেহেতু ঋণের মতোই তাই বর্তমান যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে ওই অর্থ বিয়োগ করে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত হিসাব করতে হবে। (ইমদাদুল ফাতওয়া- ২/৩৪, রহীমিয়া- ৭/১৪৭)

হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদও বিয়োগ হবে

সুদের টাকা বা অন্য যেকোনো হারাম পন্থায় গচ্ছিত সম্পদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হচ্ছে, এগুলো প্রকৃত মালিক উপার্জনকারী নয়। বরং এ অর্থ যাদের থেকে আয় করেছে তারাই তার প্রকৃত মালিক। অতএব উক্ত অর্জিত অর্থ প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। মালিক মৃত্যুবরণ করলে তার ওয়রিশগণের নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজিব। হাঁ, প্রকৃত মালিক জানা না থাকলে বা মালিকের নিকট পৌঁছানো কোন ক্রমেই সম্ভব না হলে উক্ত অর্থ প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে সদকা করে দিতে হবে। তবেই সে দায়মুক্ত হতে পারবে। সদকার সময় নিজের পক্ষ থেকে নিয়ত করা বৈধ নয়। কারণ, সে উক্ত মালের মালিকই নয়। হাঁ, নিয়ত রাখবে যে মালিকের পক্ষে থেকে সদকা করলাম। সদকা করার পর মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে এবং মালিক মাল ফেরত দেয়ার দাবী করলে তখন তাকে মূল্য ফেরত দিতে হবে। তবে এমতাবস্থায় সদকাদাতার পক্ষ থেকে ধর্তব্য হবে এবং সদকার সাওয়াবও পাবে। আর যদি মালিক নিজেই সদকা দেয়াকে মেনে নেয় তাহলে উক্ত সদকা প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে সদকাদাতা শরীয়তের এ বিধান সঠিকভাবে পালন করার জন্য সাওয়াবের অধিকারী হবে। তবে সদকা করার সাওয়াব পাবে না। এটি হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদের শরয়ী বিধান।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হারাম পন্থায় অর্জিত কোন সম্পদই অর্জনকারীর নয়; বরং তা প্রকৃত মালিকের পাওনা। সম্ভব হলে তাকে তা ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তার পক্ষ থেকেই সদকা করে দিতে হবে। এ কারণে এ ধরণের অর্জিত সম্পদও ঋনের মত যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব থেকে বিয়োগ দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদের হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

সারকথা : হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ যাকাতযোগ্য সম্পদের সমষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বিয়োগ দেয়া হবে। অত:পর অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত দিবে। তবে ওই সম্পদগুলো নিজে ভোগ করতে পারবে না; বরং প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে। তা সম্ভব না হলে গরিবদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। (আমদাদুল ফাতওয়া ২/১৫, শামী ৩/২১৭-১৮)

في القنية لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه.
(رد المحتار: ٢١٨/٣)

তৃতীয় অধ্যায়

যাকাতযোগ্য সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ

পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, যাকাতযোগ্য সম্পদ পাঁচ প্রকার :
১.স্বর্ণ ২.রূপা ৩.নগদঅর্থ ৪.ব্যবসায়ীক পণ্য ৫.গবাদী পশু। প্রত্যেকটির নিসাবের বিবরণও অতীত হয়েছে। এখানে ধারাবাহিকভাবে এসব সম্পদের বিবরণ আলোচনা করা হচ্ছে।

সোনা-রূপার যাকাতের বিবরণ

স্বর্ণ-রূপার উপর সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। মালিক যে কোন উদ্দেশ্যে ক্রয় করুক। সোনা-রূপা যে কোন আকৃতিতে বিদ্যমান থাকুক। নিজের হাতে থাকুক বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট গচ্ছিত কিংবা ব্যাংকলকারে রক্ষিত থাকুক, ব্যবহারে থাকুক কিংবা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকুক।
মোটকথা, সর্বাবস্থায় নিজ মালিকানায় বিদ্যমান সোনা-রূপার যাকাত আদায় করা জরুরী। তবে শুধু স্বর্ণ থাকলে নিসাব ৭.৫০ তোলা তথা ৮৭.৪৮ গ্রাম, আর শুধু রূপা থাকলে নিসাব ৫২.৫০ তোলা তথা ৬১৬.৩৬ গ্রাম আর উভয় প্রকার বিদ্যমান থাকলে অথবা যে কোন এক প্রকারের সাথে অন্য কোন যাকাতযোগ্য সম্পদ তথা অর্থ-কড়ি, ব্যবসাপণ্য থাকলে সব সমষ্টির মূল্য রূপার নিসাব সম মূল্যের হলে এবং তার উপর এক চন্দ্রবছর অতিক্রান্ত হলে বছরান্তে অবশ্যই তার উপর যাকাত ফরয হবে।

অলংকারের যাকাত

সোনা-রূপার দ্বারা তৈরী অলংকার ব্যবহারে থাকুক বা না থাকুক নিসাব পূর্ণ হলে সর্বাবস্থায় চন্দ্রবছর অতিক্রান্ত হলে তার যাকাত দেয়া ফরয।
আমাদের সমাজে অনেকে ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত আদায় করা জরুরী মনে করে না। উপরন্তু কিছু কিছু আলেম যারা একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ পোষণ করে তারাও এ ব্যাপারে অনর্থক অপপ্রচার চালাতে থাকে। অথচ

তারা হয়ত জানে না যেসব মাযহাবের ইমামগণ ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত নেই বলে মত ব্যক্ত করেছিলেন। তাদেরই অনুসারী বিজ্ঞ ফকীহগণ উক্ত মত থেকে প্রত্যাবর্তন করে যাকাত ফরয হওয়ার মতাদর্শের সাথে ঐক্যমতে এসেছেন। তাই বিষয়টির উপর এখন সব মাযহাবের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ নিম্নরূপ:

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে-

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي أيدهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته ؟ قالتا لا قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحبان أن يسور كما الله بسوارين من نار ؟ قالتا لا قال فأديا زكاته (سنن الترمذي: ١٣٨/١)

অর্থাৎ একদা রাসূল সা. এর নিকট দু'জন মহিলা আসল, যাদের হাতে স্বর্ণের চুড়ি বিদ্যমান ছিলো। রাসূল সা. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি এগুলোর যাকাত আদায় কর? তারা বললেন না। অতপর রাসূল স, ইরশাদ করলেন: তোমরা কি তাহলে এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ তায়ালা এর পরিবর্তে তোমাদেরকে আগুনের চুড়ি পরিয়ে দিবেন? উত্তরে তারা বললেন: কখনো না। অতপর রাসূল সা. তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: তাহলে তোমরা এর যাকাত অবশ্যই আদায় করবে। (সুনানে তিরমিযী- ১/১৩৮ হাদীসটি আবু দাউদ শরীফে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:১/২১৮)

অপর এক হাদীসে রয়েছে-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ « مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ » (سنن ابى داؤد: ٢١٨/١)

অর্থাৎ উম্মূল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন যে, আমি স্বর্ণের এক ধরনের অলংকার ব্যবহার করতাম, এ ব্যাপারে আমি রাসূল স. কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি শরীয়ত নিষিদ্ধ (**كنز**) কান্য এর

অন্তর্ভূক্ত? (কানয বলা হয় যে সকল যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় না) রাসূল সা. ইরশাদ করলেন: যাকাতের নিসাব পরিমাণ হলে যদি যাকাত আদায় করা হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ কানযের অন্তর্ভূক্ত হয় না। (সুনানে আবু দাউদ- ১/২১৮ নাসবুর রায়া:২/৩৭১)

আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণিত-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ». فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ». قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ « هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ » .(سنن ابى داؤد: ٢١٨/١)

তিনি বলেন, রাসূল সা. আমার নিকট তাশরীফ আনলেন, অতপর আমার হাতে এক প্রকারের রূপার অলংকার দেখতে পেয়ে বললেন, আয়শা! এ সব কি দেখছি? আমি বললাম এগুলি আপনাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার লক্ষে পরিধান করেছি। তিনি বললেন, এ অলংকারের যাকাত আদায় কর? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটাই জাহান্নামের জন্য যথেষ্ঠ।

অনুরূপ আরো পাঁচটির মতো সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমানীত হয় যে ব্যবহারের অলংকারেরও যাকাত দিতে হবে। একারণেই রাবেতাতুল আলম আল ইসলামীর ফেকহী সেমিনারে সৌদী আরবের উলামাসহ সকলেই ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে ব্যবহারের সোনা-রূপার অলংকারের উপর যাকাত ফরয। (ইমদাদুল ফাতাওয়া-২/২৪, শামী: ৩/২২৭)

ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة ؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد. (الدر مع الشامي: ٢٢٧/٣)

সোনা-রূপার যাকাত

সোনা-রূপার টুকরা, পাত, বিস্কেট বা সোনা-রূপার মুদ্রা কিংবা প্লেট, কলম, কাপ, পেয়ালা ইত্যাদি যদি কারো নিকট থাকে তাহলে সেগুলো যদি কখনো ব্যবহার করা না হয়েও থাকে; বরং শোকেজে এমনিতে পড়ে থাকে স্বতন্ত্রভাবে বা যৌথভাবে নিসাব পূর্ণ হলে বছরান্তে তার উপর অবশ্যই যাকাত ফরয হবে। (আদ্দুররুল মুখতার- ৩/২২৭)

تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا كان أو لم يكن مصوغا أو غير مصوغ. (الهندية: ١٧٨/١)

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা

সোনা-রূপার সাথে অন্য বস্তুর সংমিশ্রণ হলে যাকাত কিভাবে দেবে ?

সোনা-রূপার সাথে অন্যান্য বস্তুর সংমিশ্রণের দুই অবস্থা

১. এমন সংমিশ্রণ যা সহজেই পৃথক করা যায়। যেমন- আংটির নকশায় স্থাপিত মূল্যবান পাথরের সংমিশ্রণ। সোনা-রূপার অলংকারে হীরা-মুক্তার সংমিশ্রণ ইত্যাদি। এধরণের সংমিশ্রণ ঘটলে কেবলমাত্র সোনা-রূপার পরিমাণেরই যাকাত দিতে হবে, মিশ্রিত বস্তুর যাকাত দেয়া লাগবে না।

২. যদি এমন মিশ্রণ হয়, যদ্দরুন বস্তুকে স্বর্ণ থেকে সহজে পৃথক করা সম্ভব নয় যেমন- সোনার সাথে মিশ্রিত খাদ-দস্তা ইত্যাদি, তাহলে দেখতে হবে যে, সোনা-রূপার পরিমাণ অন্য মিশ্রিত বস্তু থেকে বেশী নাকি কম। যদি বেশী হয় তাহলে পুরোটাকে সোনা-রূপার ধরে নিতে হবে। ফলে সমষ্টির ওজনের পরিমাণে যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি সোনা-রূপার পরিমাণ একেবারে কম বরং তার সাথে মিশ্রিত ধাতব পদার্থের অংশ বেশী হয় তাহলে তা ধাতব পদার্থ হিসেবেই বিবেচিত হবে। অর্থাৎ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা না হলে তার উপরে যাকাত ফরয হবে না, পরিমাণ যাই হোক না কেন। (ইমদাদুল ফাতওয়া- ২/৭, হিন্দিয়া- ১/১৭৯, আল বাহরুর রায়িক- ২/৩৯৭)

ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد. (الدر مع الشامي: ٢٢٧/٣)

মহিলোাদের অলংকারের যাকাত দিবে কে ?

শরীয়তের বিধান হলো, যার মালিকানায় নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকবে সে সম্পদের যাকাত তাকেই আদায় করতে হবে। এ দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে তুলে দেয়া যাবে না।

সুতরাং যে অলংকরের মালিক স্ত্রী, ওই অলংকারের নিসাব পূর্ণ হলে তার উপরেই সে অলংকারের যাকাত অদায় করা ফরয, স্বামীর উপর এ দায়িত্ব বর্তায় না।

স্ত্রীর নিকট অলংকার ব্যতীত অন্য কোন যাকাত আদায় করার মত অর্থ না থাকলে এবং স্বামী বা অন্য কেউ যদি তার পক্ষ থেকে সেচ্ছায় যাকাত আদায় না করে থাকে, তাহলে তাকে অলংকারের অংশ বিক্রি করে হলেও যাকাত দিতে হবে। তবে হাঁ, যদি স্বামী বা অন্য কেউ তার অনুমতিক্রমে স্বেচ্ছায় তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে তার যাকাত অবশ্যই আদায় হয়ে যাবে, অনুমতি ছাড়া আদায় করলে সহীহ হবে না।

উল্লেখ্য, স্ত্রীর উপর ওই সব অলংকারের যাকাত আদায় করা ফরয তাকে যেগুলির মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে স্ত্রীকে শুধু ব্যবহারের জন্য যে সব অলংকার দেয়া হয়েছে, মালিক বানিয়ে দেয়া হয়নি সেগুলোর যাকাত তাকে আদায় করতে হবে না। বরং যে অলংকারের প্রকৃত মালিক তাকেই এর যাকাত আদায় করতে হবে। (ফিকহী মাকালাত- ৩/১৬৩)

অবিবাহিতা কন্যার অলংকারের যাকাত কে দেবে ?

অবিবাহিতা কন্যা সন্তানের জন্য অনেক সময় অলংকার বানিয়ে তাদেরকে শুধু ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়। কখনো এর উদ্দেশ্য হয় রেখে দেয়া। এসব অলংকারের যাকাত দেয়ার শরয়ী বিধান নিম্নরূপ:

ক. যদি কন্যা সন্তানদেরকে এ সব অলংকারের মালিক বানিয়ে দেয়া হয় অর্থাৎ এ জাতীয় অলংকারের পূর্ণ মালিকানাসহ তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়ে থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তারাই এগুলির প্রকৃত মালিক বিবেচিত হবে। অতপর তারা যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে পৃথকভাবে বা তাদের অন্যান্য সম্পদ থাকলে তা সহ নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে যাকাত আদায় করা তাদের উপর ফরয হবে। পক্ষান্তরে যদি কন্যাসন্তান অপ্রাপ্তবয়স্কা তথা নাবালেগা হয় তাহলে তার এসব অলংকার কিংবা যাকাতযোগ্য সম্পদ যত বেশি পরিমাণেরই হোক না কেন তার যাকাত দেয়া লাগবে না। কেননা নাবালেগ শরীয়তের মুকাল্লাফ নয়। তাদের উপর শরীয়তের বিধিনিষেধ আরোপ হয় না। তাই যাকাতও ফরয হবে না।

(وشرط افتراضها عقل وبلوغ وإسلام وحرية) ....(قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة.. (رد المحتار: ١٧٣/٣)

খ. যদি কন্যাসন্তানদেরকে এসব অলংকারের প্রকৃত মালিক বানিয়ে দেয়া না হয়, বরং ভবিষ্যতে দেয়ার উদ্দেশ্যে রেখে দেয়, তাহলে তারা মালিক বলে সাব্যস্ত হবে না, বরং এগুলোর মালিক যথারীতি তাদের পিতা-মাতাই গন্য হবেন এবং এসব অলংকারের যাকাতও পিতা-মাতাকেই আদায় করতে হবে। (দ্র: ফিকহী মাকালাত- ৩/১৭৬, শামী- ৩/১৭৩, হিন্দিয়া- ১/১৭২)

সোনা-রূপার কোন মূল্য ধরে যাকাত দিবে?

বর্তমান বাজারে সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। বিক্রি করতে গেলে মূল্য কম আর ক্রয় করতে গেলে বেশি।

প্রশ্ন হলো- যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সোনা-রূপার মূল্যমান নির্ধারণে কোন মূল্য হিসাব করা হবে?

এর জবাব হলো, বাজারের বিক্রয়মূল্য হিসাবে যাকাত আদায় করাই যথেষ্ট। যদিও ক্রয়মূল্য হিসাবে যাকাত দেয়া উত্তম ও সাবধানতার দাবী। এমতাবস্থায় অলংকারের ক্ষেত্রে মজুরি বা ম্যকিংচার্জ তার সাথে যুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

তবে যাকাতদাতা যদি স্বর্ণব্যবসায়ী হয় তাহলে ম্যাকিংচার্জও যাকাতের জন্য হিসাব করে নিবে। কারণ, তখন এটা ব্যবসার পণ্য, যার মধ্যে মজুরির অর্থও বিদ্যমান আছে, যা গ্রাহক থেকে নেয়া হয়। (শামী- ২/৪০, উসমানী- ২/৬৬)

(وَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا أَدَاءً وَوُجُوبًا) لَا قِيمَتُهُمَا (رد المحتار: ٢/ ٤٠)

বকেয়া যাকাত কোন মূল্যে আদায় করবে ?

যারা বিগত বছরসমূহে সোনা-রূপার যাকাত আদায় করেনি, যে বছর থেকে তারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তাদের উপর সব বছরের অনাদায়ী যাকাত আদায় করা ফরয।

প্রশ্ন জাগে: সে যাকাত আদায় করার কালে মূল্যমান কোনটি ধরে আদায় করবে? বিগত বছরের মূল্য না বর্তমান আদায়কালিন বছরের মূল্য?

উত্তর হলো: বর্তমান আদায়কালিন সময়ে বাজারে যে মূল্যে বিক্রয় হয় সে মূল্যই তাদের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে। যেমন, বিগত বছরে কখনো মূল্য ছিলো ভরি ২০ হাজার টাকা, কোনো বছর ছিলো ত্রিশ হাজার টাকা আর বর্তমান প্রতি ভরি ধরুন ৪০ হাজার টাকা। তাহলে সব বছরগুলির অনাদায় যাকাত বর্তমান মূল্য ৪০ হাজার হিসেবেই যাকাত দিতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে উসমানী- ২/৫০, হিন্দিয়া- ১/১৭৯, শামী ২/২৮৬)

যেমনটি ফাতাওয়ায়ে শামী-তে বলা হয়েছে-

وَفِي الْمُحِيطِ: يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْأَدَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ فَهُوَ تَصْحِيحٌ لِلْقَوْلِ الثَّانِي الْمُوَافِقِ لِقَوْلِهِمَا، وَعَلَيْهِ فَاعْتِبَارُ يَوْمِ الْأَدَاءِ يَكُونُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهَا (رد المحتار: ٢٨٦/٢)

কারেন্সি, নগদ টাকা ও নগদায়নযোগ্য অর্থের যাকাতের বিবরণ

প্রাচীনকালে সোনা-রূপাই ছিলো মানুষের লেনদেন, বেচাকেনা ও বিনিময়ের মাধ্যম। সোনার ধাতবকে দিনার আর রূপার ধাতবকে বলা হতো দিরহাম। এগুলো সংরক্ষণ, বহন কষ্টসাধ্য হওয়ায় তার স্থলে জায়গা করে নেয় কাগজি মুদ্রা ও বিভিন্ন ধাতব মুদ্রা। ধীরে ধীরে কাগজের মুদ্রাই বিনিময়ের মাধ্যম

হিসাবে সর্বাধিক প্রচলিত হতে থাকে, যা বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান। যেহেতু সোনা-রূপার স্থলে বর্তমানে কাগজের মুদ্রাই স্থান করে নিয়েছে তাই সোনা-রূপা যেমন মূল্যবান সম্পদ ও হাকীকী মুদ্রা, তেমনি বর্তমান কাগজের মুদ্রাও মূল্যবান সম্পদ তথা রূপক মুদ্রা। এ কারণে সোনা-রূপার মধ্যে যেমন যাকাত ফরয তেমনি যার নিকট কারেন্সি নোট, টাকা, অর্থ সঞ্চিত বা গচ্ছিত আছে এবং এর নিসাব পরিপূর্ণ হয়েছে তার উপরও যাকাত ফরয।

নগদায়নযোগ্য অর্থের যাকাত প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

টাকার উপর যাকাতের নিসাব কী ?

কোনো ব্যক্তির নিকট যদি শুধু টাকা পয়সা থাকে অথবা টাকা পয়সার সাথে সম্পদ থাকে এর সমষ্টির মূল্য রূপার নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে তার যাকাত আদায় করা জরুরী হবে। এটা দেখার বিষয় নয় যে, সে ঐ অর্থ কোন উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করে রেখেছে এবং কার নিকট সংরক্ষণ করে রেখেছে। কারণ, মূল অর্থের মালিক হওয়া এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য অবস্থায় অর্থটি সংরক্ষণ থাকাই এ ব্যাপারে মূল কথা। (শামী ৩/২৩০, ফাতাওয়া উসমানী ২/৫৮)

وأما الفلوس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة وإن كانت للتجارة فإن بلغت مائتين وجبت الزكاة كذا في المحيط. (الفتاوي الهندية: ١٧٩/١)

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জমাকৃত অর্থের যাকাত

হজ্ব পালন, উমরা আদায়, গৃহ নির্মাণ, নিজ সন্তানদের বিবাহ সম্পাদন ও ব্যবসাপ্রকল্প প্রতিষ্ঠা এবং সন্তানদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে জমাকৃত অর্থ শরয়ী দৃষ্টিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিবেচ্য হওয়ায় এর উপর যাকাত দেয়া ফরয। তাই বছরান্তে যত টাকা অবশিষ্ট মালিকানায় থাকবে তা নিসাব পূর্ণ হলে তার শতকরা আড়াই টাকা প্রদান করে দায় মুক্ত হতে হবে। (শামী ২/২৬২ ২/২৮)

(وثمنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة. (الدر المختار: ٣٦١/٣)

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত অর্থের যাকাত

যে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধরনের একাউন্টে জমাকৃত অর্থের উপর বছরান্তে যাকাত প্রদান করা ফরয। কারণ, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে মালিকের আমানত হিসাবে গণ্য হয়। কেননা মালিক এ টাকা উত্তোলনের নীতিগত অধিকার রাখে। সুতরাং জমাকারী নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ায় তিনিই এর মালিক বলে গণ্য হবেন। তাই এ যাকাত জমাকারীকেই আদায় করতে হবে। (আল বাহরুর রায়েক২/৩৬১ ফাতওয়া উসমানী ২/৫৮)

ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের মূল টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব

জমাকৃত অর্থ কারেন্ট একাউন্ট, সেভিং একাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট লকার, DPS, FDR, ইত্যাদি যে কোন ধরনের একাউন্টে জমাকৃত হোক না কেন বছরান্তে তার মূল টাকার উপরই যাকাত আদায় করতে হবে। অতিরিক্ত যে টাকা সুদ হিসাবে যুক্ত হয়েছে, সে হারাম লভ্যাংশের সমূদয় অর্থের উপর যাকাত আসবে না । কারণ, যেমনিভাবে হারাম টাকার যাকাত দেয়া বৈধ নয়, তেমনিভাবে সে হারাম অর্থ মূল টাকার মালিকের জন্য গ্রহণ করা এবং উপকৃত হওয়াও বৈধ নয়, বরং এ জাতীয় অর্থ সাওয়াবের নিয়ত ব্য**তিরেকে** সদকা করে দেয়া ওয়াজিব। হাঁ, যদি কোন ব্যক্তি উক্ত হারাম টাকাগুলো সদকা না করে নিজের হালাল মালের সাথে একাকার করে ফেলে এবং হারাম অর্থের পৃথক কোন হিসাব নিকাশ বিদ্যমান না থাকে তাহলে যাকাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকট উক্ত অবৈধ অর্থ অন্যান্য অর্থের সাথে যোগ করে সমষ্টির উপর যাকাত আদায় করতে হবে। (জাদীদ ফিকহী মাসায়ীল ১/২১১)

في القنية: ولو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة، لان الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه. (رد المحتار: ٢١٨/٣)

ইসলামী ব্যাংক, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের যাকাত

যে সব প্রতিষ্ঠান প্রকৃত অর্থে শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত হয়, সে প্রতিষ্ঠানগুলোতে জমাকৃত অর্থ আমানত হিসাবে গণ্য নয়, বরং লাভ লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসার জন্য বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত অর্থ। যা শরীয়া ফর্মূলা যথা, মুদারাবা, মুশারাকা, ইত্যাদি পদ্ধতিতে পরিচালিত। তাই এসব অর্থের যাকাত নগদ অর্থের মত নয়; বরং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যাকাতের মতই এর যাকাত প্রদান করতে হবে, যার বিবরণ পরে আসছে।

ব্যাংক গ্যারান্টি মানির যাকাত

ব্যবসা-বানিজ্য, অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে বর্তমানে এক পক্ষ অপর পক্ষ থেকে সিকিউরিটি হিসাবে ব্যাংকগ্যারান্টি প্রদান ও গ্রহণ করার প্রচলন রয়েছে। শরয়ী দৃষ্টিতে যা আপত্তিকর বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের একাউন্টহোল্ডারই প্রকৃত মালিক থাকেন। যদিও মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ওই টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারে না। তাই এ জাতীয় টাকার যাকাত একাউন্টহোল্ডারকেই দিতে হবে। কেননা উক্ত টাকার উপর তারই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। শরীয়তের নীতিমালা হচ্ছে, সম্পদের উপর মালিকানা যার যাকাত তার দায়িত্বেই থাকবে। (শামী ২/২৬৭ মাহমুদিয়া ৯/৩৩৪)

عبارة البحر هكذا : ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد اهـ وليس فيها ما يدل على أنه لا يزكيه بعد الاسترداد. (رد المحتار: ١٨٠/٣)

বায়নাস্বরূপ প্রদত্ত টাকার যাকাত

জমি, ফ্ল্যাট, দোকান, মাকানসহ বিভিন্ন পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে বায়নাস্বরূপ টাকা প্রদান/গ্রহণের প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে অপারগতার সুরতে উক্ত টাকা ফেরতযোগ্য হলে বায়নার এ অর্থ মূলত বিক্রয়মূল্যের অর্ন্তভূক্ত। তাই শরয়ী দৃষ্টিতে এ অর্থের গ্রহিতা (বিক্রেতা) উক্ত টাকার মালিক গণ্য হওয়ায় তার যাকাত বিক্রেতাকেই আদায় করতে হবে। (বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা ২/১৯২)

বীমা-পলিসিতে প্রিমিয়ামস্বরূপ জমাকৃত অর্থের যাকাত

প্রচলিত বীমা, ইন্স্যুরেন্স জুয়া ও সুদ সম্বলিত লেনদেন এবং অবৈধ উপার্জনের উৎস। তা সত্ত্বেও কেউ যদি এসব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে প্রিমিয়াম জমা করে থাকে এবং সে অর্থ ফেরত পাওয়া নিশ্চিত হয়, যেমন জীবনবীমা ইত্যাদি। তাহলে ফেরতযোগ্য বীমাপলিসিতে জমাকৃত প্রিমিয়ামের অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে। আর যদি প্রিমিয়ামের টাকা ফেরতযোগ্য না হয়, বরং ক্ষতিসাধিত না হলে প্রিমিয়ামের কিছুই পাওয়া যাবে না, সবই ডুবে যাবে। অথবা ক্ষতি সাধিত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিশাল অর্থ পেয়ে যাবে, যেমন Goods Insurance, Third party Insurance ইত্যাদি তাহলে এ সব পলিসির প্রিমিয়ামের উপর যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়। (ফাতওয়া উসমানী ২/৭১)

ঋণসার্টিফিকেট ইত্যাদির যাকাত

বহুল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের ঋণসার্টিফিকেট বা বন্ড সরকারী হোক বা বেসরকারী, এগুলোর উপর বছরান্তে যাকাত আদায় করা ফরয । তবে ক্রয়মূল্য হিসাবে যাকাত দেয়া যথেষ্ট, কিন্তু লভ্যাংশ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ সুদ হওয়ায় তা হারাম। এ অর্থ সদকা করে দেয়া ওয়াজিব। কেননা যাকাত বৈধ মালের উপর ওয়াজিব হয়। অবৈধ হারাম মালের উপর যাকাত নেই কারণ গ্রহিতা সে টাকার মালিক নয়। হারাম মালের যাকাতের বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (জাদীদ ফিকহী মাসায়ীল ১/২১১, বুহুস ফী কাযায়া : ১/২০)

أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة ....ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه... (بدائع الصنائع: ٢/٩٠)

বৈদেশিক মুদ্রা ডলার, পাউন্ড, রিয়াল, দিরহাম ইত্যাদির উপর যাকাত

যদি কারো স্বদেশী মুদ্রার পাশপাশি বৈদেশিক মুদ্রার উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, হাতে থাকুক বা ব্যাংকে, এ সব মুদ্রার যাকাত আদায় জরুরী। তাই বৈদেশিক মুদ্রাকে বাজারমূল্য ধরে তার শতকরা আড়াই টাকা বছরান্তে যাকাত আদায় করতে হবে। (বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা ১/১৬৫)

উসূলযোগ্য প্রাপ্য ঋণের উপর যাকাতের বিধান

যে সব ঋণের উপর যাকাত ফরয তা হলো, অন্যের নিকট পাওনা ঋণ বা পণ্যের বাকি টাকা। শরীয়তের ভাষায় এগুলোকে প্রাপ্য করজ বা ঋণ বলা হয়। এধরণের প্রাপ্যঋণের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

ক. ঋণগ্রহিতা তা স্বীকার করে এবং আদায় করার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করে।

খ. ঋণগ্রহিতা তা অস্বীকার করলেও দাতার নিকট ঋণপ্রদানের প্রমাণ, সাক্ষ্য বা দলীল বিদ্যমান আছে।

গ. ডকুমেন্ট বা সাক্ষ্য দ্বারা দাতা সে ঋণগ্রহীতা থেকে উসূল করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। উপরোক্ত সূরতগুলোতে যাকাতের অর্থ হিসাব করে যাকাত প্রদানের সময় প্রাপ্যঋণের অর্থকেও যাকাতের হিসাবের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া উত্তম। যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে অনাদায়ী ঋণের উপর তাৎক্ষনিক যাকাত দেয়া ফরয নয়। বরং ঋণের অর্থ হস্তগত হওয়ার পর দিলেও চলে। কিন্তু তখন বিগত বছরগুলোর যাকাত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব করে আদায় করা ফরয। যেহেতু এক সঙ্গে বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করা অনেকের নিকট কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাই প্রতি বছর হিসাব করে অন্যান্য সম্পদের সাথে তার যাকাত প্রদান করে দেয়া শ্রেয়। (ফিকহী মাকালাত-৩/১৭৯)

যে প্রাপ্য ঋণের উপর যাকাত ফরয নয়

যদি ঋণগ্রহীতা বা বাকীতে পণ্য ক্রয়কারী পাওনা টাকার সরাসরি অস্বীকার করে, অপর দিকে ঋণদাতার নিকট তা উসূল করার মতো কোনো ডকুমেন্ট না থাকে অথবা ঋণগ্রহিতা নিখোঁজ বা উধাও হয়ে যায় কিংবা সে মৃত্যুবরণ করে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ ঋণ পরিশোধের যোগ্য না হয়, এক কথায় ঋণদাতা তার প্রাপ্যটাকা আদায় করার ক্ষেত্রে যে কোন কারণে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে পড়ে এমন ঋণ বা পাওনা টাকার যাকাত আদায় করা পাওনাদারের উপর ওয়াজিব হবে না। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৭৯)

প্রাপ্যঋণ এর প্রকারভেদ ও তার যাকাতের বিধানাবলী

অন্যের নিকট থেকে সব ধরনের পাওনাকে দাইন বা ঋণ বলে। শরীয়তের আলোকে এ দাইন চার প্রকার:

প্রথম প্রকার ঋণ: দাইনে ক্বাবী বা শক্তিশালী ঋণ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে যাকাতযোগ্য সম্পদ (যেমন নগদ টাকা অর্থ স্বর্ণ-রূপা) কাউকে ঋণ হিসাবে প্রদান করার কারণে তা পাওনা হয়েছে অথবা কোন ব্যবসাপণ্য বাকিতে বিক্রির ফলে যে টাকা পাওনা, এ প্রকারের ঋণ হচ্ছে শক্তিশালী ঋণ। এর বিধান হলো, যদি তা যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় তা উসুল হওয়ার পর বিগত বছরের যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। তবে প্রতি বছর উসূলযোগ্য ঋণের হিসাব করে আদায় করে দেয়া উত্তম। হাঁ, যদি এক সাথে সম্পূর্ণ ঋণ উসূল না হয় বরং কিছু কিছু প্রতি মাসে বা বছরে উসুল হতে থাকে তাহলে হস্তগত হওয়া ঋণের পরিমাণ যদি নিসাবের এক পঞ্চমাংশ বা তার বেশি হয় তাহলে সে পরিমাণ অর্থের বর্তমান ও বিগত বছরগুলোর বকেয়া যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যখন আরেক পঞ্চমাংশ উসূল হবে তখন এ অংশের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব । এক পঞ্চমাংশের কম আদায় হলে তাৎক্ষনিক তার যাকাত আদায় করা ফরয নয়। বরং এক পঞ্চমাংশ বা ততোধিক উসূল হলে তা আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার ঋণ: দাইনে মুতাওয়াসসিত বা মধ্যম প্রকৃতির ঋণ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে , যাকাতযোগ্য সম্পদের কারণে নয় বরং ভিন্ন ধরনের মাল বা সম্পদের পরিবর্তে অন্যের নিকট পাওনা অর্থ যেমন, ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র বিক্রয়মূল্য হিসাবে পাওনা বা জমি বিক্রির মূল্য পাওনা যা ব্যবসার উদ্দেশ্যে খরিদকৃত নয়। এ জাতীয় ঋণ বা পাওনার বিধান হচ্ছে, একমাত্র সবগুলো অর্থ উসুল হওয়ার পর থেকে যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে। হস্তগত হওয়ার পূর্বের বছরগুলোর যাকাত আদায় করা ফরয নয়। তবে বিগত বছরের যাকাত আদায় করে দেয়া অতিউত্তম। কারণ, কতিপয় ফকীহদের মতে এধরণের ঋণের বিগত বছরগুলোর যাকাতও প্রদান করা ওয়াজিব, যদি তা এক সাথে হস্তগত হয় এবং তা নিসাব সমপরিমাণ হয়। হাঁ, যদি কিছু কিছু আদায় হতে থাকে, যদ্দরুন যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয় না, তাহলে তার অতীতের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

তৃতীয় প্রকার ঋণ: দাইনে যঈফ বা দুর্বল ঋণ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন পাওনা যা কোনো মালের বিপরিতে প্রাপ্য হয় না যেমন, স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর পাবে যা কোন মালের পরিবর্তে প্রাপ্য নয় বরং কোনো অধিকারের বিনিময়ে প্রাপ্য হয়। অথবা খোলা তালাকের পরিবর্তে স্ত্রী পাওনা হয়েছে যা কোনো মালের বিপরিতে নয়। কারো থেকে প্রাপ্য রক্তপণ এবং সেবার বিনিময়ে, শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য বেতন-ভাতা ইত্যাদিও যাকাতের অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ধরণের ঋণের যাকাত একমাত্র হস্তগত হওয়ার পরই অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাত দিবে বা বছরান্তে তার যাকাত স্বতন্ত্রভাবে ফরয হবে। বিগত বছরগুলোর যাকাত প্রদান এ জাতীয় ঋণের কোনো অবস্থায় ফরয নয়। চাই সব এক সঙ্গে হস্তগত হোক বা আংশিকভাবে হস্তগত হোক। (আদ্দুররুল মুখতার ৩/২৩৬ আল বাহরুর রায়েক ২/৩৬৩)

قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام :قوي ، وهو بدل القرض، ومال التجارة، ومتوسط ، وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد

الخدمة ودار السكنى ، وضعيف ،وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية ،وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول... (البحر الرائق: ٣٦٣/٢)

চতুর্থ প্রকার এমন ঋণ, যা উসুল হওয়ার কোন আশা নেই

যদি দেনাদার অস্বীকার করে বা উধাও হয়ে যায়, অথবা কোনো সম্পদ না রেখে মারা যায় বা অন্য যেকোনো কারণে সে পাওনা উসুল হওয়ার কোনো আশাই করা যায় না, এমন ঋণের বিধান হচ্ছে, তার যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে না। হাঁ, অনাকাংক্ষিতভাবে যদি এ ঋণ উসুল হয়ে যায়, তাহলে বিগত বছরগুলোসহ যাকাত আদায় করা জরুরী। এমন মাল বা অর্থকে শরীয়তের ভাষায় মালে জিমার বলা হয়। (হিন্দিয়া ১৪/১৭৫ জাদীদ ফিকহী মাসায়ীল ১/২১৩)

وإن كان الدين على مفلس فلسه القاضي فوصل إليه بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الجامع الصغير لقاضي خان .(الهندية: ١٧٥/١)

আধুনিক যুগের বিভিন্ন প্রকার প্রাপ্য অর্থ ও তার যাকাত

আধুনিক বিজনেস জগতে ব্যবসায়ীগণ বিভিন্নভাবে অর্থ আদান-প্রদান করে এবং অর্থ পাওনা হয়। তার কয়েকটি প্রকারের যাকাতের বিধান নিম্নে পেশ করা হলো।

প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত টাকার যাকাত

প্রভিডেন্ট ফান্ড সাধারণত দু'ধরণের হয়ে থাকে।

১. বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড, যার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কোন প্রকার ইচ্ছার দখল নেই; বরং কোম্পানী প্রভিডেন্ট ফান্ডে অংশ নিতে বাধ্য করে থাকে, তা হতে মুক্ত থাকার কারো কোন সুযোগ থাকে না। এ ধরনের প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্তনকৃত টাকা কর্মচারীর হস্তগত হওয়ার পূর্বে তার উপর এ টাকার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিধায়, তার

উপর যাকাত দেয়া ফরয নয়। কেননা, এ টাকা কোম্পানীর নিকট কর্মচারীর প্রাপ্য মাত্র, যা দাইনে যঈফ বা দুর্বল ঋণের অন্তর্ভূক্ত। তাই হস্ড়গত হওয়ার পূর্বে তার উপর যাকাত নেই। হাঁ, যখন এ ফান্ডে র টাকা হস্তগত হবে তখন থেকে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে বছরান্তে তার যাকাত দেয়া ফরয হবে, যার বিবরণ ঋণের প্রকারভেদ শিরোনামে বিগত হয়েছে।

অবশ্য কেউ যদি বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্টের সাথে অতিরিক্ত বেতনের অংশ স্বেচ্ছায় জমা করে থাকে, কেবল মাত্র স্বেচ্ছায় প্রদত্ত টাকার বিগত বছরেরও যাকাত দেয়া ফরয হবে।

২. ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবিগণ প্রভিডেন্ট ফান্ডে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য নয় বরং তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার। কেউ অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে চাইলে থাকা যায়। এ জাতীয় প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার বিগত বছরসমূহেরও যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। তবে সব টাকার নয়, বরং নিজস্ব বেতনের কর্তনকৃত অর্থের বিগত বছরের যাকাত ফরয। অতিরিক্ত অর্থের নয়। কেননা অতিরিক্ত অর্থের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা হবে তা হস্তগত হওয়ার পর। মালিকানা সাব্যস্ড় হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত দিতে হবে না। (জাদিদ ফিকহী মাসাইল-১/২১৬)

প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত একটি বিশেষ মাসআলা

প্রভিডেন্ট ফান্ডে তিন ধনরণের অর্থ থাকে। এক. কর্মচারীর কর্তনকৃত বেতনের অংশ। দুই. কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত অর্থ। তিন. উভয় অর্থ দ্বারা উপার্জিত অর্থ। বাধ্যতামূলক প্রদত্ত অর্থ সুদ বা লাভ যাই বলা হোক তা কর্মচারীর জন্য গ্রহণ করা বৈধ। কারণ নিজের বেতনের অংশতো বৈধই, কোম্পানীর পক্ষ হতে প্রদত্ত অর্থ হচ্ছে, কর্মচারীর প্রতি অনুদান বা বেতন স্বরূপ, তাই এটা অবৈধ হওয়ার কারণ নেই। কর্মচারীর হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত সে যেহেতু এ অতিরিক্ত অর্থের মালিকই ছিলো না, সুতরাং বিগত বছরগুলোর যাকাত দেয়ারও প্রয়োজন নেই। তবে ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের মধ্যে নিজের কর্তনকৃত টাকার সে প্রথম থেকেই মালিক ছিলো এবং

কোম্পানীর প্রদত্ত অর্থের প্রথম থেকে মালিক না থাকলেও হস্তগত হওয়ার পর কর্মচারীর মালিকানা তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই এ অর্থ দ্বারা যাকাত দেয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের অর্থ যা সুদী ব্যবসায় বিনিয়োগের ফলে অর্জিত হয়েছে, তা কর্মচারীর জন্য হালাল নয়; বরং হারাম। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে টাকাগুলো হস্তগত হলে সবগুলির উপর যাকাত কেন ওয়াজিব হবে ?

এর জবাব হচ্ছে, নিজের অর্থ কোম্পানীর প্রদত্ত অর্থের সাথে মিশ্রণ হয়ে যাওয়ায় হালাল মালের সাথে হারামের মিশ্রণ ঘটেছে, যা পৃথক করে হিসাব করা প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম হলো, হালাল হারামে মিশ্রিত অর্থের উপর যাকাত দিতে হয়। তাই ঐচ্ছিক ফান্ডে কর্তনকৃত টাকার বিগত বছরেরও যাকাত দিতে হবে। আর অতিরিক্ত অর্থের যাকাত কেবল হস্তগত হওয়ার পর থেকে বছরান্তে আদায় করবে। বিগত বছরের যাকাত দিতে হবে না।
হ্যাঁ, হারাম উপায়ে অর্জিত লাভের অর্থ পৃথকভাবে হিসাব করা সম্ভব হলে, সে টাকা সদকা করে দেয়া ওয়াজিব। নিজে খেতে পারবে না। তার যাকাতও দিতে হবে না। আর পৃথক করা সম্ভব না হলে প্রথম দু'ধরণের অর্থের সাথে এ অর্থের যাকাত দিয়ে দিবে। এ অংশের যাকাত মূলত সদকাসরূপ গণ্য হবে। (তাতারখানীয়া: ৩/২৪৭, জাদীদ ফিকহী মাসায়েল ১/২১৫)

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أيضاً. وفي ظاهر الرواية لأبي حنيفة رحمه الله: الموروث قبل القبض يكون نصاباً تجب فيه الزكاة، ولكن لا يجب الأداء ما لم يقبض منه مائتي رهم. (التاتارخانية: ٢٤٧/٣)

বিল অফ এক্সচেঞ্জ এর উপর যাকাত

কোনো ব্যবসায়ী বাকিতে নিজ পণ্য বিক্রি করার কারণে ক্রেতার নিকট যে টাকা পায়, তার নামে বিল করে দেয়া হলে উক্ত বিলের পৃষ্ঠে ক্রেতা এ মর্মে দস্তখত করে যে, এ বিলের টাকা পরিশোধ করা আমার জন্য সময়ান্তে

আবশ্যক। এ ধরণের বিলকে বিল অফ এক্সচেঞ্জ বলা হয়। যে ব্যবসয়ীর নিকট এ ধরণের বিল পড়ে আছে, সে যাকাত আদায় করার সময় বিলের বিপরীতে যে টাকা বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পাওনা, সে টাকার যাকাত আদায় করা তার উপর ফরয। কারণ, এধরণের বিলের যাকাত দেয়ার মর্ম হচ্ছে, বিক্রিত পণ্যের উসুলযোগ্য মূল্যের যাকাত প্রদান করা। যদিও সে মূল্য এখনো হস্তগত হয় নি। না হলেও হস্তগত হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। আর আমরা ইতিপূর্বে ঋণের বিভিন্ন প্রকারের আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, এ জাতীয় ঋণের যাকাত দিতে হবে। তবে তাৎক্ষনিক দেয়া ওয়াজিব নয়; বরং যখন নিসাব পরিমাণের ন্যূনতম এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ টাকা উসূল হবে তখন সে অংশের বিগত বছরগুলোর যাকাত প্রদান করা জরুরী। (ইমদাদুল ফাতওয়া ২/৪৬ আদ্দুররুল মুখতার ৩/২৩৬)

اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة : قوي ، ومتوسط ، وضعيف ؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول ، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك . (رد المحتار: ٩٧/٧ شاملة)

এ্যাডভান্স ও সিকিউরিটি মানির যাকাত

বর্তমানে ফ্ল্যাট, দোকান, বাড়ী ইত্যাদি ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে জামানত স্বরূপ দুটি পদ্ধতিতে অর্থ আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে ।

১. অগ্রিম ভাড়া বাবত জামানত, যা অফেরতযোগ্য থাকে তাকে এ্যাডভান্স বা সিকিউরিটি বলা হয়। এ অর্থ চুক্তি অনুযায়ী মাসে মাসে ভাড়ার অংশ হিসাবে কর্তন হয়ে থাকে। এ টাকার বিধান হচ্ছে, ভাড়াদাতা উক্ত টাকা গ্রহণ করার পর সে মালিক হয়ে যায়। ভাড়াগ্রহিতা উক্ত পণ্য ব্যবহার করুক বা না-ই করুক। আর অর্থে মালিকানা যার প্রতিষ্ঠিত হবে উক্ত অর্থের যাকাত তাকেই প্রদান করতে হবে।

সুতরাং বছরান্তে এ টাকা অবশিষ্ট থাকলে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ করে তার যাকাত ভাড়াদাতাই আদায় করতে হবে; ভাড়াগ্রহিতা নয়।

وأجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية. كذا في الخانية.(البحر الرائق: ٣٩٩/٢)

২. ফেরতযোগ্য জামানত, যা ভাড়া হিসাবে কর্তন হয় না। বরং চুক্তি শেষে তা ভাড়াগ্রহিতাকে ফেরত দিতে হবে। ভাড়াদাতার নিকট উক্ত টাকা সিকিউরিটি মানি তথা রেহেন বা মর্গেজ হিসাবে গচ্ছিত থাকে। এ টাকার মালিকানা যথারীতি এ্যাডভান্সদাতা অর্থাৎ ভাড়াগ্রহিতাই থেকে যায়। তাই এ টাকার যাকাত প্রকৃত মালিক অর্থাৎ ভাড়াগ্রহিতাই আদায় করতে হবে এবং এ টাকা হস্তগত হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত

যাকাতযোগ্য সম্পদের চতুর্থ প্রকার হচ্ছে, ব্যবসায়িক পণ্য। ব্যবসায়িক পণ্য কি? বলাবাহুল্য যে, মানুষ যা ক্রয় করে তার সব পণ্য কিন্তু ব্যবসায়িক পণ্য হয় না। কেননা মানুষ তিন ধরণের উদ্দেশ্যে মাল ক্রয় করে থাকে। যথা:

১. নিজের বা পরিবারের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আসবাবপ্রত্র, বসবাসের জন্য জমি, প্লট, ফ্ল্যাট, গাড়ি ইত্যাদি খরিদ করে, অথবা দোকান ক্রয় করে ব্যবসা করার জন্য (কিন্তু সে দোকান বিক্রয় করার উদ্দেশ্য থাকে না) দোকানের আলমারি, রেক ক্রয় করে মাল রাখার জন্য। ফার্নিচার ক্রয় করে অফিসে ঘরে ব্যবহারের জন্য ইত্যাদি। এ জাতীয় ক্রয়কৃত পণ্যের উপর যাকাত আসে না। কেননা এগুলো বিক্রি করার উদ্দেশ্য না থাকায় তা ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে গণ্য নয়।

"وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة" (التاتارخانية: ۱۷۳/۳)

২. অনেক সময় মানুষ মাল পত্র ক্রয় করে, তবে সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য থাকে না। নিজে ব্যবহার করবে সে নিয়তও নিশ্চত নয়। আবার বিক্রি করে লাভবান হবে অর্থাৎ ব্যবসা করবে এমন উদ্দেশ্যও সুনিশ্চিত নয়।

মোটকথা সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য থাকে না, বরং সুযোগ হলে বিক্রয় করে লাভবান হবো, অন্যথায় নিজে ব্যবহার করবো বা ভাড়া দিয়ে ভাড়া গ্রহণ করবো। এ ধরনের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত মালও ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে গণ্য নয়। তাই তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে না।

وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة كما في الشمني وغيره وكذا ما كان ثمنا رائجا . فبقي اشتراط النية لما سوى ذلك. (ردالمحتار: ۲۳۰/۳)

অবশ্য ভাড়া দিয়ে টাকা হস্তগত হলে সে টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। বা সুযোগ পেয়ে বিক্রি করে দিলে উক্ত অর্থের উপর বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। কিন্তু উক্ত মালের উপর যাকাত ফরয হবে না।

৩. মানুষ যেসব মাল পত্র, সম্পদ ক্রয় করে তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে। চাই সরাসরি সেটা বিক্রয় করুক বা তা দ্বারা অন্য কোন পণ্য তৈরী করে বিক্রি করুক, একমাত্র এ সব পণ্যই ব্যবসা পণ্যের অন্তর্ভূক্ত। এ জাতীয় সম্পদ বা পণ্যের বছরান্তে সমুদয় সম্পদের উপর যাকাত ফরয।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বুঝা গেলো, যে কোন বস্তু ক্রয় করার সময় ব্যবসার নিয়ত থাকলেই কেবল সেগুলি ব্যবসায়িকপণ্য। তাই বিক্রয়যোগ্য ব্যবসায়িক মালের উপরও যাকাত ফরয এবং বিক্রয়যোগ্য মজুদ, উৎপাদিত মজুদ কাঁচামাল, প্রক্রিয়াধীন পণ্য, প্যাকেটিং-প্যাকেজিং পণ্য, দোকানে স্টককৃত যাবতীয় পণ্য দ্রব্যের উপরও যাকাত ফরয। তাই যাকাতের হিসাবের সময় এ জাতীয় সমূদয় ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য হিসাব করে বছরান্তে যাকাত আদায় করা ফরয। (আহসানুল ফাতওয়া ৪/২৯৫, ফিকহী মাকালত ৩/১৫১)

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত সংক্রান্ত কিছু জরুরী মাসআলা

ইনভেস্টমেন্ট বস্তুর উপর যাকাত

ইনভেস্টমেন্ট বা বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত প্লট, ফ্ল্যাট, দোকান, গাড়ি, জমি ইত্যাদির উপর যাকাত দিতে হবে। যে ব্যক্তি উপরোক্ত পণ্যগুলি বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের নিয়তে ক্রয় করলো, শুধু ক্রয় করার সময় ব্যবসার নিয়ত থাকায় তা ব্যবসায়িক পণ্য পরিগণিত হবে। বছরান্তে সবগুলির বাজার মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

ভেবে দেখুন, বর্তমান যুগের ব্যবসায়ীরা এ ধরণের সম্পদের যাকাত আদায় করলে, বিশেষ করে হাউজিং প্রকল্পের মালিকগণ লেন্ডের মূল্য ধরে যাকাত প্রদান করলে দেশে কোনো গরীব, অসহায় থাকবে না । ধনী, গরীব, মধ্য বিত্তের মাঝে সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হবে। অথচ অনেকে ইনভেস্টমেন্টের

উদ্দেশ্যে ক্রয় ও প্রস্তুতকৃত পণ্যের যাকাত আদায় করে না, ফলে মারাত্মক গুণাহগার সাব্যস্ড় হয়। সমাজে যাকাত প্রদানের সুফল পাওয়া যায় না। অবশ্য, কেনার সময় নিরেট ব্যবসার নিয়ত না থাকলে তার যাকাত দিতে হবে না। যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৫৪)

ব্যাবাসায়িক পণ্যে নিয়ত পরিবর্তন হলে যাকতের বিধান

কোন ব্যক্তি কোন পণ্য ক্রয় করার সময় বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের নিয়ত করেছিলো, পরবর্তীতে যে কোন কারণে ব্যবসার নিয়ত পরিবর্তন করে বসবাস, ব্যবহার শুরু করেছে বা বসবাসের ইচ্ছা করেছে, তাহলে নিয়ত পরিবর্তনের পর থেকে এ মালের মূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে না।
পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি বসবাস বা নিজস্ব কাজে ব্যবহারের নিয়তে পণ্যটি ক্রয় করেছিলো, পরবর্তীতে নিয়ত পরিবর্তন করে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার নিয়ত করেছে। এমতাবস্থায় শুধু ব্যবসার নিয়ত করার দ্বারা তা ব্যবসাপণ্য বলে গণ্য হবে না। এবং তার মূল্যমানের উপর যাকাত দিতে হবে না। হাঁ, যখন পণ্যটি বিক্রি করে টাকা হস্তগত হবে তখন বিক্রিলব্ধ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। (আহসানুল ফাতওয়া ৪/২৯৫ ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ৬/১৪২)

لا يبقى للتجارة ما اشتراه لها فنوى خدمته ثم لا يصير للتجارة) وإن نواه لها

(ما) دام (لم يبعه) [الدر المختار: ١٩٢/٣]

গুদামজাত মৌসুমি পণ্যের যাকাত

আমাদের দেশে অনেকে মৌসুম ভিত্তিক ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে থাকে। যেমন ধান, চাল, আলু, পেঁয়াজ, মরিচ, সুপারি, ইত্যাদি মৌসুমি পণ্য গুদামজাত করে পরবর্তীতে ভাল দামে বিক্রি করে। আবার অনেকে কোল্ডস্টোরে কাঁচামাল স্টক করে, পরবর্তীতে অনেক মূল্যে বিক্রি করে থাকে। যেহেতু এ সব পণ্য নিরেট ব্যবসার উদ্দেশ্যেই খরিদ করা হয়ে থাকে, তাই গুদামজাতকৃত এবং কোল্ডস্টোরে রক্ষিত সকল পণ্য ব্যবসায়িক পণ্যরূপে পরিগণিত। তাই তার বাজার মূল্যমানের উপর যাকাত আদায় করা ফরয।

"الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق

أو الذهبّ (الهندية: ١٧٩/١)

যৌথ কারবারে অর্থলগ্নি করলে যাকাতের নিয়ম

যৌথ কারবারে কেউ অর্থ বিনিয়োগ করলে সে ব্যবসার যাকাতযোগ্য সম্পদের আনুপাতিক হারে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দেয়া জরুরী। যেমন, এক লক্ষ টাকার ব্যবসায় দু'জন মিলে ৫০ হাজার করে অর্থ বিনিয়োগ করলো, ৪০ হাজার টাকা দোকান ভাড়া ও অন্যান্য আসবাব পত্রে বিনিয়োগ হলো অবশিষ্ট ৬০ হাজার টাকার ব্যবসা পণ্য মজুদ রইল। সব মোট এক লক্ষ টাকা উভয় কাজে বিনিয়োগ হলো। ধরুন এ ব্যবসায় লাভ হয়েছে ৪০ হাজার টাকা যা ক্যাশফান্ড এবং উসুলযোগ্য গ্রাহকদের নিকট পাওনার সমষ্টি।
সুতরাং দোকান ভাড়া এবং ব্যবহারের আসবাবপত্র খরিদ বাবত চল্লিশ হাজার টাকা যাকাতযোগ্য নয়, অবশিষ্ট ব্যবসায়িক পণ্যের ৬০ হাজার এবং ক্যাশ ও উসূলযোগ্য পাওনা মোট চল্লিশ হাজার। এ দু'প্রকার অর্থের যাকাত প্রদান করতে হবে। যার সমষ্টি এক লক্ষ টাকা। অতএব প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। এটাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানের যাকাত দেয়ার নিয়ম। (ইমদাদুল ফাতওয়া ২/৮১, ফাতওয়া উসমানী ২/৭৫)

শিল্প কারখানার সম্পদের যাকাতের বিধান

শিল্প কারখানার যে সব পণ্য যাকাতযোগ্য তা হচ্ছে,
ক. প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী। এখানেই তা বিক্রি করা হোক বা না হোক।
খ. মাল প্রস্তুতের প্রসেসিং এ থাকা প্রক্রিয়াধীন পণ্য ।
গ. কাঁচামাল হিসাবে মওজুদ থাকা পণ্য যার দ্বারা বস্তু তৈরী করা হবে।
উপরোক্ত তিনও প্রকারের মাল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত হওয়ায় ব্যবসায়ী পণ্যের অন্তর্ভূক্ত। এগুলির বাজার মূল্য হিসাব করে মোট অর্থের শতকরা আড়াই টাকা যাকাতস্বরূপ প্রদানযোগ্য।

সারকথা হলো, একজন শিল্পপতি বা ব্যবসায়িকে যাকাত হিসাব করার সময় নিম্নবর্ণিত অর্থ বা পণ্যগুলির মূল্য যাকাত বের করার সময় হিসাবের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১. নগদ টাকা যার মধ্যে ব্যাংক ব্যালেন্স, ফাইন্যান্সিয়াল, ইন্সট্রুমেন্টসও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
২. ব্যবসাসামগ্রী যার মধ্যে প্রস্তুতকৃত পণ্য, কাঁচামাল এবং যেসব পণ্যসামগ্রী প্রস্তুতের অপেক্ষায় রয়েছে, তাও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
৩. কোম্পানীর শেয়ারগুলিও ব্যবসায়িক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
৪. যে সব সম্পদ বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়েছে তাও ব্যবসায়িক সামগ্রির অন্তর্ভূক্ত ।

সুতরাং যাকাত বের করার সময় সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত সম্পদগুলিকে যাকাতের অন্তর্ভূক্ত করে যাকাত আদায় করতে হবে। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৫১, কিফায়াতুল মুফতী ৪/২৫১)

কোম্পানীর যাকাত প্রসঙ্গ

কোম্পানী মূলত শিরকত তথা যৌথ কারবারেরই এক আধুনিক রূপ, তাই কোম্পানীর যাকাতের বিধানও যৌথ কারবারের মতো। কোম্পানীর যাকাতযোগ্য সম্পদ হচ্ছে ক্যাশ টাকা, ব্যবসা পণ্য ইত্যাদি যা যৌথ কারবারের বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব আসবাবপত্র কোম্পানীর মালিকানাধীন তবে বিক্রয়যোগ্য নয়, যেমনঃ অফিস, গাড়ি, ফানির্চার, মেশিনারিজ, শিল্পকারখানা, বিল্ডিং ইত্যাদি। এ সব সামগ্রী যাকাতযোগ্য নয়। কোম্পানীর যাকাতযোগ্য সম্পদের নির্ণয় তার ব্যালেন্সশীটের সাহায্যে করা অনেকটা সম্ভব। তাই যাকাতযোগ্য সম্পদ নির্ণয় করে প্রত্যেক অংশীদার তার আনুপাতিক হারে যে অংশ দাড়াবে সে শুধু তার ঐ অংশেরই যাকাত প্রদান করতে হবে। কোম্পানী মোট সম্পদের যাকাত তার ক্যাশ থেকে দিবে না ।

হাঁ, যদি কোন কারণে প্রত্যেক অংশীদার তার যাকাতযোগ্য অংশ নির্ণয় করতে সক্ষম না হয় বা কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে সতর্কতামূলক নিজ নিজ মালিকানাধীন পূর্ণ অংশেরই যাকাত দিতে হবে। যাতে কোনক্রমেই যাকাতযোগ্য অংশের যাকাত অনাদায় থেকে না যায়। (ইমদাদুল ফাতওয়া ২/৪৯)

কোম্পানীর শেয়ার সার্টিফিকেটে যাকাতের বিধান

শেয়ার বলতে বুঝায় অংশীদারিত্ব। আপনি যে কোম্পানীর শেয়ার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন, সে কোম্পানীর মালিকানারই প্রতিনিধিত্ব করছেন। সে কারণে আপনি শেয়ারের মালিক অর্থাৎ কোম্পানীর অংশীদার, আপনাকে অবশ্যই স্বীয় অংশের যাকাত ব্যবসায়িক পণ্যের নিয়মনীতি অনুযায়ী দিতে হবে, যার আলোচনা গত হয়েছে। তাই এর জন্য স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে শেয়ার সার্টিফিকেট যথারীতি ব্যবসাপণ্য হিসাবে মার্কেটে প্রচুর কেনাবেচা হচ্ছে। এখন শেয়ার সার্টিফিকেট যেন স্বয়ং বিক্রয়পণ্যে রূপ নিয়েছে। তাই এ ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য ও বিধান

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বর্তমানে দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

ক. কোম্পানীর মূল মালিকানা লাভের উদ্দেশ্যে এবং বাৎসরিক (DIVIDEND) মুনাফা অর্জনের মানসেই শেয়ার ক্রয় করা। এ উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত শেয়ারের বাজার মূল্য নির্ধারণ করে তার উপর যাকাত দেয়া ফরয নয়। বরং এ ধরনের শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানীর বর্তমান সমূদয় সম্পদের অবস্থান জেনে যাকাতের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে কোম্পানীর যাকাতযোগ্য সম্পদের হার কত এবং যাকাতের অযোগ্য সম্পদের পরিমাণ কত তা জেনে সে অংশ বা শেয়ারের যাকাত প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ কী পরিমাণ অর্থ কোম্পানী বিল্ডিং, মেশিনারিজ, গাড়ি ইত্যাদিতে ব্যয় করেছে আর কী পরিমাণ সম্পদ নগদ ক্যাশ, ব্যবসায়িক পণ্য এবং কাঁচামাল ইত্যাদিতে রয়েছে, এ বিষয়গুলি কোম্পানীর ব্যালেন্সশীট বা অন্য কোনো উপায়ে জেনে নিয়ে সে মোতাবেক যাকাত প্রদান করতে হবে।

মনে করুন কোন কোম্পানীর ৬০%মূলধন নগদ অর্থ, ব্যবসা পণ্য, কাঁচামাল এবং প্রস্তুতকৃত মালের আকৃতিতে বিদ্যমান আছে, যা সম্পূর্ণ

যাকাতযোগ্য মাল। আর মূলধনের ৪০% বিল্ডিং, মেশিনারি গাড়ি ইত্যাদির আকৃতিতে বিদ্যমান আছে, যা যাকাতের সম্পদ নয়। শেয়ার যেহেতু কোম্পানীর অংশিদারিত্বে প্রতিনিধিত্ব করছে সুতরাং এ শেয়ারে তথা মালিকানা অংশের ৬০% এর যাকাত প্রদান করা আপনার উপর ওয়াজিব আর অবশিষ্ট ৪০% অংশের যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়। যেমন উক্ত শেয়ারের মালিকানা অংশের বর্তমান বাজার মূল্য ৬০ টাকা, আর কোম্পানীর সম্পদের শতকরা ৬০% ছিলো যাকাতযোগ্য এবং ৪০% ছিলো যাকাত অযোগ্য । সুতরাং এই শেয়ারের পুরো মূল্য অর্থাৎ ৬০ টাকার ৬০% তথা ৩৬ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে পুরো মূল্যের ৪০% তথা ৫৪ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে না। কারণ, ৪০% কোম্পানীর যাকাতযোগ্য সম্পদ ছিলো না।

খ. (CAPITAL GAIN) ক্যাপিটাল গেইনের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা। অর্থাৎ এ নিয়তে ক্রয় করা যখন শেয়ারের বাজার চাঙ্গা হবে, তখন তা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা হবে। তাহলে এ শেয়ার সার্টিফিকেট স্বয়ং ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। বছরান্তে অন্যান্য সম্পদের সাথে তার বাজার মূল্যানুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোম্পানীর মূল সম্পদ কত শতাংশ যাকাতযোগ্য আর কত অংশ যাকাত অযোগ্য সে বিষয়টি দেখা যাবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, আপনি একটি শেয়ার ক্রয় করেছেন ৫০ টাকা মূল্যে, আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি হলেই তা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করবেন। অতপর আপনি যেদিন যাকাত হিসাব করবেন সে দিন শেয়ারটির বাজার মূল্য দেখা যায় ৬০ টাকা, এমতাবস্থায় আপনাকে ৬০ টাকার হিসাব ধরেই যাকাত দিতে হবে, ৫০ টাকা মূল্য ধরে যাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে না।

উল্লেখ্য: যে ডিভাইডেন্ড অর্থাৎ বাৎসরিক মূনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত শেয়ারের কত অংশের যাকাত দেবেন, আর কত অংশের দিতে হবে না এ তথ্য জানার সহজ উপায় হচ্ছে- কোম্পানীর ব্যালেন্সশীট সংগ্রহ করা। তবে যদি কারো পক্ষে কোম্পানীর যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ জানা সম্ভব না হয়, তাহলে এ প্রকার শেয়ারের পূর্ণ বাজার মূল্যের যাকাত আদায় করা

উত্তম। যেমনটি ক্যাপিটাল গেইনের ক্ষেত্রে পূর্ণ মূল্যমানের ভিত্তিতে যাকাত দিতে হয়। (নিহায়া ১/১৭২,ফাতওয়া উসমানী ২/৭১)

কোন মূল্য ধরে শেয়ারের যাকাত দিতে হবে

এ বিষয়টি বুঝার জন্য জানা প্রয়োজন যে, সাধারণতঃ শেয়ারের মূল্য তিন ধরণের হয়ে থাকে।

১. FACE VALUE (ফেস ভ্যালু) অর্থাৎ শেয়ার সার্টিফিকেটে উল্লেখিত মূল্য।
২. MARKET VALUE (মার্কেট ভ্যালু) অর্থাৎ শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য।
৩. BREAK UP VALUE (ব্রেক আপ ভ্যালু) অর্থাৎ যদি কোন কোম্পানী ব্যবসা ক্লোজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন প্রত্যেক শেয়ারের বিপরীতে কোম্পানীর সম্পদের যে অংশ হবে তার বাজারমূল্য।

প্রশ্ন হলো, এ তিন ধরণের শেয়ারমুল্যের কোন মূল্যটি যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে?

জবাব হচ্ছে, শেয়ারের ফেসভ্যালু ধরে যাকাত দেয়া মোটেই শরয়ী নীতিমালার সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, শেয়ার সার্টিফিকেটে লিখিত মূল্য কোম্পানীর বাস্ড়ব মূল্য থেকে অনেক কম হয়ে থাকে, যার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তাই যাকাতের ক্ষেত্রে এ মূল্য ধর্তব্য নয়। শরয়ী নীতির সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল এর অর্থ হচ্ছে, শেয়ারের 'ব্রেক আপ ভ্যালু' হিসাবে যাকাত আদায় করা। কিন্তু তা জানা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে, সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের ক্ষেত্রে দুর্বিসহ। এ সব কারণে সমকালীন উলামাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে- যাকাতের হিসাবটা মার্কেটভ্যালু তথা বাজার মূল্যই ধর্তব্য হওয়া বাস্তব সম্মত।

সারকথা, বাজারমূল্য হিসাবেই শেয়ারের যাকাত আদায় করতে হবে। (জাদীদ মাঈশত ও তিজারত ৯৩)

ব্যবসাপণ্যের কোন মূল্য হিসাবে যাকাত দিবে ?

ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ তিনভাবে করা যায়।
১. পণ্যের খুচরা মূল্য ২. পাইকারী মূল্য ৩. পূর্ণ স্টক মালের বিক্রিত বাজার মূল্য। ফিকহী দৃষ্টিকোনে যাকাতের ক্ষেত্রে ব্যবসাপণ্যের পাইকারী মূল্য হিসাবে যাকাত আদায় করা সমীচীন। তবে হাঁ, পূর্ণ স্টক পণ্য এক সাথে বিক্রি করতে গেলে বাজারে যা মূল্য হবে, এ হিসাবে যাকাত দিলেও দায়মুক্ত হয়ে যাবে। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৫০)

ব্যবসাপণ্যের কোন সময়ের মূল্য যাকাতের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে ?

যাকাতযোগ্য সম্পদের বছরান্তে যাকাত হিসাবের দিন বাজারে যে মূল্য থাকে, সে মূল্য হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে। অতিতের মূল্য ধর্তব্য হবে না। যেমন এক ব্যক্তি ২০ লক্ষ টাকায় একটি ফ্ল্যাট ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করলো, আর বর্তমানে যাকাত হিসাবের দিন তার বাজার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা, তাহলে তাকে ৩০ লক্ষ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। অতীত বা ক্রয়মূল্য ২০ লক্ষ টাকা হিসাবে যাকাত আদায় করলে, দশ লক্ষ টাকার যাকাত অনাদায় থেকে যাবে। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৫২)

ইমপোর্টকৃত পণ্যে যাকাতের বিধান

যদি কোনো ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে মাল ক্রয় করেছে, কিন্তু এখনো ক্রেতার নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এ পণ্যের যাকাত কীভাবে দিবে ?
এ মাসআলার সমাধান হচ্ছে, শরয়ী দৃষ্টিকোনে ক্রয়কৃত পণ্যটি যদি ক্রেতার মালিকানায় চলে আসে, কিন্তু তার হস্তগত বা নিয়ন্ত্রণে এখনো আসেনি, তাহলে ঐ পণ্যের মূল্যমান হিসাব করে ব্যবসায়িক পণ্য ধরে ক্রেতাকেই যাকাত আদায় করতে হবে। হাঁ, যদি উক্ত পণ্যে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে উক্ত পণ্যের যাকাত ক্রেতাকে দিতে হবে না, বরং এর যাকাত বিক্রেতাকে আদায় করতে হবে। তবে এমতাবস্থায় ক্রেতা পণ্যটি ক্রয় করার জন্য যে টাকা প্রদান করেছে বা করবে, সে টাকা ক্রেতার

মালিকানায় থাকায় তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৬৯)

কোম্পানীর (RESERVE FUND) রিজার্ভ ফান্ড এর যাকাত

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, যেখানে লাভ বণ্টনের সময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রির্জাভ রেখে দেয়া হয়, যাতে কোম্পানীর সম্ভাব্য ক্ষতি এর দ্বারা পূরণ করা যায়। কোম্পানীর আইনে অংশীদারগণ এ ফান্ড থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবে না। শরীয়তের আলোকে রিজার্ভ ফান্ডের অর্থ কোম্পানীরই মালিকানাধীন ও ব্যবসায়িক সম্পদ, এ কারণে কোম্পানীর শরীকগণ যখন শেয়ারের উপর যাকাত প্রদান করে, তখন যাকাতযোগ্য সমূদয় সম্পদের যাকাত আদায় করতে হয়। রিজার্ভ ফান্ডও উক্ত যাকাতযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভূক্ত ও কোম্পানীর ব্যবসা পণ্য হিসাবে গণ্য। তাই শেয়ারের যাকাত সঠিকভাবে আদায় করার দ্বারা রিজার্ভ ফান্ডের যাকাতও আদায় হয়ে যায়। এর জন্য ভিন্নভাবে যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই।
উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কোম্পানীর সমূদয় মালিকানা সম্পদের যাকাত আদায় করা কোম্পানীর জন্য বৈধ নয়, বরং শেয়ার হোল্ডারগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ শেয়ারের বিপরীতে যে পরিমাণ সম্পদের মালিক, তার যাকাত স্বতন্ত্রভাবে আদায় করতে হয়। তাই শেয়ারের যাকাতের সাথে রিজার্ভ ফান্ডের যাকাতও আদায় হয়ে যায়। অন্যান্য মাযহাবে যেহেতু কোম্পানী নিজেই তার মালিকানাধীন সম্পদের যাকাত আদায় করতে পারে, সে ক্ষেত্রে রিজার্ভ ফান্ডের যাকাতও ব্যবসায়িক সম্পদ ধরে কোম্পানী আদায় করে দিয়ে থাকে। তাই পূনরায় শেয়ার হোল্ডারদের আদায় করতে হয় না। (ফাতওয়ায়ে উসমানী ২/৭৩)

পোলট্রি ফার্মের যাকাতের বিধান

অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মত পোলট্রি ফার্মের ভূমি, স্থাপনা ও অন্যান্য বস্তুর উপর যাকাত দেয়া লাগবে না। তেমনিভাবে এ সব ফার্মের মুরগী হতে প্রাপ্ত (HATCHING EGG) প্রজননের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ডিমের উপরও

যাকাত আরোপ হবে না। তবে প্রজননকৃত বাচ্চা যদি বিক্রি করার উদ্দেশ্য রাখে, তাহলে উক্ত ডিম ও ডিমের বাচ্চাগুলি ব্যবসা পণ্য হিসাবে গণ্য হওয়ায় যাকাত দিতে হবে। অনুরূপ পোলট্রিফার্মের মুরগী থেকে প্রাপ্ত (TABLE EGG) যে ডিম বিক্রি করার উদ্দেশ্যে রাখা হয়। সে সব ডিমের বাজার মূল্যানুপাতে যাকাত আদায় করতে হবে।

পক্ষান্তরে যেসব ফার্মে শুধু মুরগী বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা হয়। প্রজনন, বাচ্চা বিক্রি বা ডিম অর্জন উদ্দেশ্য হয় না। সে সকল মুরগীর মূল্যমানের উপর যাকাত ফরয হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে মুরগীগুলি ব্যবসাপণ্য। (ফাতওয়ায়ে উসমানী ২/৩৯, শামী ৩/১৯৪)

والاصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة. (الدر المختار: ١٩٤/٣)

ফিশারী প্রকল্পের যাকাত

ফিশারী প্রকল্পে যে সব মাছ ছাড়া হয় এবং মাছের পোনা দ্বারা মাছ চাষ করা হয়, উদ্দেশ্য থাকে মাছের পোনা বড় হলে বিক্রি করে লাভবান হওয়া। এ সব মাছ ও পোনা ব্যবসায়িক পণ্য। তাই তার বাজার মূল্যানুপাতে যাকাত প্রদান করতে হবে। অনুরূপ যদি পুকুর, দীঘি, ইত্যাদিতে বিক্রির উদ্দেশ্যে মাছ বা মাছের পোনা ছেড়ে রাখা হয়, তাহলে তাও ব্যবসা পণ্য হিসাবে গণ্য হওয়ায় বছরান্তে এগুলোর বাজারমূল্যানুপাতে যাকাত প্রদান করতে হবে। হাঁ, যদি নিজে খাওয়ার জন্য পুকুরে মাছ ছাড়ে। মাছ ছাড়ার সময় বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে এসব মাছ বা তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে না। (আহসানুল ফাতওয়া ৪/৩০০)

যাকাতের হিসাব থেকে ঋণ বিয়োগ দেয়ার নীতিমালা

যাকাত হিসাব করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যে, যাকাতদাতা নিজে ঋণী কি না? শরীয়তের নীতি হচ্ছে, যাকাতদাতা নিজে ঋণী হলে তার সামগ্রিক যাকাতের হিসাব থেকে ঋণ পরিমাণ টাকা বিয়োগ দিয়ে যে অর্থ অবশিষ্ট

থাকবে, শুধু তা-ই যাকাতের হিসাবের অন্তর্ভূক্ত হবে। ঋণ বিয়োগের পর অবশিষ্ট অর্থে নিসাব পূর্ণ না হলে, তার যাকাত দেয়া লাগবে না।

ঋণের প্রকারভেদ ও যে ঋণ যাকাতের অন্তরায়

ঋণ বিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে, ঋণ মূলত দুই প্রকার:

১. PARSONAL LOWN অর্থাৎ সাধারণ ঋণ: যা মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা অস্বাভাবিক অবস্থায় ঋণ করতে বাধ্য হয়। যেমন সাংসারিক প্রয়োজনে, চিকিৎসা, অভাব, বিপদগ্রস্থ শিক্ষাখরচ ইত্যাদি কারণে নিয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নেয়া ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদের সমষ্টি হতে বিয়োগ করে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করবে।

২. DEVELOPMENT LOWN অর্থাৎ শিল্প কারখানা গড়ার জন্য কিংবা বড় ধরণের ব্যবসায়িক প্রকল্প খোলার উদ্দেশ্যে ঋণ নেয়া হয়। যেমন ফ্যাক্টরী স্থাপন, মেশিনারী ক্রয়, ব্যবসাপণ্য আমদানী ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের এই ঋণকে যদি যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উপর এক টাকাও যাকাত আসবে না; বরং উল্টো তারা যাকাত প্রাপ্যদের তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ তাদের যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ ঋণের তুলনায় অনেক কম। এ জাতীয় ঋণ যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়ত পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়েছে। যার ব্যাখ্যা হচ্ছে, ব্যবসায়িক লোন দুই খাতে ব্যবহৃত হয়।

ক. ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের অর্থ দ্বারা যদি যাকাতযোগ্য সম্পদে বিনিয়োগ হয়ে থাকে, তাহলে সে ঋণ যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ করা হবে। অবশিষ্ট সম্পদের মূল্যমানের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

খ. ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের অর্থ দ্বারা যদি যাকাতযোগ্য সম্পদ ক্রয় করা না হয়, বরং বিল্ডিং, গাড়ি বা মেশিনারী খরিদ করা হয়, তাহলে এ ঋণ যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ হবে না ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যবসায়ী ব্যাংক হতে এক কোটি টাকা লোন নিয়ে বিদেশ থেকে মেশিন আমদানী করলো, যেহেতু এ মেশিন কোনো

যাকাতযোগ্য সম্পদ নয়, তাই এক কোটি টাকা ঋণকে যাকাতের সম্পদ বা হিসাব থেকে বিয়োগ করা যাবে না। পক্ষান্তরে যদি ঐ ব্যবসায়ী এ লোন দ্বারা কাঁচামাল ক্রয় বা আমদানী করতো, তাহলে যেহেতু কাঁচামাল যাকাতযোগ্য সম্পদ, তাই এ লোন যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ করা হবে। কেননা উক্ত ঋণ দ্বারা ক্রয়কৃত কাঁচামালগুলো পূর্বেই আদায়যোগ্য যাকাতের সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৫৩ জাদীদ মাঈশাত ও তিজারত ৯৮)

বিয়োগযোগ্য লোন

যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগযোগ্য ঋণ দুইটি।
ক. ব্যক্তিগত বা পার্সোনাল ঋণ।
খ. ব্যবসায়িক বা কমার্শিয়াল লোন, যদ্বারা যাকাতযোগ্য সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে। (যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ অযোগ্য ঋণ হচ্ছে, ঐ সব ঋণ যা দ্বারা যাকাত অযোগ্য সম্পদ আমদানী করা হয়ে থাকে।)
উপরোক্ত ক. খ. ছাড়া আরো কিছু বিয়োগযোগ্য ঋণ যেমন:

ক্রয়কৃত পণ্যের অপরিশোধিত মূল্য বিয়োগযোগ্য ঋণ

যে ব্যক্তি কোন পণ্য ক্রয় করলো অথচ তার মূল্য পরিশোধ করেনি, এমতাবস্থায় তার যাকাতের বছরপূর্তিতে সে যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাবের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত মূল্যমান হতে অপরিশোধিত মূল্য পরিমাণ অর্থ ঋণ ধর্তব্য করে, তা বিয়োগ করে কেবল অবশিষ্ট অংশের যাকাত দিবে। তবে যদি পণ্যের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করার চুক্তি করে থাকে, তাহলে যে পরিমাণ কিস্তি চলতি বছর আদায় করতে হবে শুধু সে পরিমাণ ঋণ ধর্তব্য হবে এবং তা কেবল যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ করতে পারবে। পরবর্তী বছরগুলোতে যে পরিমাণ কিস্তি আদায়যোগ্য তা কিন্তু ঋণ হলেও এ বছরের যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ করা যাবে না। (হিন্দিয়া ১/১৭২ দুররুল মুখতার২/২৬০)

বিল, বেতন ও অন্যান্য পরিশোধযোগ্য ঋণ বিয়োগ হবে

কর্মচারীদের বিগত মাসসমুহের অনাদায়ী বেতন, ভাতা, বিগত মাসসমূহের বাড়ী, দোকান ভাড়া বিদ্যুত, গ্যাস, ফোন, মোবাইলবিল, অপরিশোধিত বিভিন্ন প্রকারের ট্যাক্স ইত্যাদি আদায়যোগ্য দেনা পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে ধর্তব্য। তাই যাকাতের সমষ্টিগত মূল্যমান হিসাব থেকে বিয়োগ করে অবশিষ্ট সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। (শামী: ২/২৬০)

সিকিউরিটি মানি বিয়োগযোগ্য ঋণ

যে কোনো লেন-দেন, বিশেষ করে কোনো সম্পদ ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে লেন-দেনের গ্যারান্টি হিসাবে অপর পক্ষের সুনির্দিষ্ট যে অর্থ ফেরতযোগ্য সংরক্ষিত থাকে তাকে বলা হয় সিকিউরিটি মানি এ টাকার মূল মালিক দ্বিতীয় পক্ষ । তাকেই এর যাকাত আদায় করতে হবে। আর যার হাতে রেহান বা মর্গেজ হিসাবে রক্ষিত তা ফেরতযোগ্য হওয়ায়, এটা ঋণ ধর্তব্য হয়ে যাকাতের হিসাব হতে বিয়োগ দেয়া হবে। অবশিষ্ট যাকাতযোগ্য সম্পদের সমষ্টির উপর যাকাত আসবে। (হিন্দিয়া ১/১৭২ শামী: ২/২৬০)

সুদ ও হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ বিয়োগ হবে

হারাম পন্থায় অর্জিত অর্থের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হচ্ছে তা প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। আর সে মৃত্যুবরণ করলে তার ওয়ারিশের নিকট পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে হবে। অতএব হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদের মালিক কোন ক্রমেই অর্জনকারী নয়, তাই যাকাত দেয়াও তার কর্তব্যে পড়ে না। এ কারণে এ জাতীয় অর্থ যাকাতযোগ্য সম্পদে হিসাব করা হবে না। বরং ওই পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, হারাম সম্পদ হালাল সম্পদ থেকে পৃথক করা সম্ভব হতে হবে। (ইমদাদুল ফাতওয়া ২/১৫ শামী: ২/২৬০)

হালাল হারাম মিশ্রিত সম্পদের যাকাতের বিধান

কারো নিকট হালাল হারাম উভয় প্রকার সম্পদ মিশ্রিত থাকলে তার দুই অবস্থা:

১. হারাম সম্পদকে হালাল সম্পদ থেকে পৃথক করা সম্ভব হলে, (চাই সরাসরি হোক বা হিসাবের মাধ্যমে পরিমাণ নির্ধারণ করা হোক) কেবল হালাল যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত দিবে। হারামের যাকাত দিবে না। বরং তা প্রকৃত মালিককে ফেরত দিবে, সম্ভব না হলে মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে হবে। (যার আলোচনা পূর্বে গত হলো)

২. যদি হারামকে হালাল সম্পদ থেকে আলাদা করা বা পৃথক হিসাব করা কোন ক্রমেই সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রে অনুমান করে হালাল অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করতঃ সে পরিমাণের যাকাত আদায় করতে হবে। আর অবশিষ্ট সম্পদের অংশ তথা হারাম সম্পদ পুরোটাই দায়িত্ব মুক্তির উদ্দেশ্যে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে হবে। তবে অনুমানের ক্ষেত্রে হারাম সম্পদের পরিমাণ বেশি ধরে তা সদকা করবে। পৃথক করা অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে হালাল হারামে মিশ্রিত সামগ্রিক সম্পদের যাকাত বের করে নেয়াতে কোন সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, হালাল অর্থের শতকরা আড়াই টাকা যাকাতের অর্থ সাব্যস্ত হবে আর হারাম উপার্জনের শতকারা প্রদত্ত আড়াই টাকা যাকাতের অর্থ গণ্য করা যাবে না। বরং তা সদকা হিসাবে গণ্য হবে। এমতে সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের জন্য যাকাত বের করা সহজ হবে। (শামী: ২/২১৭ আহসানুল ফাতওয়া ৪/২৮৩)

যেমন ফাতওয়ায়ে শামীতে রয়েছে-

وَلَوْ خَلَطَ السُّلْطَانُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ بِمَالِهِ مَلَكَهُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَيُورَثُ عَنْهُ) ؛
لِأَنَّ الْخَلْطَ اسْتِهْلَاكٌ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلُهُ أَرْفَقُ إِذْ قَلَّمَا يَخْلُو
مَالٌ عَنْ غَصْبٍ. (رد المحتار:٢١٧/٣)

বিগত বছরসমূহের অনাদায়ী যাকাতও যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ হবে

বিগত বছরসমূহের যাকাত যদি কেউ আদায় না করে থাকে তাহলে অবশ্যই সবগুলি যাকাত আদায় করতে হবে। সর্ব প্রথম অনাদায়ের প্রথম বছরের

যাকাত হিসাব করবে, এরপর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তৃতীয় বছরের যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে অতীতের সবগুলি বছরের যাকাত আদায় করা ফরয। যেহেতু অতীতের যাকাত সম্পূর্ণরূপে আদায় করে দেয়া ফরয,তাই সে পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে ধর্তব্য করতঃ যাকাতযোগ্য সম্পদের সমষ্টি থেকে বিয়োগ করেই বর্তমান বছরের যাকাত আদায় কালে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত বের করবে। (ইমদাদুল ফাতওয়া: ২/৩৪ রহিমিয়া: ৭/১৪৭)

স্ত্রীর অনাদায়ী দেন মোহর বিয়োগযোগ্য ঋণ কি না ?

শরীয়তের বিধান হচ্ছে, আদায়যোগ্য দেনা যা এখনো পরিশোধ করা হয়নি তা ঋণ ধর্তব্য করে যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ দেয়া। কিন্তু স্ত্রীর দেন মোহরের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র মাসআলা হচ্ছে, বর্তমান যুগে স্বামীরা স্ত্রীদের দেন-মোহর আদায় করার ক্ষেত্রে একেবারেই উদাসীন আর স্ত্রীরাও সাধারণত মোহর মাফ করে দেয়, তাই এ জাতীয় ঋণকে যাকাত হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োগ করা যাবে না।

হাঁ, যদি স্বামী, স্ত্রীর অনাদায়কৃত মোহর চলতি বছরই আদায়ের পূর্ণ ইচ্ছা করে থাকে, কেবল সে ক্ষেত্রে তা ঋণ ধর্তব্য করে যাকাতযোগ্য সম্পদের সমষ্টি থেকে বিয়োগ দেয়া যাবে।

قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرٌ مُؤَجَّلٌ لِامْرَأَتِهِ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ
أَدَاءَهُ: لَا يُجْعَلُ مَانِعًا مِنَ الزَّكَاةِ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ فِي الْعَادَةِ، (الهنديه: ١٧٣/١ هكذا
في البدائع: ٦/٢)

শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধু পাঁচ প্রকারের বর্ধনশীল সম্পদের উপর যাকাত ফরয

১.স্বর্ণ ২.রূপা ৩.নগদ অর্থ ৪.ব্যবসা সম্পদ ৫. যাকাতযোগ্য বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু, যথা ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, গরু, মহিষ, উট। যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় এবং এক চন্দ্র বছর অতিক্রান্ত হয়। যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে উক্ত সম্পদ কমে যায় তাহলে সে পরিমাণের যাকাত দিতে হয় না। শুধু

বছর অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখে যে পরিমাণ সম্পদ মালিকানাস্বত্বে বিদ্যমান থাকবে, তার চল্লিশ ভাগের মাত্র এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়।

উপরোক্ত সম্পদ ছাড়া অন্য যে কোন সম্পদ যত মূল্যবানই হোক না কেন যেমন, হীরা, জাওহার, মনি মুক্তা, ডায়মন্ড ইত্যাদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা না হলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৪৮ বাদায়েউস সানায়েঃ ২/৯১)

যেসব সম্পদের যাকাত নেই

ক. বিভিন্ন ধরণের অতিমূল্যবান বস্তু যথা- হীরা, মুক্তা, জাওহার, ডায়মন্ড, দামী পাথর ইত্যাদি।

স্বর্ণ, রূপা, নগদ অর্থ ও ব্যবসার পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর উপর যাকাত ফরয নয়, চাই সেটা যতই মূল্যবান হোক না কেন। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থ, মূল্যবান পাথর বা তা দ্বারা প্রস্তুকৃত, কারুকার্যকৃত দ্রব্য সামগ্রী যদিও বর্তমানে জনপ্রিয় অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু এ সব মূল্যবান প্রদার্থের উপর শরীয়তের আলোকে যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ এসব মূল্যবান সম্পদ সাধারণ মানুষের হাতে রক্ষিত থাকে না বরং বিশেষ ব্যক্তিদের হাতে সংরক্ষিত থাকে অথচ যাকাত আরোপ করা হয়েছে, সর্বস্তরের লোকের হাতে মওজুদ সম্পদের উপর। (এ বিষয়ে আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে)

ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে আছে-

وَأَمَّا الْيَوَاقِيتُ وَاللَّآلِئُ وَالْجَوَاهِرُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا. وَإِنْ كَانَتْ حُلِيًّا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.

অর্থঃ ইয়াকুত পাথর, মনি মুক্তা জাওহার এর উপর যাকাত নেই যদিও তা অলংকার আকৃতিতে ব্যবহৃত হোক না কেন। হাঁ, ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হলে যাকাত আরোপিত হবে। (হিন্দিয়াঃ ১/১৮০)

খ. পরিধানের কাপড় পোষাক যা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তার উপর যাকাত নেই। চাই যত বেশি দামী হোক ও পরিমাণে যত বেশিই হোক। যেমন, হেদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে-

"وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل...زكاة"

অর্থঃ থাকার ঘর-বাড়ী, পরিধানের কাপড় এবং ঘরে ব্যবহৃত আসবাবপত্রের উপর যাকাত নেই। (হিদায়াঃ ১/১৮৬ হিন্দিয়াঃ ১/১৮০)

গ. ব্যবহারের সরঞ্জামে যাকাত নেই।

ব্যবহৃত বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত আসবাবপত্র, ফার্নিচার, দোকানে মাল রাখার যাবতীয় সামান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের ফার্নিচার, গাড়ি ইত্যাদির উপর যাকাত আরোপ হবে না। (হিন্দিয়াঃ ১/১৮০ শামীঃ ৩/১৮২)

ঘ. বসবাস বা ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট-বাড়ির যাকাত নেই।

বসবাস করা বা ভাড়া দিয়ে কেরায়া গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট ক্রয় করা হলে কিংবা নিয়ত সুস্পষ্ট ছিলো না, বরং এরূপ ছিলো যে, প্রয়োজন হলে বসবাস করবো বা ভাড়া দেবো, না হয় বিক্রি করে দিবো, এ সব সুরতে উক্ত ফ্ল্যাট-বাড়ীর মূল্যের উপর যাকাত আরোপিত হবে না। হাঁ, ভাড়ার প্রাপ্ত টাকা যাকাতের অন্তর্ভূক্ত হবে। (শামী : ৩/১৯২)

ঙ. যেসব আসবাবপত্র ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করা হয় তার উপর যাকাত নেই।

যেসব মাইক, ডেকোরেশনের আসবাব, শামিয়ানা রেন্ট-একার, ফার্নিচার ভাড়ায় খাটানোর উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, সেসব সামানের মূল্যমানের উপর যাকাত আরোপিত হবে না। অবশ্য, ভাড়া বাবত প্রাপ্ত টাকার উপর যাকাত আরোপিত হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়াঃ ১/১৮০ ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ২/২৯)

চ. একাধিক গাড়ি-বাড়ী, ফ্ল্যাটের উপর যাকাত নেই।
কারো মালিকানায় একাধিক গাড়ি-বাড়ী রয়েছে যা ব্যবহার করে থাকে বা ভাড়া দিয়ে টাকা উপার্জনের উদ্দেশ্য থাকে, এমতাবস্থায় এগুলির মূল্যমানের উপর যাকাত ফরয হবে না। (হিন্দিয়া: ১/১৮০ ফিকহী মাকালাত: ৩/১৭১)

ছ. শিল্প কাখানার মেশিনারীর উপর যাকাত নেই।
পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, বিভিন্ন মিল-কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অতিমূল্যবান মেশিনপত্র যাকাতযোগ্য সম্পদ না হওয়ায় তার উপর যাকাত আরোপ হবে না। সুতরাং কিছু কিছু গবেষকের মতে মেশিনের মূল্যের উপরও যাকাত আসবে মর্মে যেমত ব্যক্ত করা হয়ে থাকে মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। (শামী: ৩/১৮৩)

(ولا في ثياب البدن) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة ، غير أن الأهل له أخذ الزكاة ، وإن ساوت نصبا ، إلا أن تكون غير فقه وحديث وتفسير ، أو تزيد على نسختين منها هو المختار : وكذلك آلات المحترفين. (ردالمحتار: ١٨٣/٣)

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত কারা

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনি যাকাতের অর্থ কাকে দিবেন? কোন শ্রেণীর লোকজন যাকাত খেতে পারবে? কাদেরকে যাকাত দিলে আপনার যাকাত আদায় হবে? এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে-

সম্পদের মালিক হওয়ার দিক থেকে মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত

প্রথম প্রকারের মানুষ: যারা এত বেশি সম্পদের মালিক যে, বড় নিসাব পরিমাণ অর্থের অধিকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তির মালিকানায় তার নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত যাকাতযোগ্য সম্পদ তথা স্বর্ণ, রূপা, নগদ অর্থ, ব্যবসায়িকপণ্য এর মূল্যমান (৫২½) ষাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্য হয় তাকে বড় নিসাবের মালিক ধরা হয় এবং বছরান্তে তার উপর যাকাত দেয়া ফরয এবং কুরবানী, ফিতরা ইত্যাদিও তার উপর ওয়াজিব। (তানভীরুল আবসার ৩/১৭৪-১৭৯)

(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك ، خرج مال المكاتب . أقول : إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطلق ينصرف للكامل، ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ، ولو كفالة أو مؤجلا ، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا ، بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب ، ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج وكفارة (و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول بها كالمعدوم وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديرا كدينه (نام ولو تقديرا) [الدرالمختار: ٣/١٧٤-٧٩]

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে: যারা ছোট নিসাবের মালিক অর্থাৎ যেসব লোক তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অতিরিক্ত এ পরিমাণ সম্পদের মালিক যা নিসাবসম হয়, তবে অতিরিক্ত সম্পদগুলি যাকাতযোগ্য নয়, কিংবা আংশিক যাকাতযোগ্য অবশিষ্ট সম্পদ যাকাতযোগ্য নয়। তবে সব মিলে নিসাব পূর্ণ হয়। এসব লোকের উপর যাকাত দেয়া ফরয নয়। কিন্তু যাকাত গ্রহণ করাও তাদের জন্য বৈধ নয়। কেউ তাদেরকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না। তবে তাদের উপর হজ ফরয হতে পারে, কুরবানী, সদকায়ে ফিতর দেয়াও ওয়াজিব হবে। (শামী ৩/২৮৪)

والحاصل أن النصاب قسمان: موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين وغير موجب لها وهو غيره، فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذها، وإلا حرمه وأوجب غيرها من صدقة الفطر والاضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر.
(ردالمحتار: ٣/٢٨٤)

তৃতীয় প্রকারের মানুষ: যাদের মালিকানায় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অতিরিক্ত কোন সম্পদ নেই বা কিছু থাকলেও তার নিসাব পরিমাণ মূল্য নেই। কিংবা তার প্রয়োজন পূরণ করার মতো সম্পদ নেই। এ জাতীয় লোক যাকাত দেয়ার তো প্রশ্নেই নেই। তবে যাকাত কেউ তাদেরকে দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং তারাও তা গ্রহণ করতে পারবে। অবশ্য তাদের জন্য ভিক্ষা বা সাওয়াল করা বৈধ নয়। এদেরকে ফকীর বলা যেতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে, যারা এক দিন এক রাত পর্যন্ত নিজের বা পরিবারের খরচ বহন করার মত সামর্থ নেই। এক কথায় কিছুই নেই বললে চলে। এমন লোক ভিক্ষা/সাওয়াল করতে পারবে। তাদেরকে মিসকীন বলা যায়। এরা যাকাত পাওয়ার বেশি হকদার। (শামী ৩/২৮-৮৪)

باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر ، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شئ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة (ومسكين من شئ له) على المذهب، لقوله تعالى: * (أو مسكينا ذا متربة) * (البلد:) وآية السفينة للترحم (وعامل) عم الساعي والعاشر (فيعطي) ولو

غنيا لا هاشميا، لانه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية، والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل. بحر عن البدائع. (الدر المختار: ٢٨٣/٣-٨٤)

উপরোক্ত চার শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মানুষ যাকাত দিতে হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ যাকাত খেতে পারবে। দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ যাকাত দিবেও না যাকাত খেতেও পারবে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি দৃষ্টান্ত বুঝে নেয়া প্রয়োজন, কারণ বর্তমান যুগে অনেক মানুষ ২য় শ্রেণীর লোকদেরকে যাকাত দিয়ে ফেলে আর তারাও যাকাত গ্রহণ করে নেয়। অথচ এদেরকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না। যেমন এক ব্যক্তির নিকট এতটুকু জমি আছে, যদ্বারা পরিবারের প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর আরো কিছু অতিরিক্ত থাকে, যার মূল্য ধরলে ষাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ পৌঁছে যায় অথচ এ জমি যাকাতযোগ্য নয়। বা তার কয়েকটি বাড়ি বা দোকান আছে যার ভাড়া দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন পূরণ হয়ে আরো অতিরিক্ত দোকান, বাড়ি অবশিষ্ট রয়েছে, যার ভাড়ার টাকা পরিবারের প্রয়োজন নির্বাহের অতিরিক্ত, অথবা ঘর বোঝাই আসবাবপত্র বে-হিসাব বস্ত্রাদি রয়েছে এর মধ্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বস্ত্রাদি ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আসবাবপত্র ও কাপড়ের মূল্য নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অথচ এগুলি যাকাতযোগ্য সম্পদ নয়। তাহলে এর উপর যাকাত দেয়া ফরয তো নয়, তবে অতিরিক্ত জমি আসবাবপত্র ইত্যাদির মূল্য দিয়ে হজ্ব করা সম্ভব হলে তার উপর হজ্ব করা, কুরবানী, সদকা ফিতির ওয়াজিব। অথচ আজকের সমাজে এ জাতীয় লোকদেরকে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত মনে করা হয় এবং তারাও তা গ্রহণ করে যা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং যাকাতের টাকা নষ্ট করার নামান্তর।
উল্লেখ্য, কুরআনুল কারীমে যাকাত যাচাই-বাচাই করে সঠিক খাতে প্রদান করতে নির্দের্শ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে যারা যাকাত দেয় তারা যাকাত ফেলে দেয়, আদায় করে না। কারণ, তাদের ধারণা যাকাত দেয়ার ক্ষমতা যারা রাখে না তারাই গরীব, যে কোন গরীবকে দিলেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আসলে কারা যাকাত খেতে পারবে এদের মধ্যে কারা

উত্তম এসব দিক বিবেচনা করেই যাকাত প্রদান করা উচিত। তাই কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্টভাবে যাকাত দেয়ার খাত ঘোষণা করেছেন।
ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورة التوبة ٦٠)

অর্থ: যাকাত হলো কেবল, ১.ফকীর ২.মিসকীন ৩.যাকাত উসূলকারী ৪. মুয়াল্লাফাতুল কুলূব তথা কারো মনোরঞ্জনের লক্ষ্যে দেয়া ৫.দাসমুক্তি ৬.ঋণগ্রস্থ ৭.আল্লাহর পথে জিহাদকারী ৮.মুসাফির। এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। (সূরা তাওবা আয়াত ৬০)

উপরোক্ত আয়াতে যাকাতের খাত হিসাবে আট শ্রেণীর মানুষের বিবরণ এসেছে। যে কোন শ্রেণীর সবাইকে কিছু কিছু দিলে যাকাত আদায় হবে, এর বাইরে কাউকে দেয়া যাবে না। কুরআনুল কারীমে প্রদত্ত যাকাত খাতের আট শ্রেণীর বিস্তারিত বিবরণ এখানে তুলে ধরার তেমন প্রয়োজন মনে করছি না। এ সংক্ষিপ্ত রচনায় শুধু যেটুকু বলা আবশ্যক মনে করছি তা হলো:
যাকাতের অর্থ হকদারকে পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দিতে হবে।

শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো, যাকাতের অর্থ কেবল তাদেরকেই দেয়া বৈধ, যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। ছোট নিসাবও না আর বড় নিসাবের মালিককে তো দেয়ার প্রশ্নই আসে না। (পূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে)
এক কথায়, যাকাত ঐ ব্যক্তি পাবে যার মালিকানায়, নিজ ও নিজের পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে কোন আসবাবপত্র বা নগদ অর্থ (চাই তা যাকাতযোগ্য হোক বা যাকাত বহির্ভূত সম্পদ হোক) এ পরিমাণ নেই যার মূল্য ধরা হলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমপরিমাণ হয়।
এমন লোককে পূর্ণ মালিক বানিয়ে দিতে হবে, সে যেন স্বাধীনভাবে ঐ অর্থ দিয়ে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। তাই যাকাত খাতের আট শ্রেণীর মূলকথা হচ্ছে, যাকাতের একমাত্র হকদার হচ্ছে দরিদ্র, অসহায় ও দুর্বল জনগোষ্ঠী।

তাই তাদের হাতে পৌঁছিয়ে দিলে তাদের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেই যাকাত আদায় হবে, অন্যথায় নয়।

যাকাত খাতের আট শ্রেণীর সামান্য ব্যাখ্যা:

প্রথম ও দ্বিতীয় খাত-ফকীর মিসকীন

যার মালিকানায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ কোন প্রকারের সম্পদ নেই। আল্লামা শামী রহ. বলেন-

(هُوَ فَقِيرٌ، وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ) أَيْ دُونَ نِصَابٍ أَوْ قَدْرُ نِصَابٍ غَيْرِ نَامٍ مُسْتَغْرِقٍ فِي الْحَاجَةِ (وَمِسْكِينٌ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ) (رد المحتار ٣٣٩/٢)

অর্থাৎ যার কাছে কোনো প্রকারের নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই তাকে ফকীর বলে, আর যার কাছে কিছুই নেই তাকে মিসকীন বলে। (শামী: ২/৩৩৯)

ফকীর মিসকীন কিভাবে সাব্যস্ত করা যাবে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু বলতে কি বুঝায়?

যে কোনো ব্যবহারযোগ্য সামানপত্র যা কোনো বছর দু'এক বারের বেশি ব্যবহার হয় না, আর কোনো বছর একেবারেই ব্যবহার করা হয় না। এমন কাপড়, শাড়ী ঘরের আসবাব প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে শরীয়ত গণ্য করে। যার এ ধরণের সামানের মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যপরিমাণ হয়, সে ছোট নিসাবের মালিক, তাই যাকাত খেতে পারবে না। তেমনিভাবে অনেক মা-বোনদের অলংকার থাকে, যদিও তা স্বর্ণ-রূপার নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে না, কিন্তু অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় সম্পদসহ হিসাব করলে দেখা যায় সব মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার বাজারমূল্য পরিমাণ পৌঁছে যায়, এমন মহিলাও নিসাবের মালিক, তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

মূল্যবান কার্পেট, ডেগ-পাতিল, সামিয়ানা, শো-কেছে রাখা বহু দামী প্লেট, পেয়ালা, ডিনারসেট বা অন্যান্য সরঞ্জাম যা মাঝে মধ্যে উৎসবে ব্যবহার হয়, উৎসব ছাড়া কখনো ব্যবহার হয় না, কাজেও লাগে না। তাহলে এগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এগুলোর মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে সে যাকাত খেতে পারবে না, এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়াও বৈধ হবে না।

থাকার ঘর, পরিধানের কাপড়, বাসা-বাড়ির আসবাবপত্র, শো-কেছে রাখা ডিনারসেট বা অন্যান্য যে কোনো বস্তু যা বছরের অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এগুলো প্রয়োজনীয় মালামাল হিসাবে গণ্য, এগুলোর দ্বারা নিসাবের মালিক হবে না। তাকে যাকাত দেয়া যাবে, অন্য কোনো অতিরিক্ত মাল না থাকলে।

একাধিক বাড়ি, গাড়ি, কম্পিউটার, মোবাইল, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয় বিধায় তা প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত। এর ব্যতিক্রম হলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। (ফাতওয়া উসমানী: ২/৫১)

শিক্ষিত মানুষের পাঠ্য কিতাব, বই-পুস্তক, কারিগরদের যন্ত্রপাতি মেশিন-হাতিয়ার প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত, চাই যতই মূল্যবান হোক, যাকাতের নিসাবে হিসাব করা যাবে না।

শরীয়ত বিরোধী বিনোদনমূলক যন্ত্রপাতি টিভি, সিডি ইত্যাদি শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, এগুলির মূল্য নির্ধারণ করে নিসাবের অন্তর্ভূক্ত করা হবে। সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ হলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। (ফিকহী মাকালাত: ৩/১৬৭)

كذا كتب العلم ان كان من اهله. (الهندية: ١٧٢/١)

যাকাতের তৃতীয় খাত, যাকাত সদকা উসুলকারী

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক জনগণ থেকে ওশর, যাকাত উসুল করার জন্য লোক নিয়োজিত ছিলো। এদের বেতন-ভাতা ইসলামী সরকারের দায়িত্বে ছিলো। তাদের পারিশ্রমিক যাকাত তহবীল থেকে দেয়া হতো। এ একটি খাত ছাড়া আর কোনো খাতে পারিশ্রমিক হিসাবে যাকাতের অর্থ দেয়া বৈধ নয়। বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র না থাকায় এ খাতের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে, তাই এর আলোচনা দির্ঘায়িত করা নিঃপ্রয়োজন। (শামী: ৩/২৮৪)

(وعامل) يعم الساعي والعاشر (فيعطى) ولو غنيا لا هاشميا لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل بحر عن البدائع : وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب

العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه كذا ذكره المصنف (بقدر عمله).
[الدر المختار: ٢٨٤/٣]

যাকাতের চতুর্থ খাত 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব'

দুর্বল মুসলমান ও কাফেরদেরকে চিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাতের টাকা প্রদান করা হতো, যাতে তাদের ঈমান মজবুত হয় বা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অথবা তাদের ক্ষতি থেকে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পায়। এ খাতটি ইসলামের প্রথম যুগে ছিলো। ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি এবং কাফেরদের ক্ষতির আশঙ্কা কমে যাওয়ায় এ খাত বলবৎ রাখার বিশেষ প্রয়োজন থাকেনি, বিধায় এ খাতটি রহিত হয়ে যায়। এখন আর কোনো কাফেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। কোনো মুসলমানকে শুধু তার মন জয় করার উদ্দেশ্যে যাকাত দেয়া বৈধ নয়। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন:৪/১৭১, শামী: ৩/২৮৮)

فلا تدفع إلى من كان من المؤلفة كافرا أو غنيا وتدفع إلى من كان منهم مسلما فقيرا بوصف الفقر لا لكونه من المؤلفة فالنسخ للعموم أو لخصوص الجهة. (رد المحتار: ٢٨٨/٣)

যাকাতের পঞ্চম খাত 'রিকাব'

দাসমুক্তির জন্য যাকাত প্রদান করা। কারণ, দাস কোনো সম্পদের মালিক হয় না, তাই সে মিসকীন, তাকে যাকাতের অর্থ দিয়ে মুক্ত করা যাবে। (বাদায়েউস সানায়ে: ২/১৫৩, হিন্দিয়া ১/১৮৮)

(ومنها الرقاب) هم المكاتبون ويعاونون في فك رقابهم (الفتاوي الهندية: ١٨٨/١)

যাকাতের ষষ্ঠ খাত 'গারেমীন'

ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তি, যার কাছে ঋণ পরিশোধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, ঋণ কোনো বৈধ কাজের জন্য হতে হবে। কেননা, ঋণের অর্থ কোনো পাপ কাজে ব্যায় করা যায় না। যে ঋণ নিয়ে অবৈধ-পাপের কাজে

ব্যায় করেছে, এমন ঋণগ্রস্থকে যাকাত দেয়া যাবে না। (ফাতওয়া হিন্দিয়া: ১/১৮৮ বাদায়েউস সানায়ে: ২/১৫৩, হিন্দিয়া ১/১৮৮)

(ومنها الغارم) ، وهو من لزمه دين ، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين . (الفتاوي الهندية: ١٨٨/١)

যাকাতের সপ্তম খাত 'ফী-সাবীলিল্লাহ'

এর দ্বারা দুই শ্রেণীর মানুষ উদ্দেশ্য

১. ওই মুজাহিদ যে জিহাদের মত পবিত্র ইবাদত পালন করতে ইচ্ছুক, শারীরিক দিক দিয়ে সক্ষম, কিন্তু গরীব-ফকীর হওয়ায় জিহাদের অস্ত্র-উপকরণ ক্রয় করার সামর্থ নেই।
২. এমন লোক যার উপর হজ্ব যে কোনো কারণে ফরয হয়ে আছে, বর্তমানে সে ফরযটি আদায় করার সামর্থ নেই, কারণ সে ফকীর। এ দুই ধরণের লোককে এখানে 'ফী-সাবীলিল্লাহ' বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, হজব্রতী ও মুজাহিদগণ ছাড়া 'ফীসাবীলিল্লাহ' এর ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ সব ব্যক্তিও এর অন্তর্ভূক্ত, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে কোনো নেক কাজ/ইবাদত করতে আগ্রহী, কিন্তু তা সম্পাদন করতে যে অর্থের প্রয়োজন গরীব হওয়ার কারণে উক্ত অর্থ যোগান দিতে পারছে না। যেমন, ইলমে দ্বীন শিখতে ইচ্ছুক কিন্তু অর্থের অভাবে পারে না। তাই এমন ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দিয়ে নেক কাজে সহযোগিতা করতে পারবে।

মূলকথা: টাকা-পয়সা নেই এমন ফকীরকে অসহায় হওয়ার কারণে যাকাত দেয়া যাবে। কারণ ফকীর তো যাকাতের প্রথম শ্রেণীর হকদার। কিন্তু এ ফকীর হওয়ার পাশাপাশি এ অর্থ দিয়ে সৎকাজ/ইবাদত করতে চায়, এটা আরো প্রশংসনীয়। এর দ্বারা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ বলে যদি কেউ উক্তি করে, তা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা ও কুরআনের অপব্যাখ্যা। সকলে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন: ৪/১৭৬ বাদায়েউস সানায়ে: ২/১৫৪ শামী: ৩/২৮৯)

(وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة) وقيل الحاج وقيل طلبة العلم. (الدرالمختار: ٣/٢٨٩)

যাকাতের অষ্টম খাত ‘ইবনুস সাবীল’

অথাৎ ওই সকল মুসাফির বা পথিক যার কাছে অর্থ সম্পদ না থাকায় জীবনতিপাত কষ্টকর হয়ে পড়েছে, যদিও স্বদেশে তার টাকা-পয়সা রয়েছে। এমন মুসাফিরকে সফরের প্রয়োজনাদি মিটাতে পারে মত যাকাতের অর্থ দেয়া যায়।

(ومنها ابن السبيل)، وهو الغريب المنقطع عن ماله كذا في البدائع. (الفتاوي الهندية: ١/١٨٨)

উপরোক্ত আটটি খাতের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে প্রমাণ মিলে যে, ‘মুআল্লাফাতুল কুলূব’ ইসলামের প্রথম যুগেই রহিত হয়ে গেছে। আরেকটি খাত ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাত-ওশর উসুলকারী। যা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত। অবশিষ্ট ছয়টি খাত ফকীর মিসকীন বা তার স্থলাভিষিক্ত। এ কারণে বলা যায়, বর্তমানে এক মাত্র গরীব, ফকীর ছাড়া যাকাত প্রদানের অন্য কোনো খাত নেই। আর তাদেরকে পূর্ণ মালিক বানিয়ে দিলেই যাকাত আদায় হবে, অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না।

এ বিষয়ে কয়েকটি জরুরী মাসআলা পেশ করা হলো

আত্মীয়-স্বজনদেরকে যাকাত দেয়া সর্বোত্তম

যাদের কাছে যাকাতের টাকা আছে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে, প্রকৃত হকদার অনুসন্ধান করে যথাস্থানে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। যারা এই অর্থ প্রাপ্তির উপযুক্ত তাদের একটি তালিকা চূড়ান্ত করে নেয়া উত্তম। অত:পর তালিকা মোতাবেক তাদের কাছে যাকাতরে অর্থ পৌঁছানোর কাজে উদ্যোগী এবং নিজ মহল্লা, পাড়া-প্রতিবেশী, আপনজন, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যারা যাকাতের হকদার তাদেরকে যাকাত প্রদান করা, যাকাতদাতার অন্যতম একটি দায়িত্ব। গরীব আলেম-ওলামা, মাদরাসার ছাত্র, এতিম ছেলে, এদের উপর যাকাতের অর্থ ব্যয় করা অধিক সাওয়াবের কারণ।

তবে এদের মাঝে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া সর্বোত্তম। কেননা, এতে যাকাত দেয়ার সাওয়াব তো আছেই, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার জন্য রয়েছে অতিরিক্ত সাওয়াব।

والأفضل في الزكاة والفطر والنذر الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو قريته. (الفتاوي الهندية: ١/١٩٠)

দু’প্রকারের আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া নিষেধ

আত্মীয়তার দু’টি সর্ম্পক এমন রয়েছে, যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। যাকাত দিলে আদায় হবে না।

১. জন্ম সূত্রের সম্পর্ক: যেমন পিতা-সন্তান একে অপরকে যাকাত দিতে পারবে না। তেমনিভাবে দাদা-দাদী, নানা-নানি তথা দাতার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সকল উধর্ক্ষতন নারী-পুরুষকে, যাদের সাথে দাতার রক্তের সর্ম্পক রয়েছে, তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। এমনিভাবে স্বীয় ঔরশজাত ছেলে, নাতি-নাতনী, পরনাতি-পরনাতনী তথা নিজের অধ:স্তন সকল নারী-পুরুষকে, যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এবং স্বীয় ঔরসজাত কন্যা, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, পরদৌহিত্র-পরদৌহিত্রী এদের কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না। দিলে আদায় হবে না, তা পূনরায় আদায় করতে হবে। (বাহরুর রায়েক: ২/৪২৫ শামী: ২/৩৪৬)

(قوله وأصله، وإن علا وفرعه، وإن سفل) بالجر أي لا يجوز الدفع إلى أبيه وجده، وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده، وإن سفل. (البحر الرائق: ٢/٤٢٥)

২. বৈবাহিক সম্পর্ক: স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যাকাতের অর্থ দিতে পারবে না। দিলে আদায় হবে না তা পূনরায় আদায় করতে হবে। (শামী: ৩/২৯৪, হিন্দিয়া: ১/১৮৯)

ولا يدفع إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة. ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (الفتاوي الهندية: ١٨٩/١)

অবশিষ্ট সকল আত্মীয় স্বজনকে যাকাত প্রদান বৈধ বরং উত্তম

যাদের আলোচনা হয়েছে এরা ব্যতীত সকল প্রকার আত্মীয়দের যাকাত দেয়া জায়েয। এদের মধ্যে ভাই-বোন, চাচা-চাচী, খালা, ফুফু এবং মামাকে যাকাত দেয়া সর্বোত্তম। সুতরাং সহোদর ভাই-বোন, বৈমাত্রীয় ভাই-বোন, বৈপিত্রীয় ভাই-বোন, ও দুধ ভাই-বোনদের যাকাত দেয়া বৈধ। অনুরূপভাবে তাদের সন্তান, সন্তানদের সন্তানকেও যাকাত দেয়া জায়েয। সহোদর চাচা, ফুফু এবং তাদের সন্তনদেরকে, মামা, খালা এবং তাদের সন্তানদেরকে, সৎ মা, সৎ বাবা এবং তাদের সন্তানদেরকে, নিজ জামাতা ও নিজ পুত্রবধূকে, স্ত্রীর অন্য পক্ষের সন্তানদেরকে, স্বামীর অন্যান্য সন্তান যারা অন্য স্ত্রী থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে যাকাত দিতে কোন সমস্যা নেই। (শামী: ৩/২৯৩)

وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة .(رد المحتار: ٢٩٣/٣)

এতিম বিধবাদের যাকাত দেয়ার বিধান

এতিমকে সাহায্য করার চেয়ে পূণ্যময় কাজ আর কি হতে পারে ? কিন্তু সে ধনী হলে তথা নিসাবের মালিক থাকলে তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। কারণ যাকাতের হকদার হওয়ার জন্য তার সম্পদ ছোট নিসাবেরও কম হওয়া শর্ত। কিন্তু যাকাতের হকদার না হলে, শুধুমাত্র এতিম হওয়ার অজুহাতে সে যাকাতের হকদার সাব্যস্ত হবে না। বিধবার ক্ষেত্রেও একই বিধান। কারণ বিধবাকে সাহায্য করা সৌভাগ্যের কাজ, কিন্তু হকদার না হলেও শুধু বিধবা হওয়ার অজুহাতে সে যাকাতের হকদার সাব্যস্ত হয় না। তাই যদি কোনো বিধবা ছোট নিসাবেরও মালিক হয়, তাহলে তাকে যাকাত প্রদান করা বৈধ হবে না। ছোট নিসাব আর বড় নিসাবের বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে । (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম: ৬/২৮২)

মাদরাসা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাকাত দেয়ার গুরুত্ব

আমাদের দেশে সরকারি, আধা-সরকারি, প্রাইভেট এমন কিছু মাদরাসা আছে, যেখানে সঠিক তরীকায় শরীয়ত নির্দেশিত ও নির্ধারিত হকদারদের মাঝে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার কোনো ব্যবস্থাপনা নেই। যেমন ছাত্রদের ভরণ-পোষণ দেয়া হয় না অথবা পূর্ণ বেতন দিয়েই মাদরাসা চলে। ছাত্রদের উপর যাকাতের অর্থ ব্যয় হয় না কিংবা সব ছাত্র বিত্তবান, ধনী, যাদের জন্য যাকাতের টাকা গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এ জাতীয় কোন মাদরাসা বা প্রতিষ্ঠানে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মাদরাসা বিশেষ করে কাওমী মাদরাসা, যেখানে সরকারী অনুদান নেই বরং জনগণের অর্থে পরিচালিত এবং জনগণের খেদমতে নিয়োজিত। এসব মাদরাসার ছাত্ররা প্রায় গরীব অথবা পিতা ধনী কিন্তু ছাত্র গরীব, এরা যাকাতের হকদার। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণত প্রকৃত গরীব হকদারদের মাঝে যাকাতের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করার সুব্যবস্থা রয়েছে। এমন প্রতিষ্ঠানে যাকাতের অর্থ প্রদান অধিক সাওয়াবের কারণ। কেননা সাধারণ দরিদ্ররা যাকাতের হকদার হতে পারলে, কুরআন শিক্ষায় নিয়োজিত মাদরাসার গরীব ছাত্ররা হকদার হওয়ার অধিকযোগ্য। এদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে, যাকাত আদায় করার পাশাপাশি দ্বীনি কাজে সহযোগিতা ও কুরআন শিক্ষার প্রচার প্রসার এবং সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে। এসব গরীব মাদরাসার ছাত্রদের ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ [البقرة: ٢٧٣]

অর্থাৎ তোমরা ওদের আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে এসো, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র বিচরণ করতে পারছে না। অজ্ঞলোকেরা তাদেরকে অভাবী মনে করে। (সূরা বাকারা ২৭৩)

এ সব মাদরাসার ছাত্ররা নেককার, নামাযী, কুরআন-হাদীস নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত, কুরআন তিলাওয়াতে নিয়োজিত।

রাসূল স. ইরশাদ করেন-

لَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، (شعب الايمان :١٢/١٧)

অর্থাৎ তোমার খানা যেন নেককার লোকই খায়, অন্য কেউ না খায়। (শুয়াবুল ঈমান:১২/১৭)

রাসূল স. আরো বলেন, আল্লাহ পাক-পবিত্র সত্তা তুমিও পাক-পবিত্র খাদ্য আহরণ করবে এবং পবিত্র মানুষকে খানা খাওয়াবে। এসব কারণে ইমাম গাযালী রহ. বলেন, যাকাত এমন দ্বীনদার লোককে তালাশ করে দাও, যে দুনিয়ার ব্যবসা ছেড়ে পরকালের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. আজীবন গরীব, আলেম ও তালিবে ইলমদেরকে যাকাতের অর্থ বিলাতেন, আর বলতেন যে, নবুওয়াতের পর আলেমদের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী আমি কাউকে পাইনি। সুতরাং যে সব দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসায় যাকাতের অর্থ সঠিকভাবে যথাস্থানে ব্যয় করা হয়, নির্দ্বিধায় যাকাতের অর্থ তাদেরকে দেয়া অধিক সাওয়াবের কারণ। (রহীমিয়া : ৮/২৩০)

নাবালেগকে যাকাত দেয়ার বিধান

যে নাবালেগ বাচ্চার পিতা সম্পদশালী, নিসাবের মালিক তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। হাঁ, পিতা যদি গরীব হয় তার নাবালেগ সন্তানকে যাকাত দিলে তা বৈধ হবে। সন্তান যদি বালেগ হয় এবং নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয় তার পিতা ধনী-সম্পদশালী হলেও তাকে যাকাত দেয়া বৈধ হবে। অনুরূপ নাবালেগ দরিদ্র সন্তানের মা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও সন্তানকে যাকাত দেয়া বৈধ হবে। কেননা সন্তানের খোর-পোষের দায়িত্ব মায়ের উপর ওয়াজিব নয়, পিতার উপর ওয়াজিব।

সুতরাং বর্তমানে বিভিন্ন মাদরাসাগুলোতে বালেগ, বয়স্ক ছাত্র যারা নিজেরা দরিদ্র, যদিও পিতা-মাতা ধনী, তারা যাকাত ভোগ করতে পারবে। যাকাতের অর্থ তাদের উপর ব্যয় করা বৈধ। (শামী: ৩/২৯৮, কাযী খান: ১/২৬৬)

ولايجوز الي صغير والده غني فإن كان الإبن كبير اجاز. (الفتاوي قاضيخان: ٢٦٦/١)

ধনীব্যক্তির দরিদ্র পিতা-মাতাকে যাকাত দেয়া

সম্পদশালী সন্তানের পিতা-মাতা যদি দরিদ্র হয়, তাদেরকে যাকাত প্রদান জায়েয। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। অনুরূপভাবে ধনী পিতার দরিদ্র বালেগ সন্তানকে যাকাত দেয়া বৈধ। তবে যদি সন্তান নাবালেগ কিন্তু পিতা ধনী হয়, তাহলে যাকাত দেয়া বৈধ হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে: ২/১৫৮, শামী: ৩/২৯৮)

ويجوز صرفها إلى الأب المعسر ، وإن كان ابنه موسرا كذا في شرح الطحاوي
(الفتاوي الهندية: ١٨٩/١).

নিজ কর্মচারীকে যাকাত দেয়ার বিধান

ঘরের কর্মচারী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চাকর-কর্মচারী, ড্রাইভার, কাজের বুয়া যদি তারা দরিদ্র হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ। তবে বেতন-ভাতা হিসাবে নয়; বরং তার অতিরিক্ত। কারণ পারিশ্রমিক হিসাবে যাকাত দেয়া হলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাতের অর্থ বিনিময় হিসাবে দেয়া যায় না। (ফাতাওয়া উসমানী: ২/১৩৬)

অমুসলিমকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়

অমুসলিমদেরকে দান সদকা সহযোগিতা করা শরীয়তে বৈধ। তবে যাকাতের অর্থ অমুসলিমকে দেয়া যায় না।
রাসূল স. ইরশাদ করেন-

تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ» (مصنف ابن ابي شيبة: ١٠٤/٢)

অর্থাৎ সকল ধর্মের লোদেরকে তোমরা দান সদকা করো। কিন্তু যাকাতের ব্যাপারে বলেন-

أن الله قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم.
[سبل السلام: ١٢٠/٢ شاملة]

অর্থাৎ যাকাত মুসলমান সম্পদশালীদের থেকে নিবে এবং শুধু মুসলমান দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করবে। সুতরাং কোন অমুসলিম তথা হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, কাদিয়ানী, কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না। দিলে যাকাত আদায় হবে না, পূনরায় আদায় করতে হবে। (সুবুলাস সালাম ২/১২০)
মওসুয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে-

فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ,لِحَدِيثِ مُعَاذٍ رضي الله عنه : {خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ } ..[الموسوعة الفقهية الكويتية: ١٩٠/٣٣ شاملة]

যাকাতের নিয়তে প্রাপ্য ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হয় না

যাকাত ভোগের উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাওনা টাকা যা পরিশোধ করার সামর্থ তার নেই বা সামর্থ থাকলেও দিচ্ছে না, এমন প্রাপ্য ঋণ যাকাতের নিয়তে মাফ করে দিলে ওই পরিমাণ যাকাত আদায় হবে না।
পক্ষান্তরে যাকাতের নিয়তে সে পরিমাণ অর্থ বিনা শর্তে তাকে হস্তগত করে দিয়ে তার থেকে উক্ত টাকা প্রাপ্য ঋণ স্বরূপ পূনরায় উসূল করে নিলে তা জায়েয হবে। এর দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং ঋণও পরিশোধ হয়ে যাবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/৭১)

যাকাতের অর্থে মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা ও হাসপাতাল নির্মাণ

যাকাত আদায়ের পূর্ব শর্ত হচ্ছে, হকদারকে মালিক বানিয়ে দেয়া। এ কারণে যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, হাসপাতাল বা স্কুল নির্মাণ করলে যাকাত আদায় হবে না। কারণ এগুলোর উপর দরিদ্র, গরীব, যাকাতের হকদারদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয় না। হাঁ, কোন যাকাতের হকদারকে যাকাতের অর্থের পূর্ণ মালিক বানিয়ে দিলে, সে যদি স্বেচ্ছায় ঐ অর্থ মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানার নির্মাণ কাজে দান করে তা অবশ্য বৈধ হবে। (শামী: ৩/২৯০)

وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد ، وتمامه في حيل الأشباه ((ردالمحتار:٢٩٠/٣)

যাকাতের অর্থে গরীবদের জন্য ঘর নির্মাণ

যাকাতের অর্থে ঘর, ফ্ল্যাট, নির্মাণ করে যাকাতের হকদারদের থাকতে দেয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। কারণ, যাকাত আদায়ের শর্ত হলো, পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়া। সুতরাং প্রত্যেককে যদি বাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি দলীলের মাধ্যমে মালিক বানিয়ে দেয় এবং এ ব্যাপারে তাদের উপর কারো কোন হস্তক্ষেপ না থাকে, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় আদায় হবে না। (শামী: ৩/২৯০ রহীমিয়া: ৫/১৫১ ফিকহী মাকালাত: ৩/১৫৪)

ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره ، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن (ردالمحتار:٢٩٠/٣)

যাকাতের অর্থে জনকল্যাণমূলক কাজ করা বৈধ নয়

জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন, পুল নির্মাণ, কূপ খনন, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, সড়ক নির্মাণ, লাশ দাফন ইত্যাদি দ্বারা যদিও গরীবরা বেশি উপকৃত হয়, কিন্তু এ সব বস্তুতে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিধায়, এর দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। আর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতিত যাকাত আদায়ের কোন সুযোগ নেই।

ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যাকাত প্রদান

আজ কাল বহু হাসপাতালে যাকাতের অর্থ প্রদান করার প্রচলন দেখা যাচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যদি উক্ত টাকা যাকাতভোগী গরীব রোগীকে

মালিক বনিয়ে দেয়, যেমনঃ নগদ অর্থ, ঔষধ বা অন্য কোন সামগ্রী ক্রয় করে মালিক বানিয়ে দেয়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। গরীব রোগী যদি উকালাতনামা ফরম পূরণ করার মাধ্যমে হাসপাতালের এম.ডি কে তার চিকিৎসার ব্যয়ভার যাকাতের অর্থ হতে পরিশোধ করার অনুমতি দেয়, তাহলে রোগীর পরিশোধিত চিকিৎসার বিল যাকাত থেকে প্রদান করা বৈধ হবে এবং যাকাতও আদায় হয়ে যাবে। (শামী : ৩/২৯১)

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাকাত আদায় সংক্রান্ত মাসাইল

সকল ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা।
ইরশাদ হচ্ছে-

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

আসমান যমিনে যা কিছু আছে, সব কিছুর মালিকানা এক মাত্র আল্লাহর।
(সূরা বাকারা: ২৫৬)

তাই মানব জাতির হস্তগত সম্পদে সবচেয়ে বড় হক আল্লাহ তায়ালার। সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করার ক্ষেত্রে অনুকরণ করতে হবে আল্লাহর বিধি-নিষেধের। ফলে সম্পদ হবে হালাল ও পবিত্র। আল্লাহ কতৃক ধার্যকৃত পরিমাণ সম্পদ আমাদের অর্জিত সম্পদ থেকে বের না করা হলে, পুরো সম্পদই হবে নাপাক ও হারাম। আল্লাহ যদি বলতেন যে, আমার দেয়া সম্পদ থেকে শতকরা আড়াই টাকা তুমি রাখ আর সাড়ে সাতানবক্ষই টাকা যাকাত হিসাবে প্রদান কর, তাহলে এটিও ইনসাফ পরিপন্থী হতো না। কিন্তু তিনি রহমান-রাহীম, দয়ালু, তিনি বলেছেন- মাত্র আড়াই টাকা যাকাত দাও, সাড়ে সাতানবক্ষই টাকা তোমরা ভোগ কর। এতে করে তোমাদের রক্ষিত অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হবে। আর শতকরা আড়াই টাকা প্রদানই হচ্ছে যাকাত।

আমাদের সমাজের চিত্র নিম্নরূপ:

১. অনেকে মনে করেন যে, আমার যোগ্যতায় সম্পদ অর্জন করলাম, আবার যাকাত আদায় করতে হবে কেন ? (নাউযুবিল্লাহ!) এরা যাকাত আদায় করতে রাজি নন।
২. সমাজের আরেকটি চিত্র হলো, যারা যাকাত আদায় করার খানিকটা প্রয়োজন বোধ করে, কিন্তু ভালোভাবে হিসাব করে যাকাত দেয়ার প্রয়োজন মনে করে না। অথচ আল্লাহর এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সকলের জন্য অপরিহার্য। কারণ, আদায়কৃত পরিমাণ যদি ধার্যকৃত পরিমাণ থেকে একটুও কম হয়, তাহলে অবশিষ্ট অর্থ অপবিত্রই থেকে যাবে।

এ কারণে সম্পদশালীদের কর্তব্য হচ্ছে, যাকাত আদায় করবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব করে, যাতে এক পয়সাও কম না হয়।

যাকাত আদায়ের শর্ত

১. যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক হওয়া।
২. সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়া।
৩. বছর অতিক্রান্ত হওয়া।
৪. যাকাতের নিয়তে প্রদান করা।
৫. যাকাতের উপরোক্ত খাতে প্রদান করা ও যাকাত গ্রহীতাকে পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়া।

(ومنها كون المال نصابا) فلا تجب في أقل منه...ومنها الملك التام (وشرط أدائها نية مقارنة للاداء أو لعزل ما وجب... (الفتاوي الهندية: ١/١٧٠-٧٥)

এ ছয়টি শর্ত পালিত হলে যাকাত আদায় সম্পন্ন হবে, অন্যথায় নয়। উপরোক্ত শর্তাবলীর সামান্য ব্যখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে:

নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর বছর পূর্ণ হওয়া জরুরী

এর অর্থ এ নয় যে, প্রতিটি টাকা ও সম্পদ পুরো বছর হাতে থাকতেই হবে বরং এর অর্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট তারিখে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলো, ঠিক তার এক বছরের মাথায় ওই তারিখে উক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থের মালিক থাকতে হবে। তাহলে বছর শেষের ওই তারিখে যে পরিমাণ সম্পদ তার কাছে আছে, তা-ই যাকাতের সম্পদ। উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াই টাকা হিসাব করে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। মাঝখানে যে আপ-ডাউন হয়েছে এমনকি নিসাব থেকে কমে গেলেও সেটা দেখার বিষয় নয়। বছর শেষে নির্দিষ্ট তারিখে মালিকানায় যা আছে তাই যাকাতের সম্পদ। এ নিয়ম অনুসরণ করে যাকাত দেয়া সবার জন্য সহজ।

বছর পূর্ণ/অপূর্ণ হওয়া সংক্রান্ত বিশেষ মাসআলা

বছর অতিক্রান্ত হওয়া প্রসঙ্গে দু'টি জরুরী মাসআলা :

১. বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দেয়ার বিধান কী ?

যাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থের অধিকারী ব্যক্তি যদি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করে দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে এবং যাকাতও আদায় হয়ে যাবে। কেননা, নিসাবের মালিক হলেই যাকাত ফরয হয়ে যায়। কিন্তু আদায় করা জরুরী হয় না। বছর পূর্ণ হলে কেবল আদায় করা ফরয হয়। আর যাকাত ফরয হওয়ার পর আদায় করা ফরয না হলেও আদায় করা বৈধ ও জায়েয। কিন্তু যদি কেউ এখন নিসাবের মালিকই হয়নি, ভবিষ্যতে হয়তো কিছু টাকা বা সম্পদ হস্তগত হওয়ার আশা করা যাচ্ছে, এ আশায় যদি অগ্রিম যাকাত আদায় করে, তা সঠিক হবে না। কারণ সে নিসাবের মালিক না হওয়ায় তার উপর যাকাত ফরয হয়নি। তাই আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না, বরং নফল সদকার সাওয়াব হবে। (হিন্দিয়া: ১/১৭৬ কাযীখান: ১/২৩২)

ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، ولا يجوز قبله كذا في الخلاصة.(الفتاوي الهندية: ١٧٦/١)

২. অগ্রিম যাকাত দেয়া জায়েয কী ?

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কয়েক বছরের যাকাত অগ্রিম দিয়ে দিলে তা বৈধ হবে। যদি কোনো বছর সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা যাকাত দেয়ার সময় হিসাব করা হয়নি, তাহলে এ বর্ধিত অর্থের যাকাত পৃথকভাবে প্রদান করতে হবে ।

পক্ষান্তরে অগ্রিম যাকাত আদায় করার পর যদি যাকাতের সম্পদ এমনভাবে কমে গেলো যদ্দরুন সে ব্যক্তি নিসাবের মালিকই থাকেনি, তাহলে অগ্রিম প্রদত্ত টাকা নফল সদকা গণ্য হবে এবং নফল সদকা-দানের সাওয়াবের অধিকারী হবে। যদিও যাকাতের নিয়তে প্রদান করা হয়েছিলো। (হিন্দিয়া: ১/১৭৬)

وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة. (فتاوي قاضيخان: ٢٣٢/١)

যাকাত আদায়ের নিয়ত প্রসঙ্গ

যাকাত প্রদান গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, আর ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত করা তা শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত। নিয়তের সম্পর্ক সম্পূর্ণ অন্তরের সাথে, মুখের সাথে নয়। তাই মৌখিক নিয়তের প্রয়োজন নেই। তবে অন্তরে এ নিয়ত অবশ্যই থাকতে হবে যে, আমি সম্পদের যাকাত আদায় করছি, তখনই যাকাত আদায় সহীহ হবে। নিয়ত ছাড়া যত বেশি অর্থ-সম্পদ প্রদান করা হোক, তা দ্বারা যাকাত আদায় হবে না । অবশ্য নফল সদকার সাওয়াব পাওয়া যাবে।

شرط صحة أدائها نية مقارنة للأداء. (الدر المختار: ١٨٧/٣)

নিয়ত প্রসঙ্গে কয়েকটি মাসআলা

১ নং মাসআলা: কেউ যদি যাকাত আদায়ের সময় নিয়ত করতে ভুলে যায়, তাহলে করণীয় কী ?

কোন ব্যক্তি যাকাত আদায় করার সময় যদি নিয়ত করতে ভুলে যায় তাহলে যাকাত স্বরূপ প্রদত্ত বস্তু যাকাত গ্রহিতা এখনো ব্যবহার বা ব্যয় না করে থাকলে এবং তা তার মালিকানায় তখনো বিদ্যমান থাকলে যাকাতদাতা সে মুহুর্তে যাকাতের নিয়ত করে নিলেই তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি যাকাত গ্রহিতা ওই সম্পদ ব্যয় করে ফেলে তখন নিয়ত করলেও যাকাত আদায় হবে না; বরং এ সম্পদের পূনরায় যাকাত প্রদান করা জরুরী। (হিন্দিয়া: ১/১৭০ বাহরুর রায়েক: ২/৩৮৬)

إذا دفع بلا نية ثم حضرته النية والمال قائم في يد الفقير فإنه يجزئه، وهو بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه. (البحر الرائق: ٣٦٨/٢)

২ নং মাসআলা: যাকাতের নিয়তে সম্পদ পৃথক করে রাখা হলে করণীয়

যদি কোনো ব্যক্তি যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ পৃথক করে রাখে, সেখান থেকে কিছু কিছু করে গরীবকে দান করতে থাকে, পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত থাকার কারণে ওই অর্থ প্রদান করার সময় যাকাতের নিয়ত না করলেও যাকাত সহীহ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ পৃথক করার সময় নিয়ত করেনি এবং প্রদান করার সময়ও নিয়ত করতে ভূলে গেলে মাসআলা নং ১ এর বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ গ্রহণকারী তা ব্যয় করার পূর্বে নিয়ত করে নিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। হাঁ, নফল সদকার সাওয়াব পাবে। (হিন্দিয়া: ১/১৭০ বাহরুর রায়েক: ২/৩৬৮)

وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (الفتاوي الهندية: ١٧٠/١)

৩ নং মাসআলা: যাকাতের অর্থ প্রদান কালে বলে দেয়া জরুরী নয়

যাকাত দেয়ার সময় এ কথা বলে দেয়া আবশ্যকীয় নয় যে, 'ইহা যাকাতের টাকা'। বরং শুধু দাতার অন্তরে যাকাতের নিয়ত থাকাই যথেষ্ট। তাই অন্তরে যাকাতের নিয়ত আর মুখে হাদিয়া বা পুরস্কার কিংবা ঈদের উপহার বলা হলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আত্মীয়-স্বজনকে যাকাতের টাকা দেয়ার ক্ষেত্রে এ পন্থা অবলম্বন করা উত্তম, যাতে গ্রহিতার লজ্জাবোধ না হয়।

উল্লেখ্য, কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাকাত প্রদান করার ক্ষেত্রে যাকাতের কথা উল্লেখ করে দেয়া একান্ত জরুরী। কেননা, প্রতিষ্ঠানে একাধিক ফান্ড থাকে। যাকাতের টাকা উল্লেখ করে দেয়া না হলে এ অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় নাও হতে পারে। তাই উল্লেখ করে দেয়া আবশ্যক। (হিন্দিয়া: ১/১৭৯ রহীমিয়া: ৭/১৭৯)

ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه ، وهو الأصح هكذا في البحر الرائق. (الفتاوي الهندية: ١٧١/١)

৪ নং মাসআলা: ঋণের নামে যাকাত দেয়া

যদি কারো ব্যাপারে একথা জানা থাকে যে, লোকটি যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পাশাপাশি বড় ধরণের ঋণী। কিন্তু গরীব হওয়ার কারণে হয়তো ঋণ পরিশোধের সামর্থ রাখে না অথবা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ

করতে অভ্যস্ড় নয়। এমন ব্যক্তিকে ঋণের শিরোণামে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদিও গ্রহিতা ঋণ মনে করে তা গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে কোনো গরীব ব্যক্তির নিকট পাওনা ঋণ, যা সে পরিশোধ করে না। এমতাবস্থায় প্রাপ্য ঋণের অর্থ যাকাতের নিয়তে মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। এ মাসআলা পূর্বেও গত হয়েছে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/৪১ রহীমিয়া: ৭/১৭৯ মাহমুদিয়া: ৯/৪৭৭, হিন্দিয়া ১/১৭১)

গরীবকে মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাত আদায়ের পূর্ব শর্ত

যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে, হকদারকে যাকাতের অর্থের পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়া। মালিকানায় না দিয়ে যদি কোনো গরীবকে যাকাতের মাল দ্বারা শুধু উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়, যেমন: যাকাতের টাকা দিয়ে খাবার রান্না করে এক সাথে বসিয়ে খাওয়ানো এবং যাকাতের টাকা দিয়ে ঘর বানিয়ে কোনো গরীবকে শুধু থাকতে দেয়া ইত্যাদি। এতে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, এর দ্বারা গরীব উক্ত খাবার ও ঘরের মালিক সাব্যস্ত হয় না। (শামী: ৩/২৯০)

ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره ،ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن (ردالمحتار:٢٩٠/٣)

ইমাম যাইলায়ী রহ. তাবয়ীনুল হাকায়িক গ্রন্থে লিখেন-

لان الزكاة تجب فيها تمليك المال لان الايتاء في قوله تعالي: واتوا الزكاة : يقتضي التمليك.

অর্থাৎ যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাতভোগীকে মালিক বানিয়ে দেয়া ওয়াজিব। কেননা, আল্লহর বাণী: 'তোমরা যাকাত আদায় করো' এর দ্বারা মালিক বানানোই উদ্দেশ্য। (তাবয়ীনুল হাকায়িক: ২/১৮)

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. বলেন: কুরআনের শব্দ ‘ايتاء’ অর্থাৎ আদায় কর, আর হাদিসের শব্দ, اعطاء , ردا , اغناء দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের সম্পদ গরীবকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। কারণ আদায় করা, দান করা, ফিরিয়ে দেয়া, অমুখাপেক্ষী করে দেয়া, শব্দগুলির মর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে তার অধিকারে দিয়ে দেয়া। তা ছাড়া ‘ইনায়া’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ" আয়াতে "لِلْفُقَرَاءِ" এর ‘লাম’ অক্ষরটি মালিকানা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মালিক না বানানো হলে, যাকাত আদায় হবে না। বিধায়, যারা যাকাত আদায় করবেন গ্রহীতাকে সম্পূর্ণ মালিক বানিয়ে দিবেন, কোনো প্রকারের শর্ত বা বিনিময় স্বরূপ দেয়া হলে আপনার যাকাত আদায় হবে না। (শামী: ৩/২৯১)

পূর্ণ মালিকানায় না দেয়ার কারণে যে সব খাতে যাকাত দেয়া যায় না

পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য মালিক বানিয়ে দেয়া অপরিহার্য। এ কারণে যেসব খাতে মালিক বানানো হয় না বা মালিক বানানো সম্ভব নয়, সেসব খাতে যাকাতের অর্থ দিলে তা আদায় হবে না। এ সব খাতের কিছু তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

ক. মসজিদের উন্নয়ন, নির্মাণ, ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা ইত্যাদি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয নেই। এতে যাকাত আদায় হবে না।

খ. মাদরাসার নির্মাণ খাতে, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, মাদরাসার কিতাব, আসবাবপত্র ক্রয় বাবত যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। হাঁ, কোনো গরীবকে পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়ার পর সে স্বেচ্ছায় মাদরাসায় দান করলে তা বৈধ হবে এবং যাকাতও আদায় হবে।

গ. এতিমখানার স্থাপনা নির্মাণ, এতিমদের জন্য নিয়োজিত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, এতিমখানার জাবতীয় আসবাবপত্র ক্রয় খাতেও যাকাত দেয়া যাবে না। হাঁ, যাকাতভোগের উপযুক্ত এমিতদেরকে মালিক বানিয়ে দিলে কেবল তখনই যাকাত আদায় হবে।

ঘ. হাসপাতাল নির্মাণ, পরিচালনা ইত্যাদি খাতে যাকাতের অর্থ দেয়া জায়েয নেই। হাঁ, যদি গরীব রোগীদের চিকিৎসা খাতে (তাদেরকে মালিক বানিয়ে দেয়ার পর) ব্যয় করা হয় তাতে যাকাত আদায় হবে।

ঙ. মৃত গরীব ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ কল্পে কিংবা তার কাফন-দাফনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে, যাকাত আদায় হবে না। কেননা মৃত ব্যক্তির মাঝে মালিক হওয়ার যোগ্যতা না থাকায় তাকে যাকাতের অর্থের মালিক বানানো সম্ভব নয়।

চ. জনকল্যাণমূলক কাজ যথা সড়ক নির্মাণ, পুল নির্মাণ, কূপ খনন, পানির কল স্থাপন ইত্যাদি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না।

ছ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসামূলক সংস্থাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। হাঁ, তারা যদি আমানতের সাথে যাকাতের কোনো অংশ কর্তন না করে উক্ত যাকাতের অর্থ হকদার গরীব-মিসকীনকে যথাযথ প্রদান করে মালিক বানিয়ে দেয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে। অন্যথায় নয়।

জ. ইসলাম প্রচারের নামে কোনো সংস্থা বা ব্যক্তিকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা ‘ইসলাম প্রচার’ কোনো যাকাতের খাত নয়। তবে গরীব-মিসকীনকে যাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে তার দ্বারা দ্বীনি কাজ করাতে চাইলে তা বৈধ হবে। অন্যথায় নয়। আজ-কাল মিডিয়াতে এ জাতীয় বহু খাতের প্রচার চলছে, যা আদৌ শরীয়ত সম্মত খাত না হওয়ায় যাকাত আদায় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করার দাবি রাখে।

প্রচলিত “হীলায়ে তামলীক” তথা মালিক বানানোর কৌশল প্রসঙ্গে

শরীয়তের বিধান হচ্ছে, একান্ত প্রয়োজনে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার সার্থে যদি এমন কোনো খাতে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়, যা সরাসরি যাকাতের খাত নয়, এক্ষেত্রে করণীয় হলো: প্রথমত যথার্থ স্থানে যাকাত প্রদান করে প্রকৃত অর্থে মালিক বানিয়ে দেয়ার পর, মালিকের পক্ষ থেকে সে টাকা অন্যত্র খরচ করা যেতে পারে। এ বিধান বাস্তবায়নে

বর্তমান সমাজে যা প্রচলিত আছে তা হচ্ছে- যাকাতের হকদার কোনো ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দেয়া হয় এবং পূনরায় (তার থেকে সে টাকা ভিন্ন খাতে ব্যয় করার প্রয়োজনে) নিয়ে নেয়া হয়। গ্রহীতা জানে, এ টাকা প্রথমে তাকে দেয়া হচ্ছে পূনরায় ফেরত নেয়ার উদ্দেশ্যে। কার্যক্ষেত্রে সে এ টাকা আপন খেয়াল খুশিমতে খরচ করার অধিকার লাভ করেনি। যার প্রমাণ হচ্ছে, যদি সে টাকাগুলি নিয়ে চলে যায় বা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করে, তাহলে তাকে তিরস্কার করা হয়ে থাকে। তাই সে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় না করে পূনরায় তা প্রতিষ্ঠানে দান করে দেয়।

সুতরাং প্রচলিত তামলীক, কেবল নামে মাত্র মানুষকে দেখানোর জন্য হয়ে থাকে। কার্যতঃ সে গরীব উক্ত অর্থের মালিক বলে নিজেও মনে করে না, সমাজও তা বুঝে না। তাই এ প্রচলিত 'হীলায় তামলীকে'র সূরতে বহু বিজ্ঞ ফকীহদের দৃষ্টিতে যাকাত আদায় হবে না।

তামলীকের সঠিক পদ্ধতি

বাধ্য হয়ে যদি তামলীক করতেই হয়, তাহলে উলামায়ে কিরাম এরূপ একটি পদ্ধতি দেখিয়েছেন যে, প্রথমতঃ যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানে দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। সে বলবে যে, দান করার মত টাকা আমার হাতে নেই। অতপর তাকে বলা হবে, অন্যস্থান থেকে ঋণ করে হলেও প্রতিষ্ঠানে দান কর, আল্লাহ তায়ালা এর বরকতে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিবেন। যদি সে এ আহব্বানে সাড়া দিয়ে ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠানে দান করে এবং পরবর্তীতে ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে যাকাতের টাকা প্রদান করা হয়, তখন সে এ টাকা দ্বারা ঋণ পরিশোধের সুযোগ পাবে। এভাবে তামলীক করলে যাকাত বিশুদ্ধরূপে আদায় হবে। (নাওয়াদিরুল ফিকহ: ২/৩৪৭)

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য পদক্ষেপ

ইতিপূর্বে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির আলোচনা হয়েছে। যেমন-

১. যাকাতযোগ্য সম্পদ কী কী ?

২. সে সম্পদের মূল্যমান নিসাব পরিমাণ হলো কি না ?
৩. নিসাবের মালিক হয়ে থাকলে বছর অতিক্রান্ত হলো কি না ?
৪. যাকাতের অর্থ যাকাতের নিয়তে প্রদান করা হলো কি না ?
৫. যাকাত প্রকৃত হকদারকে প্রদান করা হলো কি না ?
৬. হকদারকে পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়া হলো কি না?

এ সমস্ত বিষয়গুলির সঠিক বাস্তবায়ন যাকাত আদায়ের পূর্বশর্ত। সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে আরো কিছু জরুরী মাসআলা নিম্নে পেশ করা হলো।

অন্যের মাধ্যমে যাকাত প্রদান

যাকাত সরাসরি হকদারের হাতে প্রদান করা ভালো। এতে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায়। বিশেষ প্রয়োজনে প্রকৃত হকদারের হাতে যাকাতের অর্থ হস্তান্তর করার জন্য অন্য কাউকে উকিল বা প্রতিনিধিও নিয়োগ দেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, উকিল নির্ভরযোগ্য হওয়া এবং উপযুক্ত খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। মনে রাখতে হবে যে, উকিলের নিয়ন্ত্রণে যতদিন এ অর্থ রক্ষিত থাকবে তা দাতারই নিয়ন্ত্রণাধীন গণ্য হবে। এ কারণে যতক্ষণ উকিল যাকাতের অর্থ উপযুক্ত খাতে ব্যয় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাতার যাকাত আদায় হবে না। উকিলের হাতে যাকাতের অর্থ চুরি বা হারিয়ে গেলে দাতার যাকাত আদায় হবে না,বরং পূনরায় যাকাত দিতে হবে। (শামী: ৩/১৭৮)

كما إذا وكل رجلا بدفع زكاة ماله ونوى المالك عند الدفع إلى الوكيل فدفع الوكيل بلا نية فإنه يجزئه لان المعتبر نية الآمر لانه المؤدي حقيقة. (البحر الرائق: ٣٦٨/٢)

যাকাতের অর্থ হস্তান্তর না করেও উকিল বানানো যায়

কোনো ব্যক্তি যদি উকিলকে অর্থ প্রদান না করে বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দাও, পরে আমার থেকে টাকা নিয়ে নিবে তাহলে উকিল নিজের অর্থ মুআক্কিলের পক্ষ থেকে যাকাতের নিয়তে প্রদান করলে, যাকাত আদায় হয়ে যায়। আদায়কৃত অর্থ দাতার জন্য ঋণ সাব্যস্ত হবে, যা পরবর্তীতে আদায়যোগ্য। এ ঋণ পরিশোধের উপর যাকাত আদায়

মওকুফ থাকবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যাকাত প্রদানের সময় উকিলেরও নিয়ত থাকা জরুরী, দাতার নিয়ত যথেষ্ঠ হবে না। তাই উকিল যদি অর্থ প্রদানের সময় যাকাতের নিয়ত না করে, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পক্ষান্তরে অর্থ প্রদানপূর্বক উকিল নিয়োগ করা হলে, দাতার নিয়তই যাকাত আদায়ের জন্য যথেষ্ঠ। অর্থ প্রদানের সময় উকিলের নিয়ত করা জরুরী নয়। (শামী: ৩/১৮৮ হিন্দিয়া: ১/১৭১)

ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع (الدر المختار: ۱۸۸/۳)

যাকাতের টাকা উকিল ভাংতে পারবে কি ?

যাকাতের টাকা উকিল বা প্রতিনিধির হাতে আমানত স্বরূপ। তাই নিজ প্রয়োজনে সে অর্থ উকিল খরচ করতে পারবে না। যদি কোনো উকিল নিজের প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ খরচ করে এবং পরবর্তীতে নিজের অর্থ থেকে দাতার যাকাত প্রদান করে, তাহলে যাকাতদাতার পক্ষ থেকে আদায় হবে না। বরং তা উকিলের পক্ষ থেকে নফল সদকা ধর্তব্য হবে। অবশ্য উকিল যদি অর্থ গ্রহণের সময় প্রয়োজনে খরচ করার অগ্রিম অনুমোদন লাভ করে নেয়, সে ক্ষেত্রে দাতার যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। (শামী: ৩/১৮৯ তাতার খানিয়া: ২/২৮৪)

بخلاف ما إذا أنفقها أولا على نفسه مثلا ثم دفع من ماله فهو متبرع .(رد المحتار: ۱۸۹/۳)

উকিলের হাতে যাকাতের অর্থ সংরক্ষিত থাকা সত্বেও নিজ অর্থ দ্বারা যাকাত দেয়া বৈধ কি ?

উকিলের নিকট যাকাতের টাকা সংরক্ষিত আছে বটে, তথাপিও হঠাৎ উপযুক্ত খাত পেয়ে (তখন যাকাতের অর্থ সঙ্গে না থাকায়) দাতা নিজ অর্থ দ্বারা যাকাত প্রদান করলে, এমতাবস্থায় পরবর্তীতে সে পরিমাণ টাকা রক্ষিত যাকাত অর্থ থেকে উসূল করার নিয়ত থাকলে দাতার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (রহীমিয়া: ৭/১৪৬ শামী: ৩/১৮৯)

الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دراهم الموكل صح .(رد المحتار: ۱۸۹/۳)

নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে যাকাত দিতে বলার পর যদি অন্যকে দেয়া হয় ?

যাকাতদাতা যদি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা সুনির্দিষ্ট খাতে যাকাত দেয়ার জন্য কাউকে উকিল বানায়, তাহলে উকিলের জন্য সে মোতাবেক যাকাত দেয়া জরুরী। অন্য খাতে যাকাতের অর্থ প্রদান ঠিক নয়। যদি উকিল অন্য খাতে বা ব্যক্তিকে তা প্রদান করে, তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে দাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে কারো মত হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে যাকাত আদায় হবে না; বরং পূনরায় দাতা যাকাত আদায় করতে হবে। যেহেতু এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, তাই দাতার নির্দিষ্ট করা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে যাকাতের অর্থ দেয়া উচিৎ হবে না। (শামী: ৩/১৮৮ মাহমুদিয়া: ৯/৪৯৫)

وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين؛ إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في القنية . وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم : لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره. (رد المحتار: ۱۸۸/۳)

উকিল অভাবগ্রস্থ হলে যাকাতের অর্থ নিজে নিতে পারবে কি?

যদি উকিলকে বলা হয় যে, আমার পক্ষ থেকে যাকাতের অর্থ উপযুক্ত খাতে প্রদান করে দাও, তাহলে উকিল নিজে যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হলেও তা নিজে গ্রহণ করতে পারবে না। হাঁ, তার নিকটতম আত্মীয়, বাবা, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি যাকাতের হকদার হলে এ অর্থ তাদেরকে দিতে পারবে। পক্ষান্তরে দাতা যদি উকিলকে বলে, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারবে তাহলে উকিল (যাকাতের হকদার হলে) নিজেও তা গ্রহণ করতে পারবে। (হিন্দিয়া: ১/১৮৯ আদ্দুররুল মুখতার: ৩/১৮৯)

رجل دفع زكاة ماله إلى رجل وأمره بالاداء فأعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أوالصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيأ، (قاضي خان: ٢٣٠/١)

যাকাতের অর্থ অন্য টাকার সঙ্গে মিশ্রিত হলে করণীয়

যাকাতের টাকা উকিলের নিকট পৃথক থাকা জরুরী। অন্য টাকার সাথে মিলানো জায়েয নয়। যদি এমনভাবে মিলিয়ে ফেলে যে, পৃথক করাই অসম্ভব, তাহলে যাকাত প্রদানের পূর্বে দাতাকে অবগত করতে হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। উকিলের পক্ষ থেকে নফল সদকা গণ্য হবে। অবশ্য, দাতা টাকা দেয়ার সময় মিলানোর অনুমতি দিয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে মিশ্রিত টাকা থেকে প্রদত্ত যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (শামী: ২/৪৩৬ ইমদাদুল আহকাম: ২/৯৩)

ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا، (الدر المختار: ١٨٨/٣)

উকিল যদি যাকাত গ্রহীতারও প্রতিনিধি হয় তাহলে যাকাতের টাকা খরচ করতে পারবে

উকিল যেভাবে যাকাতদাতার প্রতিনিধি, তেমনিভাবে যাকাত গ্রহীতারও প্রতিনিধি হতে পারে, এ ক্ষেত্রে যেহেতু উকিলের নিয়ন্ত্রণ মুয়াক্কিলের নিয়ন্ত্রণই গণ্য করা হয়, তাই দাতা উকিলের হাতে যাকাতের অর্থ প্রদান করার পর তিনি প্রকৃত হকদারেরও প্রতিনিধি হয়ে থাকলে, তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত টাকার উপর গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অতএব, এ টাকা অন্য খাতে খরচ করা বা অন্য টাকার সাথে মিলিয়ে ফেলা অবৈধ নয়। শর্ত হলো, পরবর্তীতে ওই পরিমাণ টাকা আদায় করে দিতে হবে। এমতাবস্থায় দাতার যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা নেই। যেমন, বর্তমান মাদরাসা ও এতিমখানার মধ্যে ভর্তির সময় মাদরাসা কতৃপক্ষকে গরীব ছাত্রদের উকিল বানানো হয়, আবার যাকাতদাতা মাদরাসার কতৃপক্ষকে যাকাতের টাকা গরীবদের প্রদান করার প্রতিনিধি বানায়। তাই মাদরাসার পরিচালক দু'পক্ষেরই উকিল হওয়ায় যাকাতদাতার অর্থ পরিচালকের হস্তগত হলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ, পরিচালকের নিয়ন্ত্রণ বাস্তবে

গ্রহীতা তথা গরীব ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণই ধর্তব্য হয়। তাই এ অর্থ অন্য খাতে খরচ করে পরবর্তীতে সে পরিমাণ টাকা যাকাত ফান্ডে প্রদান করা হলে তা অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

উল্লেখ্য অধিকাংশ ফকীহগণ মাদরাসার পরিচালক বা দায়িত্বশীলকে শুধু গরীব ছাত্রদের উকিল বলে সাব্যস্ত করেছেন, অনেকে যাকাতদাতার উকিল বলে মত ব্যক্ত করেছেন আর কেউ কেউ উভয় পক্ষের উকিল বলে গণ্য করেছেন। বর্তমান যুগে যাকাত আদায়ের সুবিধার্থে শেষ মতটির উপর আমল করাই শ্রেয় বলে আমরা মনে করি। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল: ১/২২৭)

(قوله إذا وكله الفقراء) لأنه كلما قبض شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضه ببعض ووقع زكاة عن الدافع ،.(رد المحتار: ١٨٨/٣)

অজান্তে অমুসলিমকে যাকাত প্রদান করা

যাকাতের অর্থ একমাত্র গরীব মুসলিমই পাবে, তাই কোনো ধরণের বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া যাকাত দেয়ার পর যদি জানা যায় যে, যাকে যাকাত দেয়া হলো সে অমুসলিম, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পূনরায় তা আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি চিন্তা-ভাবনা বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক তার নিকট মুসলমান বলে প্রবল ধারণা হওয়ার পর যাকাত প্রদান করে, অতপর সে অমুসলিম প্রমাণিত হয়, এমতাবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তেমনিভাবে যাকাতের হকদার কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে প্রবল ধারণা বা নিশ্চিতভাবে হকদার বলে মনে না হলে, এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে না। নিশ্চিত জেনে বা প্রবল ধারণা মতে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যাকাত দেয়া দাতার কর্তব্য। (শামী: ৩/৩০৩ হিন্দিয়া: ১/১৯০)

(ولودفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه صح (البحرالرائق:١٥٧/٥ شاملة)

যৌথ পরিবার যাকাত কিভাবে আদায় করবে ?

জীবন-যাপন ও ব্যবসা-বানিজ্য যৌথভাবে চলতে পারে। কিন্তু শরীয়তের আলোকে প্রত্যেকের মালিকানা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরিবারের প্রত্যেকেই নিজ

নিজ মালিকানা সম্পদের আলাদা হিসাব রাখতে হবে। সে হিসাবে প্রত্যেকে যাকাত আদায় করতে হবে। তবে নিজের অংশ পরিপূর্ণ নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে অনুমান থেকে বেশি পরিমাণ আদায় করে দেবে, যাতে সংশয় মুক্ত হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে পরিবারের যে কোনো একজন সকলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের অনুমতি সাপেক্ষে যাকাত আদায় করার অবকাশ আছে।
উল্লেখ্য, একজনের যাকাত তার অনুমতি ছাড়া অন্য ব্যক্তি আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য দাতার নিয়ত শর্ত। একান্ত আপনজন, পারিবারিক সদস্যদের ক্ষেত্রে এক সদস্যের অনুমতি ছাড়া অন্য সদস্য তার যাকাত আদায় করলে তা **استحسانا** জায়েয হবে বলে অনেকে মত ব্যক্ত করেছেন। তবে অধিক সতর্কতা প্রথম মতেই । (বাদায়েউস সানায়ে: ২/১৪৪)

এক ব্যক্তিকে কী পরিমাণ যাকাত দেয়া যায় ?

যাকাতদাতা যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন। ইচ্ছা করলে যাকাতের হকদার যে কোনো একজনকে পূর্ণ টাকা দিতে পারে অথবা একাধিক হকদারের মাঝে বণ্টনও করে দিতে পারে। ইচ্ছা করলে এক দিনেই সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করতে পারে অথবা যাকাতের অর্থ পৃথক রেখে কিছু কিছু করেও আদায় করতে পারে। অবশ্য একজন দরিদ্রকে এত বেশি দেয়া উচিত নয়, যার কারণে সে ছোট নিসাব তথা ধনী সাব্যস্ত হয়ে যাকাত গ্রহণের অযোগ্য হয়ে যায়। এটা মাকরূহ। তবে ওই পরিমাণ দেয়া হলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।
উল্লেখ্য, সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, একজন দরিদ্রকে নূন্যতম এ পরিমাণ প্রদান করা, যা তার ওই দিনের খরচের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, অন্য কারো মুখাপেক্ষি হতে না হয়। (শামী: ৩/৩০৩ হিন্দিয়া: ১/১৮৮)

ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدا ، وإن دفعه جاز كذا في الهداية...
وندب الإغناء عن السؤال في ذلك اليوم كذا في التبيين (الهندية: ١٨٨/١)

প্রয়োজনে যাকাতভোগীকে মোটা অংকের টাকা কিভাবে দিবেন ?

সামাজিক বিশেষ প্রয়োজনে কোনো কোনো সময় বড় মাপের অর্থ কোনো গরীবকে দিতে হয়। যেমন কোনো দরিদ্র মেয়ের বিবাহে মোটা অংকের টাকা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় যদি কারো নিকট হতে ঋণ করে বিবাহের যাবতীয় প্রয়োজনে খরচ করে। অতপর যাকাতদাতা উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করে, তাহলে মোটা অংকের যাকাত প্রদান করা মাকরূহ হবে না। কারণ ঋণ পরিশোধের জন্য লক্ষ টাকাও এক সাথে দেয়া যায়। (শামী: ৩/৩০৩)

(وكره إعطاء فقير نصابا) أو أكثر (إلا إذا كان) المدفوع إليه (مديونا...(رد المحتار: ٣٠٣/٣)

যাকাতের অর্থ দ্বারা গরীবদের কর্মসংস্থান করে দেয়া

বর্তমান সমাজের অনেকে যাকাতের অর্থ খন্ড **খন্ড** করে একাধিক ব্যক্তিকে প্রদানের পরিবর্তে দু'একজনকে মোটা অংকের যাকাত দিয়ে স্বাবলম্বী করে দেয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। যেমন, তার জন্য ঘর নির্মাণ, দোকান নির্মাণ করে মালিক বানিয়ে দেয়া, রিকশা, গাড়ি ক্রয় করে তাকে প্রদান করা ইত্যাদি। এভাবে মোটা অংকে যাকাত ব্যয় করে গরীবকে স্বাবলম্বী করার পরিকল্পনা শরীয়তবিরোধী নয়। যাকাত আদায় হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা নেই। তবে এক ব্যক্তিকে এত টাকা এক সাথে দেয়া, যার ফলে সে নিজেই নিসাবের মালিক হয়ে যায়, তা মাকরূহ বা অনুচিত। একটু পূর্বে যার আলোচনা করা হয়েছে। (শামী: ৩/৩০৩)

(وكره إعطاء فقير نصابا) أو أكثر.. (رد المحتار: ٣٠٣/٣)

এক সম্পদের যাকাত ভিন্ন সম্পদ দ্বারা আদায় করা

যে ধরণের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় হুবহু সে সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ হিসাব করে যেমন যাকাত আদায় করা যায়, তেমনিভাবে সে সম্পদের মূল্য হিসাব করে ওই মূল্যের শতকরা আড়াই টাকা সমমূল্যের ভিন্ন কোনো সামগ্রী দ্বারাও যাকাত আদায় করা যায়। তবে বর্তমানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর

প্রয়োজন মেটানোর প্রতি খেয়াল রেখে নগদ টাকা প্রদান করা সর্বোত্তম। (আদ্দুররুল মুখতার: ৩/২২৮)

কমদামী, অচল, ত্রুটিযুক্ত সামগ্রী দ্বারা যাকাত প্রদান

যাকাত হচ্ছে আর্থিক ইবাদত। যতো সুন্দরভাবে, ভালো করে পালন করা যাবে আল্লাহ ততোই খুশি হবেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে- (**أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ**) তোমার উপার্জিত সম্পদের উত্তমাংশ দান কর। তাই যাকাত হিসাবে উত্তম মাল প্রদান করাই বাঞ্চনীয়। অথচ আমাদের সমাজে দেখা যায় মানুষ ব্যাপকহারে কম মূল্যের, অচল ও ত্রুটিযুক্ত সামগ্রী দ্বারা যাকাত আদায় করে থাকেন যা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত ও পরিহারযোগ্য। তা সত্বেও যেহেতু যাকাত মূল্যমানের ভিন্ন দ্রব্য দিয়ে আদায় করা বৈধ, তাই অচল, ত্রুটিযুক্ত বা নিম্নমানের মালও যদি যাকাত হিসাবে প্রদান করা হয়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (কিতাবুল ফাতাওয়া: ৩/২৩০)

এক স্থানের যাকাত অন্য স্থানে প্রেরণ করা বৈধ কি ?

বিনা কারণে এক স্থানের যাকাতের অর্থ-সামগ্রী অন্যত্রে প্রেরণ করা মাকরূহে তানযিহী তথা অনুচিত। যাকাত সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রদান করাই শ্রেয়। তবে কয়েক কারণে ভিন্ন এলাকায় যাকাত প্রেরণ করা উত্তম:

- যাকাতদাতার গরীব আত্মীয়-স্বজন যদি ভিন্ন দেশে বসবাসরত থাকে।
- নিজ এলাকার তুলনায় অন্য দেশ বা এলাকার লোকজন বেশি অভাবী হলে।
- অন্য এলাকার বা দেশের গরীবদের দ্বীনি ইলমী কাজ অর্থাভাবে ব্যহত হলে।
- যদি যাকাতদাতার ব্যবসায়িকপণ্য বিদেশে থাকে, তাহলে যে দেশে ব্যবসা সে দেশের দরিদ্র **জনগোষ্ঠী** বেশি উপযুক্ত।

আল্লামা শামী রহ. বলেন-

كُرِهَ (نَقْلُهَا إِلَّا إِلَى قَرَابَةٍ) أَوْ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ أَوْرَعَ

হযরত মুয়ায রা. ইয়ামান থেকে সদকা উসুল করে মদিনা শরীফে মুজাহিদদের জন্য প্রেরণ করে দিতেন।

আল্লামা শামী রহ. আরো বলেন-

وَيُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ مَكَانُ الْمَالِ فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا

অথাৎ সকল বর্নণা অনুযায়ী যাকাতযোগ্য সম্পদের স্থানই যাকাতের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে। (শামী: ৩/৩০৪ হিন্দিয়া: ১/১৯০ মাহমুদিয়া: ১৪/৭৪)

হজ্বপালন ও তাবলীগে সময় লাগানোর জন্য যাকাত দেয়া প্রসঙ্গে

কোনো ব্যক্তি হজ্বে যেতে চাচ্ছে, কিন্তু সামর্থ্য নেই বা খরচের টাকা কম, সে গরীব না হলে তাকে হজ্ব পালনের জন্য যাকাতের অর্থ দেয়া জায়েয নেই। দরিদ্র হলে তাকে যাকাতের টাকা দিতে পারবে। তবে সে টাকা দিয়ে হজ্ব পালন বা তাবলীগে গমণের শর্ত দেয়া বৈধ নয়। বরং তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি কারো হজ্বের সফরে পথে দুর্ঘটনার কারণে খরচের টাকা শেষ হয়ে যায়, কিংবা পুরো অর্থ চুরি বা হারিয়ে যায়। ঘর থেকে টাকা সংগ্রহ করারও তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। তাহলে এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে। তাতে যাকাতদাতার যাকাতও আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তাবলীগে যেতে চায়, কিন্তু তার কাছে টাকা নেই, এমন ব্যক্তি যদি দরিদ্র বা ফকীর হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয। আর যদি গরীব না হয়, তাহলে তাবলীগে যাওয়ার নামে তাকে যাকাত দেয়া বৈধ হবে না। দিলে যাকাত আদায় হবে না। (শামী: ৩/২৮৯ মাহমুদিয়া: ১৪/১৯৯-২২২)

যাকাত গ্রহীতার সাথে সদাচরণ করা যাকাত কবুলের পূর্বশর্ত

যাকাতদাতার ঈমানী কর্তব্য হচ্ছে, যাকাতের টাকা উপযুক্ত লোকদের নিকট গিয়ে যত্নের সাথে পৌঁছে দেয়া। কিন্তু বর্তমানে এমন মুসলমানের সংখ্যা বিরল। এখন যাকাতভোগীরা-ই দাতাদের নিকট আসে বা তাদের

প্রতিনিধিরা দাতাদের নিকট যাকাত উসুল করতে আসতে হচ্ছে। আল্লাহর মেহেরবানী, তারা এসেই যাকাত নিয়ে যাওয়ার কারণে এত বড় একটি ইবাদত তাদের মাধ্যমে পালিত হয়। দাতাগণ পরকালের আযাব ও দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। বুঝা গেল যাকাত আদায়ের কারণে যাকাত গ্রহীতার উপর কারো অনুগ্রহ নেই। বরং যাকাতদাতা গ্রহীতাকে ধন্য মনে না করে নিজকে ধন্য মনে করা দরকার এবং রাসূল স. এর নির্দেশের প্রতি খুব খেয়াল রাখা উচিত। তিনি বলেন, যাকাত উসূলকারী যখন তোমদের নিকট আসবে, সে যেন তোমাদের থেকে সন্তুষ্ট মনে ফিরে যায়। (সহীহ মুসলিম)

তাই যাকাত গ্রহীতা ও উসূলকারীদের সাথে সদাচরণ করা দাতাদের জন্য অতি জরুরী। তাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া, হেয়প্রতিপন্ন করা, ঘৃণিত বা নিম্নলোক মনে করা মারাত্মক গুণাহ। যা যাকাত কবুলের অন্তরায়। (মাআরিফুল কুরআন: ১/৬৩২)

সপ্তম অধ্যায়

যাকাতের হিসাব করার সহজ পদ্ধতি

সংক্ষিপ্ত এ পুস্তিকায় যাকাতের বিভিন্ন জরুরী মাসাইল ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। অবশেষে জানার বিষয় হলো, শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে মালিকানাধীণ বিভিন্ন প্রকারের যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত হিসাব করার সহজ উপায় কী?

এ ব্যাপারে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

এ অধ্যায়ে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য:

১. মানব জীবনে উপার্জনের মাধ্যম ব্যবসা-বানিজ্য কৃষিকাজ বা চাকুরি যা-ই হোক, প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর প্রদায়ক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু দুনিয়ার বুকে আল্লাহ মানুষকে একটি সীমাবদ্ধ কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন, তবে ওই সীমাবদ্ধ কাজের মধ্যে কোনো জিনিষ সৃষ্টি করার যোগ্যতা মানুষকে দেয়া হয়নি। সৃষ্টি করা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং যা কিছু মানুষের কাছে আছে সবকিছুই আল্লাহপ্রদত্ত। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু মানব জাতির জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ()

অর্থ: তারা কি দেখে না? তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতপর তারাই এগুলির মালিক। (সূরা ইয়াসিন: ৭১)

তাহলে বুঝা গেল, মানব জাতির হস্তগত সম্পদে সব চেয়ে বড় হক হলো আল্লাহ তায়ালার। সুতরাং এ সম্পদ ব্যয় করতে হবে আল্লাহর নির্দেশিত খাতে। যদি আল্লাহ তায়ালা এমন দাবী করতেন যে, এ সম্পদ আমার দেয়া তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা তুমি রাখ আর সাড়ে সাতানবক্ষই টাকাই আমার রাস্তায় ব্যয় কর, তাহলে এটি অবিচার হতো না। অথচ তিনি তা দাবী করেন নি।

২. শতকরা মাত্র আড়াই টাকা যাকাত দিবে।

তিনি তার বান্দার প্রতি অপার অনুগ্রহ করে বলেছেন যে, আমি জানি তোমাদের সম্পদের প্রয়োজন বেশি। সম্পদের প্রতি রয়েছে তোমাদের তীব্র আকর্ষণ। সুতরাং সম্পদের মাত্র শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দাও আর সাড়ে সাতানবক্ষই টাকা তোমরাই রাখ। আল্লাহ এ সামান্য প্রত্যাশা পুরণের ঘোষণা দিয়ে সমূদয় সম্পদ আমাদের কাছে অর্পণ করে দিয়েছেন এবং বাকি সম্পদ আমাদের ইচ্ছেমতো বৈধ খাতে ব্যয় করার অনুমতি দিয়েছেন।

৩. নিখুঁতভাবে হিসাব করবে।

তাই শতকরা আড়াই টাকা বের করার জন্য সমূদয় সম্পদ নিখুতভাবে হিসাব করতে হবে। অন্যথায় অবশিষ্ট সম্পদ হালাল করা সম্ভব হবে না। একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, নিখুতভাবে হিসাব করার দরকার কি? এভাবে হিসাব কষে আড়াই টাকা বের করাতো কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ কেন এত কষ্টসাধ্য কাজ চাপিয়ে দিলেন? কোনো রকম যাকাত আদায় করাই যথেষ্ট। এ ধরণের উক্তি জঘন্য অন্যায়। বাস্ড়বতা হচ্ছে, যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কিছুটা কষ্টকর হলেও এটা আল্লাহর নির্দেশ যা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা আবশ্যক।

৪. যাকাতের হিসাব করার জন্য তারিখ নির্ধারণ করবে।

যাকাতের হিসাব কষা সহজ করার জন্য যাকাতদাতা একটি তারিখ নির্ধারণ করে নিতে হবে। সেটা হচ্ছে, আপনি যে দিন যে তারিখে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেন, পরবর্তী বছর ওই তারিখেই তার এক বছর পূর্ণ হবে। এটাই আপনার যাকাতের বছরপূর্তি। যদি আপনি কোন তারিখে নিসাবের মালিক হলেন, তা স্মরণ না থাকে তাহলে অনুমান করে একটি তারিখ নির্ধারণ করে নিন। পরবর্তী বছরসমূহে সে তারিখ অনুসরণ করে যাকাতের হিসাব করতে হবে।

৫. প্রতি টাকায় বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী নয়।

আপনি যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন তার উপর এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরী। তবে প্রতি টাকার উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী নয়। কারণ পুরো বছর যত টাকা হাতে আসবে প্রত্যেক টাকার উপর বছর কখন পূর্ণ হচ্ছে তা হিসাব করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যাকাত হিসাবের সঠিক নিয়ম হলো, বছরের যে তারিখে আপনি নিসাবের মালিক হলেন, পরবর্তী বছরের ওই দিনে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকেন, তাহলে যাকাত দিতে হবে। আর যদি ওই তারিখে আপনার সম্পদ কমে যাওয়ায় নিসাব পূর্ণ না হয়, তাহলে যাকাত দিতে হবে না। সুতরাং ওই তারিখে নিসাবের মালিকানা বহাল থাকলে সম্পদের হিসাব করুন, আজকের এ তারিখে আপনার মালিকানায় যাকাতযোগ্য সম্পদ কত আছে? সবগুলোর মূল্যমান কত হয়, যা হবে তার শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করুন। বাকি রইলো বছরের মাঝখানে অনেক সম্পদ বেশি ছিলো যা বর্তমানে নেই, অথবা কম ছিলো বছরপূর্তিতে হঠাৎ বেশি হয়ে গেছে, তার হিসাব কীভাবে হবে?

এর সমাধান হলো, বছরের মধ্যবর্তী সময়ে আপনার সম্পদের আপ-ডাউন দেখার এবং হিসাব করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এভাবে হিসাব করা সম্ভব নয়, করতে গেলে জনজীবন অচল হয়ে পড়বে। দেখুন কত সহজ উপায়ে যাকাতের হিসাব সুবিন্যাস্ত করা হলো।

যাকাত হিসাব করার একটি উদাহরণ :

মনে করুন আপনি রমযানের **১**ম তারিখে এক লক্ষ টাকার মালিক হয়ে নিসাবের মালিক হয়েছেন। পরবর্তী বছর রমযানের **১**ম তারিখ আপনার যাকাত হিসাব করার নির্ধারিত তারিখ। এ তারিখে হিসাবের পর দেখা গেছে যাকাতযোগ্য সম্পদ বা নগদ অর্থ আপনার কাছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। এ অবস্থায় আপনাকে শতকরা আড়াই টাকা হারে দেড় লক্ষ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। যদিও আপনার সম্পদ বছরের মাঝে কমে মাত্র পঞ্চাশ হাজার হয়েছিলো যা প্রায় ছয় মাস বলবত ছিলো। হঠাৎ রমযান মাসের মাত্র দুই দিন পূর্বে এক লক্ষ টাকা যোগ হয়ে প্রথম রমযানে দেড় লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। তা সত্ত্বেও

আপনাকে আজকের ক্যাশ ধরেই হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ দেড় লক্ষ টাকার যাকাত দিতে হবে।

পক্ষান্তরে যাকাত বের করার দিন হিসাব করে দেখলেন যে, বছরের শুরুতে যে এক লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন, তা কমে আজ অবশিষ্ট আছে মাত্র ৬৫,০০০। বাকি টাকা বছরের মাঝে ব্যয় হয়ে গেছে। তাহলে আপনাকে মাত্র ৬৫,০০০ টাকার যাকাত প্রদান করলেই যথেষ্ট হবে। আর যদি যাকাতের তারিখে সম্পদ কমে মাত্র ৪০,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ৫২.৫ তোলা রূপার নিসাবই পৌঁছেনা, তাহলে আপনাকে যাকাতই দিতে হবে না।

৬. যাকাতের সম্পদ হিসাব করার নিয়ম।

যাকাতের হিসাব করতে গেলে আপনাকে কিছু সম্পদ যোগ করতে হবে আর কিছু বিয়োগ করতে হবে। যোগের সমষ্টি থেকে বিয়োগযোগ্য সমষ্টি বের করে অবশিষ্ট অংশের ফলাফল যা দাঁড়াবে কেবল তারই শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর এ হিসাবটা করতে হবে চন্দ্র মাসের সুনির্দিষ্ট তারিখে, যেটা আপনি যাকাত হিসাব করার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আসুন নিম্নে যাকাত হিসাব করার নিয়ম দেখে নেই:

প্রথমে যাকাতযোগ্য সম্পদের তালিকা তৈরী করি।

আপনার যাকাতযোগ্য সম্পদ নিম্নরূপ:

১. স্বর্ণ (GOLD) চাই কাঁচা স্বর্ণ হোক যেমন, বিস্কেট ইত্যাদি অথবা জুয়েলারী আকৃতিতে হোক, যেমন চুড়ি, চেইন, হার, ইত্যাদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে গচ্ছিত থাকুক বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সর্বাবস্থায় তার যাকাত দিতে হবে। [মনে করুন] থাকা স্বর্ণের বাজার মূল্য ২,০০,০০০/- দুই লক্ষ টাকা।

২. আপনি রূপার (SILVER) মালিক। যে কোনো আকৃতিতে হোক এবং যেকোনো উদ্দেশ্যে আপনার মালিকানায় রক্ষিত থাকুক, তার যাকাত দিতে হবে।

৩. নগদ অর্থ, নগদায়নযোগ্য অর্থ ও আপনার প্রাপ্য ঋণ (CASH, CASHABLES, RECEI ABLES)

এ পদের সম্পদের বহু প্রকার হতে পারে যেমনঃ

ক. নিজ হাতে কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট গচ্ছিত নগদ টাকা। [মনে করি] ৫,০০০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।

খ. আপনার ভবিষ্যতে কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদন যেমন, হজ্ব পালন, বিবাহ, বাড়ি নির্মাণ কিংবা ব্যবসা শুরু করার নিয়তে জমাকৃত নগদ অর্থ। [মনে করি] ১০,০০০০০/- দশ লক্ষ টাকা।

গ. আপনার নিকট রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা যেমন ডলার, রিয়াল, দিরহাম, দিনার, পাউন্ড, ইউরো ইত্যাদি।
[মনে করি] এর মূল্যমান ৫,০০,০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।

ঘ. ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন একাউন্টে (যথা, কারেন্ট, সেভিংস, ফিক্সড, লকার, DPS, FDR, ইত্যাদি) আপনার জমাকৃত অর্থ। [মনে করি] ১০,০০০০০/- দশ লক্ষ টাকা।

ঙ. আপনার ফেরতযোগ্য বীমা পলিসিতে জমাকৃত প্রিমিয়াম। [মনে করি] এর পরিমাণ ১,০০০০০/- এক লক্ষ টাকা।

চ. আপনার নিকট রক্ষিত যে কোনো ধরণের বন্ড, ডিবেঞ্চার ও ট্রেজারী বিল ইত্যাদির ক্রয় মূল্য। [মনে করি] ২,০০০০০/- দুই লক্ষ টাকা।

ছ. ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমুদয় অর্থ বা বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাথে স্বেচ্চায় প্রদত্ত অতিরিক্ত অংশ। [মনে করি] এর পরিমাণ ৫,০০০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।

জ. আপনার ঋণ হিসাবে কাউকে প্রদত্ত অর্থ যদি তা প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা থাকে এবং গ্রহীতা তা স্বীকার করে। [মনে করি] এর পরিমাণ ২,০০,০০০/- দুই লক্ষ টাকা।

ঝ. আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিক্রিত পণ্যের মূল্য যা গ্রাহকদের নিকট পাওনা। তবে এখনো হস্তগত হয়নি অথবা বিল অফ এক্সচেঞ্জ। [মনে করি] এর পরিমাণ দাড়ায় ৫,০০,০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।

ঞ. ফ্ল্যাট, বাড়ি, দোকান ইত্যাদি ভাড়া নেয়ার সময় সিকিউরিটি বা এ্যাডভান্স হিসাবে প্রদত্ত ফেরতযোগ্য অর্থ। [মনে করি] ৫,০০০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।

উল্লেখ্য, "জ" "ঝ" ও "ঞ" যথা ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ, বিক্রিত পণ্যের মূল্য বাবত পাওনা, বিল অফ এক্সচেঞ্জ এবং ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি বা

এ্যাডভান্স। এই তিন প্রকারের সম্পদের যাকাত এখনই দেয়া জরুরী নয়। বরং যখন নিসাব পরিমাণের নুন্যতম এক পঞ্চামাংশ হস্তগত হবে তখন আদায় করলেও চলবে। তবে তখন বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হয়। বিধায়, প্রত্যেক বছরই অন্যান্য সম্পদের সাথে এগুলোর যাকাত আদায় করে দেয়া ভালো। যেন পরবর্তীতে চাপ না হয়ে যায়।

৪. আপনার সমূদয় ব্যবসাপণ্য (BUSINESS GOODS) যার ধরণ নিম্নরূপ। যেমনঃ

ক. ফ্যাক্টরীতে, শো-রুমে বা দোকানে বিক্রয়যোগ্য মজুদ মাল এবং উৎপাদিত মজুদ পণ্য। [মনে করি] এর মূল্য ২০,০০,০০০/- বিশ লক্ষ টাকা।

খ. কারখানায় মজুদ কাঁচা মাল (RAW MATERIAL) [মনে করি] এর মূল্যমান ১০,০০,০০০/-দশ লক্ষ টাকা।

গ. কারখানাতে প্রক্রিয়াধীনপণ্য ও প্যাকেটিং-প্যাকেজিংপণ্য। [মনে করি] এর মূল্য ৫,০০,০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।

ঘ. এমন বস্তু যা বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং সে নিয়ত এখনও বিদ্যমান আছে, তা এখনো কিন্তু বিক্রি করা হয়নি। যেমন, বিক্রির নিয়তে ক্রয়কৃত যমিন, প্লট, ফ্ল্যাট, আলু, পিয়াজ, মরিচ, চিনি, বাদাম, ডাল, চাল ইত্যাদি। [মনে করি] এর বাজার মূল্য ২,০০,০০০/- দুই লক্ষ টাকা।

ঙ. অংশীদারী, মুদারাবা কারবারে বিনিয়োগকৃত অর্থের নগদ অংশ ও সে অর্থের দ্বারা খরিদকৃত ব্যবসাপণ্য এবং যাকাতযোগ্য লভ্যাংশ। [মনে করি] এর মূল্য ৩,০০০০০/- তিন লক্ষ টাকা।

চ. ক্রয়কৃত মালিকানাধীন যাবতীয় শেয়ার (SHARE)। [মনে করি] এর মূল্য ৫,০০০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।

উল্লেখ্য, কোম্পানীর শেয়ার যদি (CAPITAL GAIN) বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করেন, তার বাজারমূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে। আর যদি কোম্পানী থেকে বাৎসরিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে থাকেন, তাহলে কোম্পানীর যে পরিমাণ সম্পদ যাকাতযোগ্য, শেয়ার প্রতি তার আনুপাতিক হারে সে পরিমাণ অংশের যাকাত দিবেন। এটা নির্ণয়

করার সহজ উপায় হচ্ছে, কোম্পানীর ব্যালেন্স শীট। (এর বিবরণ পুর্বে গত হয়েছে)

এ ছিলো যাকাতযোগ্য সম্পদের মোটামুটি হিসাব। এগুলির মোট পরিমাণ দাঁড়ালো ৮০,০০,০০০/- আশি লক্ষ টাকা। (GROSS ZAKATABLE WORTH)

দ্বিতীয়তঃ আপনার যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগযোগ্য ঋণের (LIABILITIES) তালিকাঃ

১. সম্পদ বৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্য ব্**যতীত** অর্থ। যেমন, চিকিৎসা, সাংসারিক বা এ ধরণের প্রয়োজনে আপনার গ্রহীত ঋণ যার পরিমাণ ৫,০০০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।
২. বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্যের অপরিশোধিত মূল্য বা কিস্তি যা এ বছরই আদায় করার ওয়াদা, যার পরিমাণ ৩,০০,০০০/- তিন লক্ষ টাকা।
৩. স্ত্রীর মোহর যা চলতি বছর আদায় করার ইচ্ছা আছে, যার পরিমাণ ২,০০,০০০/- দুই লক্ষ টাকা।
৪. আপনার ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি কিংবা এ্যাডভান্স অর্থ যা ফ্ল্যাট, বাড়ি, দোকান ভাড়া দিয়ে গ্রহণ করেছেন। যার পরিমাণ ৩,০০,০০০/- তিন লক্ষ টাকা।
৫. আপনার কর্মচারীদের অনাদায়ী বেতন-ভাতা। যার পরিমাণ ২,০০০০০/- দুই লক্ষ টাকা।
৬. আপনার বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, মোবাইল, ফোনবিল এবং ট্যাক্স, বাড়িভাড়া, দোকানভাড়া ইত্যাদি আদায়যোগ্য ঋণ যা এখনো পরিশোধ করা হয়নি। [মনে করি] এর পরিমাণ ২,০০০০০/- দুই লক্ষ টাকা।
৭. অতীত বছরগুলোর যাকাত যা এখনো আদায় করা হয়নি। এগুলি পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে হবে। তাই এগুলি পরিশোধযোগ্য ঋণ থেকে বিয়োগ দিবে। [মনে করি] এর পরিমাণ ৫,০০০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।
৮. সুদ বা হারাম পন্থায় অর্জিত টাকা যা বৈধ সম্পদ থেকে পৃথক করা অসম্ভব নয় তা বিয়োগযোগ্য অর্থ। কারণ, এ সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকেই প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে হবে। তাই

এগুলি আপনার সম্পদই নয়। [মনে করি] এর পরিমাণ ৫,০০০০০/- পাঁচ লক্ষ টাকা।
৯. কমার্শিয়াল লোন যা সম্পদ বৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক বা অন্য কারো থেকে নেয়া হয়েছে। যা দ্বারা যাকাতযোগ্য সম্পদ ক্রয় করা বা বিনিয়োগ করা হয়েছে। যেমন, কাঁচা মাল ইত্যাদি। [মনে করি] এর পরিমাণ ৮,০০,০০০/- আট লক্ষ টাকা।

সর্বমোট আদায়যোগ্য ঋণ দাঁড়ালো ৩৫,০০,০০০/- পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা।

উল্লেখ্য, যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের অর্থ দ্বারা যাকাতযোগ্য সম্পদ ক্রয় করা না হয়, বরং বিল্ডিং, গাড়ি বা মেশিনারী খরিদ করা হয়, তাহলে এ ঋণ যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ করা যাবে না ।

সারকথাঃ মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ তথা ZKATABLE WORTH-এর পরিমাণ দাঁড়ালো ৮০,০০,০০০/- আশি লক্ষ টাকা।

সর্বমোট বিয়োগযোগ্য ঋণ তথা LIABILITIES দাঁড়ালো ৩৫,০০,০০০/- পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা।

অবশিষ্ট যাাকাতযোগ্য সম্পদ তথা NET ZKATABLE WORTH আছে, ৪৫,০০,০০০/- পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা।

এ অর্থের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হচ্ছে আদায়যোগ্য যাকাত। **(AMOUNT PAYABLE)** যার পরিমাণ ১,১২,৫০০/- এক লক্ষ বারো হাজার পাঁচশত টাকা।

বিঃদ্রঃ আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন, নওজাওয়ান আলেমে দ্বীন, আমার উস্তাদে মুহতারাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানী সাহেবের সুযোগ্য ছাত্র, ঢালকানগর মাদরাসার মুহাদ্দিস ও নায়েবে মুফতি, মাওলানা মুফতি শাবিব্বর আহমদ সাহেব এর সংকলিত "যাকাতের মাসায়েল" নামক বইটির শেষাংশে তিনি চমৎকার একটি নকশা পেশ করেছেন। পাঠকদের যাকাত আদায়ের সুবিধার্থে "যাকাত আদায়ের নমুনা ফরম" শিরোনামে তার প্রদত্ত নকশাটি এখানে তুলে দেয়া হলো। আল্লাহ তায়ালা লিখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন ॥

যাকাত আদায়ের নমুনা ফরম

ক্র:	আপনার যাকাতযোগ্য সম্পদ নিম্নরূপ:	পরিমাণ
১.	স্বর্ণ (GOLD)	
২.	রূপা (SILVER)	
৩.	নগদ অর্থ/নগদায়নযোগ্য অর্থ/আপনার প্রাপ্য ঋণ	
	ক. নিজ হাতে কিংবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের নিকট গচ্ছিত নগদ টাকা খ. ভবিষ্যতে কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদন করার নিয়তে জমাকৃত অর্থ	
	গ. আপনার নিকট রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমান	
	ঘ. ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন একাউন্টে জমাকৃত অর্থ	
	ঙ. আপনার ফেরতযোগ্য বীমা পলিসিতে জমাকৃত প্রিমিয়াম	
	চ. আপনার নিকট রক্ষিত যে কোনো ধরনের বন্ড, ডিবেঞ্চার ও ট্রেজারী বিল ইত্যাদির ক্রয় মূল্য	
	ছ. ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমূদয় অর্থ বা বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাথে স্বেচ্চায় প্রদত্ত অতিরিক্ত অংশ	
	জ. আপনার ঋণ হিসাবে কাউকে প্রদত্ত অর্থ যা প্রাপ্তির প্রবল আশা রয়েছে	
	ঝ. আপনার ব্যবসা পতিষ্ঠানের বিক্রিত পণ্যের মূল্য যা গ্রাহকদের নিকট পাওনা এখনো আপনার হস্তগত হয়নি অথবা বিল অফ এক্সচেঞ্জ	
	ঞ. ফ্ল্যাট, বাড়ী, দোকান ইত্যাদি ভাড়া নেয়ার সময় সিকিউরিটি বা এ্যাডভান্স হিসাবে আপনার প্রদত্ত ফেরতযোগ্য অর্থ	
৪	আপনার সমূদয় ব্যবসা পণ্য যার নিম্মোক্ত ধরণ হতে পারে	
	ক. ফ্যাক্টরীতে বা শোরুমে, দোকানে বিক্রয়যোগ্য মজুদ মাল এবং উৎপাদিত মজুদ	
	খ. কারখানায় মজুদ কাঁচামাল,(RAW MATERIAL)	
	গ. কারখানাতে প্রক্রিয়াধীন পণ্য ও প্যাকেটিং-প্যাকেজিং পণ্য	

	ঘ. এমন বস্তু যা বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়েছে	
	ঙ. অংশীদারী, মুদারাবা কারবারে বিনিয়োগকৃত অর্থের নগদ অংশ ও সে অর্থের দ্বারা খরিদকৃত ব্যবসা পণ্য এবং যাকাতযোগ্য লভ্যাংশ	
	চ. আপনার ক্রয়কৃত মালিকানাধীন জাবতীয় শেয়ার	
	মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ তথা ZKATABLE WORTH- এর পরিমাণ	
	যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগযোগ্য ঋণ (LIABILITIES)	
১	সম্পদ বৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্য ব্যতীত অর্থ যেমন, চিকিৎসা, সাংসারিক বা এধরনের প্রয়োজনে আপনার গ্রহীত ঋণ	
২	বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্যের অপরিশোধিত মূল্য বা কিস্তি যা এ বছরই আদায় করার ওয়াদা	
৩	স্ত্রীর মোহর যা চলতি বছর আদায় করার ইচ্ছা	
৪	আপনার নেয়া ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি কিংবা এ্যাডভান্স অর্থ	
৫	কর্মচারীদের অনাদায়ী বেতন-ভাতা	
৬	আপনার বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস, পানি, মোবাইল, ফোন বিল এবং ট্যাক্স, বাড়িভাড়া, দোকানভাড়া ইত্যাদি আদায়যোগ্য ঋণ	
৭	অতীত বছরগুলির যাকাত যা এখনো আদায় করা হয়নি	
৮	সুদ বা হারাম পন্থায় অর্জিত টাকা যা বৈধ সম্পদ থেকে পৃথক করা সম্ভব	
৯	কমার্শিয়াল লোন যা সম্পদ বৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক বা অন্য কারো থেকে নেয়া হয়েছে, যা দ্বারা যাকাতযোগ্য সম্পদ ক্রয় করা বা বিনিয়োগ করা হয়েছে	
	সর্বমোট বিয়োগযোগ্য দেনা তথা LIABILITIES দাঁড়ালো	

মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে আদায়যোগ্য ঋণ বিয়োগ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার ৪০ ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ তথা ZKATABLE WORTH- এর পরিমাণ- ☐

মোট বিয়োগযোগ্য ঋণ তথা LIABILITIES এর পরিমাণ - [ ]

অবশিষ্ট যাাকাতযোগ্য সম্পদ তথা **NET ZKATABLE WORTH** আছে- [ ]

এ অর্থের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হচ্ছে আদায়যোগ্য যাকাত (AMOUNT PAYABLE) যার পরিমাণ হবে- [ ]

ফরমটি ব্যবসায়ী ভাইদের সংগ্রহে রাখার মত মূল্যবান সম্পদ। শূণ্যস্থান পূরণ করে অতি সহজে নিখুতভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করুন।

অষ্টম অধ্যায়

উশর খারাজ

টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, ব্যবসায়িক সম্পদ ইত্যাদিতে যেমন যাকাত আদায় করা ফরয, ঠিক তেমনিভাবে যমিন থেকে উৎপাদিত খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও যাকাত আদায় করা ফরয। প্রথম প্রকারকে যাকাত বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকারকে উশর বা খারাজ বলা হয়।
ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে যাকাতের মতো উশর ও খারাজের ভুমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে মুসলিম সমাজকে যমিনের সাথে সম্পৃক্ত এ যাকাত নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। অথচ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

উশরের সংজ্ঞা

عشر উশর আরবি শব্দ। এর অর্থ এক দশমাংশ। পাশাপাশি আরেকটি শব্দ হচ্ছে, **نصف العشر এক বিশমাংশ।** শরীয়তের পরিভাষায় উভয়টিকে ব্যাপক অর্থে উশর হিসাবে গণ্য করা হয়।
যমিনের প্রকারভেদে ইসলামি শরীয়া এক ধরণের যমিনের উৎপাদনের উপর এক দশমাংশ ফরয করেছেন। আরেক ধরণের যমিনের উপর বিশ ভাগের একভাগ ফরয করেছেন। উভয়টিকে সাধারণভাবে উশর বলা হয়।
সূতরাং শরীয়তের পরিভাষায়: মুসলমান জনগোষ্ঠী থেকে তাদের উশরী যমিনের যাকাত স্বরূপ যা কিছু সংগৃহীত হয় তা-ই উশর।
মওসুআ গ্রন্থে রয়েছে-

العشر في الاصطلاح :هو اسم للمأخوذ من المسلم في زكاة الأرض العشريّة.[الموسوعة الفقهية: ٥٠/٢٠ شاملة]

উশর আদায় করা ফরয

যাকাত আদায় করা যেমন ফরয, উশর আদায় করাও তেমনি ফরয। যদিও তার নিসাব ও আনুষাঙ্গিক কিছু বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে সবাই একমত।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [انعام: ١٤١]

অর্থ: তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন -তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয়, এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খেজুরবৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যাইতুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন-একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আনআম-১৪১)
এ আয়াতে হক শব্দ দ্বারা উশর-ই উদ্দেশ্য।
যেমন, আল্লামা শামী রহ. বলেন-

(قوله يجب العشر) ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول : أي يفترض لقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} فإن عامة المفسرين على أنه العشر أو نصفه. [رد المحتار: ٢٦٤/٣]

অর্থাৎ উশর আদায় করা ফরয। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, তোমরা ফসল কাটার সময় তার হক আদায় কর। অধিকাংশ মুফাসসিরীনদের মতে এখানে 'হক' শব্দ দ্বারা উশর বা নিসফে উশরই উদ্দেশ্য।
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

ما سقت السماء ففيه العشر...الخ [وفي رواية]: ما أخرجت الأرض ففيه العشر

যমিনে যা কিছু উৎপাদন হয় তা তেকে উশর আদায় করা আবশ্যক। কুরআন-হাদীস দ্বারা উশরের ফরযিয়্যাত অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এখানে সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, উশরী যমিনের সংজ্ঞা ও পরিচয়। এগুলো জানার জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। এ ক্ষুদ্র পরিসরে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

নিম্নোক্ত গুণাবলীর যমিনকে উশরী বলা হয়

- আরবদেশের সমস্ড় যমিন।
- মুসলামনরা যেসব যমিন জিহাদের মাধ্যমে গণীমত স্বরূপ মালিক হয়েছেন।
- খারাজী ঘোষণা দেয়ার পূর্বে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মালিকানাধীন যমিন।
- উশরী যমিনের পার্শবর্তী অনাবাদী যমিন যা মুসলমান কর্তৃক আবাদ হয়েছে।
- যুগ-যুগ থেকে মুসলমানদের মালিকানায় থাকা যমিন, যা কোনো কালেই অমুসলিমদের মালিকানায় ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাদায়ে গ্রন্থে আছে-

أما العشرية فمنها أرض العرب كلها...ومنها الارض التى أسلم عليها أهلها طوعا ومنها الارض التى فتحت عنوة وقهرا وقسمت بين الغانمين المسلين ومنها دار المسلم إذا اتخذها بستانا لما قلنا وهذا إذا كان يسقى بماء العشر. [بدائع الصنائع: ١٧٨/٢]

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে আছে-

من أحيا أرضا مواتا فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر ، فهي عشرية ، وهذا إذا كان المحيي لها مسلما أما إذا كان ذميا ، فعليه الخراج ، وإن كانت من حيز أرض العشر . [الفتاوي الهندية: ٢٣٧/٢]

উশরের নিসাব ও পরিমাণ

কি পরিমাণ শস্য উৎপাদন হলে, উশর দিতে হয় এ নিয়ে মাযহাবের ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কুরআন ও হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা ইমাম আবু হানীফ রহ. এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে- উশরের নির্দিষ্ট কোনো নিসাব নেই। বরং ফসল কম-বেশি যা-ই হোক সর্বাবস্থায় উশর আদায় করতে হবে।

কুরআনের নির্দেশ-

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...[انعام: ١٤١]

উক্ত আয়াতে নিসাবের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি।
হাদীস শরীফে রয়েছে-

ما أخرجت الأرض ففيه العشر..الخ

এর মধ্যে “ما” শব্দটি ব্যাপক। কম-বেশি যা-ই উৎপাদন হোক তা থেকে উশর দিতে হবে। তাই উশরের ক্ষেত্রে নিসাবকে শর্ত করা হয়নি। এটাই অগ্রগণ্যমত, যা গরীবের কল্যাণের সন্নিকট।

উশর কি পরিমাণ আদায় করবে

এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে-

عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سن في ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر . {قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح} . [سنن الترمذي: رقم: ٦٤٠]

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে যমিনে চাষাবাদ বৃষ্টির পানি, প্রবাহিত খাল-বিল, নদী-নালার পানি দ্বারা হয়। নিজে সেচ করতে হয় না। তাতে উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশ আদায় করতে হবে। আর যে যমিনের সেচ ব্যবস্থা নিজ খরচে করতে হয়, তাতে উৎপাদিত শস্যে বিশ ভাগের একভাগ আদায় করতে হবে।
প্রথমটি উশর আর দ্বিতীয়টি নিসফে উশর। উভয়টিকে ফিকহের পরিভাষায় উশর বলা হয়।

উশরের ব্যয় খাত

উশর যাকাতের ন্যায় একটি আর্থিক ইবাদত। যা একমাত্র মুসলমানরাই উশরী যমিন হতে উৎপাদিত শস্য দ্বারা আদায় করবে। উশর ব্যয় হবে যাকাত খাতে। যারা যাকাতভোগ করতে পারে, একমাত্র তারাই উশর গ্রহণ করতে পারবে। উভয়টির খাত এক ও অভিন্ন।

খারাজ ও খারাজী যমিনের সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থে যমিন থেকে উৎপাদিত সকল বস্তুকেই খারাজ বলা হয়। মওসুআ গ্রন্থে আছে-

الخراج ما يخرج من الأرض. [الموسوعة الفقهية]

পারিভাষিক অর্থে খারাজ বলা হয়: যে ভূমির অধিবাসীরা মুসলিম শাসকের সাথে কর দেয়ার চুক্তি করে নিজ ভূমিতে বহাল রয়েছে। কিংবা মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের মাধ্যমে কোনো অঞ্চল বিজয় করার পর তা যদি সেখানকার অধিবাসীদের হাতে কর দেয়ার শর্তে বহাল রাখে। এসব যমিনের উপর ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত করকে খারাজ বলা হয়।

ماتأخذه الدولة من الضرائض علي الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض التي صالح اهلها عليها. [معجم لغة الفقهاء:]

তিন প্রকারের যমিন খারাজী

ক. যুদ্ধ ছাড়াই সন্ধির ভিত্তিতে কোনো অমুসলিম অধ্যুসিত এলাকার শাসনভার যদি মুসলিম শাসক গ্রহণ করেন এবং তাদের যমিন নির্দিষ্ট কর আদায়ের বিনিময়ে তাদের হাতেই বহাল রাখেন এবং তারাও নিজ ধর্মের উপর অটল থেকে মুসলিম শাসকের অধীনেই পরিচালিত হয়। তাহলে এ ধরণের যমিন খারাজী।

খ. যেসব যমিন পূর্বে কোনো এক সময় অমুসলিমের মালিকানায় ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ এস. আর., বি. এস. খতিয়ান বা পুরাতন কোনো দলীলপত্র প্রমাণ করে যে, এক সময় তা অমুসলিমের

মালিকানায় ছিলো, পরবর্তীতে হাত বদলে তা মুসলমানদের মালিকানায় এসেছে, তাহলে তা খারাজী বলে গণ্য হবে।

গ. মুসলিম শাসক কোনো দেশ বা অঞ্চল বিজয় করে নির্দিষ্ট কর আরোপের বিনিময়ে তাদের ভূমি তাদের মালিকানায় ছেড়ে দিলে, তা খারাজী বলে গণ্য হবে।

খারাজের বিধান

যে ব্যক্তি খারাজী যমিনের মালিক হবে, তা হতে উৎপন্ন ফসল (অর্ধেকের বেশি নয় বা পঞ্চমাংশের কম নয়) বা তার মূল্য অথবা ইসলামি সরকার সন্ধিকালীন যে পরিমাণ কর নির্ধারণ করেছেন, ইসলামি রাষ্ট্র খারাজ স্বরূপ তা-ই উসূল করবে।

যমিনের মালিক মুসলিম-অমুসলিম, ছোট-বড়, নর-নারী যে-ই হোক সকলের ক্ষেত্রে খারাজের বিধান প্রয়োগ হবে।

খারাজের খাত

খারাজী যমিনের ব্যয়খাত হচ্ছে- জনকল্যাণমূলক কাজ। যথাঃ রাস্ড়া-ঘাট, পুল-ব্রিজ, কূপ, ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা, সামরিক কাজ-কর্ম, সরকারী কর্মচারীর বেতন, উলামাদের সম্মানিভাতা, ইমাম-মুয়াযযিন, ইসলামি শিক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের ভাতা ইত্যাদি।

ইসলামি সরকার তা আদায় করার অধিকার রাখে। খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম কোনো ব্যবধান নেই। সকলের যমিন থেকে তা আদায় করা হবে এবং জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় হবে।

বর্তমান বিশ্বের কোনো মুসলিম সরকার যদি খারাজী যমিনের উৎপাদনের উপর ইসলামি নিয়ম-নীতিনুযায়ী খাজনার নামে কর আরোপ করে এবং তা পঞ্চমাশের কম না হয়, তাহলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্স, খাজনা, ভ্যাট আদায় করার মাধ্যমে খারাজ আদায় করার দায়মুক্ত হওয়া যায়। সরকার নির্ধারিত পরিমাণের কম নির্ধারণ করলে পঞ্চমাংশের অবশিষ্ট নিজ উদ্যোগে আদায় করেও দায়মুক্ত হওয়া যায়।

বাংলাদেশের যমিন উশরী না খারাজী

বাংলাদেশে জনগণের মালিকানাধীন যমিন খারাজী না উশরী, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার উপায় হচ্ছে- মুসলামান এসব যমিনের মালিক কিভাবে হলো এবং পূর্বপুরুষ কখন কিভাবে মুসলমান হলো, তা খতিয়ে দেখা। বাংলাদেশে ইসলাম আগমণের সূচনা ও পটভূমির উপর অবগত হওয়া। ক্ষুদ্র এ পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তথাপিও তার সম্যক আলোচনা পেশ করা হলো।

বাংলাদেশে মুসলমানদের সামরিক উপস্থিতি ঘটে খৃষ্টীয় ১৩তম শতাব্দী থেকে। যদিও এর বহু পূর্বে অর্থাৎ প্রথম হিজরীতেই সূফীসাধক, ওলী-আউলিয়াসহ বহু দাওয়াতী কাফেলার আগমন ঘটেছিলো। তাদের আগমনের পর থেকে ১৩তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এদেশে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে ইতিহাস প্রমাণ করে। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৩তম শতাব্দীতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীসহ অনেক মুসলিম শাসকদের আগমন ঘটে। ফলে এদেশে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসকবর্গ যখন এদেশে তাদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এ অঞ্চলের যমিন তাদের দখলে নিয়েছেন বা ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন করেছেন বলে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ইতিহাস থেকে অনুমান করা যায় যে, মুসলিম শাসকগণ এদেশের প্রজাদেরকে নিজ নিজ ভূমিতে বহাল রেখেছিলেন। অতএব, ইতিহাস পর্যালোচনায় বুঝা যায়:-

বাংলাদেশের যমিন তিন প্রকার

- সরকার খারাজী ঘোষণা করার পূর্বেই যে যমিনের মালিক ইসলাম গ্রহণ করেছে, তা উশরী।
- মুসলিম কর্তৃক বিজিত ভূমি যা মুসলিম সেনাপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান বিজয়ের পরও অমুসলিমদের হাতে বহাল রেখেছে, তা খারাজী।
- ব্যক্তি মালিকানাহীন অনাবাদি ভূমি [যেমন, বণাঞ্চল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি] যদি কোনো মুসলমান সরকারী অনুমোদনক্রমে বা নিজ উদ্যোগে আবাদ করে থাকে, তাহলে তাও উশরী বলে গণ্য হবে। আর যদি কোনো অমুসলিম, সরকার থেকে মালিকানা লাভ করে কিংবা নিজ উদ্যোগে আবাদ করে থাকে, তাহলে তা খারাজী বলে ধর্তব্য হবে।

আমাদের দেশে মুসলমানদের মালিকানায় থাকা কোনো যমিনের যদি পূর্ব অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা না থাকে এবং পূর্ব মালিকদের ব্যাপারে কোনো কাগজ পত্রে অমুসলিম হওয়ার প্রমাণও না থাকে, তাহলে তা উশরী যমিন হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে পূর্বে বা মাঝে কোনো অমুসলিমের মালিকানা থাকতে পারে, এমন ধারণা বা সংশয় ভিত্তিহীন। বিধায়, এমন ভূমিও উশরী বলে গণ্য হবে। (বিস্তারিত দেখুন: জাওয়াহিরুল ফিক্হ-মুফতি মুহাম্মদ শফী: ৩/৩৮০)

নবম অধ্যায়
সদকাতুল ফিতর

মানব জাতির উপর আল্লাহ তায়ালা দু'ধরণের যাকাত ফরয করেছেন। এক হলো, তাদের অর্জিত সম্পদের যাকাত যা পূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। দুই, মানুষের শরীরের যাকাত, যাকে **সদকাতুল** ফিতর বলা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা **সদকাতুল** ফিতরের উপর আলোকপাত করবো। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোচ্যবিষয় নিম্নে পেশ করা হলো:

সদকাতুল ফিতর কী?

রমযানের রোযা শেষে, রোযা পালনের ক্ষেত্রে রোযাদারের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি, অহেতুক কথা-বার্তা, অশ্লীল কাজ-কর্ম ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ এবং গরীব, মিসকীনদের আহারের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে **সদকাতুল** ফিতরের বিধান আরোপিত হয়েছে।
আবুদাউদ শরীফে হযরত ইবনে আবক্ষাস রা. সূত্রে বর্ণিত-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (ابوداؤد : رقم الحديث: ١٦٠٩)

অর্থ: রাসূল স. **সদকাতুল** ফিতর আবশ্যক করেছেন, রোযা পালনে ভুল-ত্রুটি, অহেতুক কর্ম যা সংঘটিত হয়েছে তার ক্ষতিপুরণ ও গরীব মিসকীনদের আহারের চাহিদা পুরণস্বরূপ। অন্য বর্ণনানুযায়ী রোযাদারদের অহেতুক কথা-বার্তা এবং অশ্লীলতার পবিত্রতা স্বরূপ। (আবুদাউদ শরীফ হাদীস নং ১৬০৯)

সুনানে দারা কুতনীর বর্ণনায় রয়েছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» (سنن الدار قطني: رقم الحديث : ٢١٣٣)

অর্থাৎ ফকীর-মিসকীনদেরকে ঈদের দিন আহারের সন্ধানে মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়ানো থেকে মুক্তি দাও। অতএব ঈদের দিন নামাযের পূর্বে রোযাদার নিজের ভুল-ভ্রান্তি, রোযা পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পরিত্রাণ এবং ফকীর-মিসকীনের সহযোগিতা ও আহারের ব্যবস্থার লক্ষ্যে যে অর্থ ফিতরা স্বরূপ আদায় করে, তার নাম সদকাতুল ফিতর হাদীসের ভাষায় 'যাকা**তুল** ফিতর'।

সদকাতুল ফিতরের বিধান

ইসলামের ২য় হিজরীতে ঈদুল ফিতরের মাত্র দুই দিন পূর্বে রাসূল স. জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান কালে প্রথম বারেরমত সদকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূল স.এর নির্দেশের কারণে তার হুকুম কী হবে? ফরয, ওয়াজিব নাকি সুন্নাত এ নিয়ে মাযহাবের ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য ইমামদের নিকট **সদকাতুল** ফিতর আদায় করা ফরয। আর হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সদকাতুল ফিতর আদায় করার ক্ষেত্রে ফরয আর ওয়াজিবের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কারণ অন্যান্য ইমামগণ এটাকে ফরয বললেও তা অস্বীকারকারীকে কাফের বলে মনে করে না। তাই হানাফীদের ওয়াজিব বলা আর অন্য ইমামদের এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ফরয বলার মধ্যে তেমন কোনো ব্যবধান নেই। (আদ্দুররুল মানদুদ: ৩/৭৮ তোহফাতুল আলমায়ী: ২/৬০৩)

فالاول أنها واجبة كما في الكتاب وأراد به الوجوب المصطلح عليه عندنا وإن كان ورد في السنة لفظ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لان معناه أمر أمر إيجاب والامر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب. والاجماع المنعقد على وجوبها ليس قطعيا ليكون الثابت الفرض لانه لم ينقل تواترا ولهذا قالوا: أمن أنكر وجوبها لا يكفر.(البحر الرائق:٤٣٨/٢)

সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার নিসাব

সমাজের মানুষের একটি ভূল ধারণা হচ্ছে, যে ব্যক্তির উপর যাকাত দেয়া ফরয একমাত্র তার উপর সদকায়ে ফিতর ও কুরবানী করা ফরয। যার উপর যাকাত ফরয নয়, তার জন্য ফিতরা ও কুরবানী আদায় করা ফরয নয়। এ ধারণা মারাত্মক ভুল। কেননা, **সদকাতুল** ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাত ফরয হওয়া জরুরী নয়; বরং যে ব্যক্তি ছোট নিসাবের মালিক তার উপরও **সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়।** (বাদায়েউস সানায়ে: ২/৫৫৮)

ان سبب وجوب هذه الصدقة هو الفطر لانها تضاف إليه (بدائع الصنائع: ٢٠٦/٢)

সদকাতুল ফিতরের নিসাব

যে ব্যক্তি মুসলামান, স্বাধীন, (দাস নয়) ঈদের রাত সুবহে সাদিকের সময় নিজের ও তার অধীনস্ড় ব্যক্তিদের খোরপোষ, তাদের অন্ন, বস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ফিতরা দেয়ার মত সম্পদ বর্ধনশীল হোক বা অবর্ধনশীল, বছর অতিক্রান্ত হোক বা না হোক, ওই সম্পদের মূল্যমান যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

পক্ষান্তরে যদি কারো ঈদের দিন ভোরবেলায় নিজের, পরিবারের ও অধীনস্ড় ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় খোরপোষ ব্যতীত অতিরিক্ত সম্পদ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার পরিমাণ না হয়, তাহলে তার উপর ফিতরা দেয়া ওয়াজিব নয়। বরং সে অন্যদের প্রদত্ত ফিতরা গ্রহণ করতে পারবে।

تجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول عند طلوع فجر يوم الفطر ولم يكن للتجارة فارغ عن الدين وحاجته الأصلية وحوائج عياله **(مراقي الفلاح علي حاشية الطحطاوي: ٣٩٤)**

দু'টি জরুরী মাসআলা

১ম মাসআলা: বুঝা গেল, যে ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ-রূপা, নগদায়নযোগ্য অর্থ, ব্যবসার মাল ইত্যাদি না থাকায় যাকাত ফরয নয়। কিন্তু যদি তার

নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু অবর্ধনশীল মাল সামানা থাকে, যার সমষ্টির মূল্যমান সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা পরিমাণ হয় তাহলে তাকে যদিও যাকাত দিতে হবে না কিন্তু সদকায়ে ফিতর দিতে হবে। (নাওয়াদিরুল ফিকহ: ২/৭২)

২য় মাসআলা: কোনো ব্যক্তির নিকট দু'টি বাড়ি বা ফ্ল্যাট আছে। একটিতে নিজে বসবাস করে, অপরটি ভাড়া দিয়ে রেখেছে। এতে বুঝা গেল তার দ্বিতীয় বাড়ি বা ফ্ল্যাটটি প্রয়োজনতিরিক্ত। এমন ব্যক্তির ভাড়া দেয়া বাড়ি বা ফ্ল্যাটের যাকাত দেয়ার বিধান নেই। তবে ভাড়ার টাকাকে যাকাতের সম্পদের সাথে যোগ করতে হবে। কিন্তু সদকায়ে ফিতরের ক্ষেত্রে এ অতিরিক্ত বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্যমান নির্ধারণ করে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার পরিমাণ হলে তার উপর ফিতরা দেয়া ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি ওই বাড়ি বা ফ্ল্যাটভাড়ার উপর তার জীবিকা নির্ভর করে, অন্য কোনো উপার্জনব্যবস্থা না থাকে, তখন তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত গণ্য হবে না এবং যাকাতুল ফিতরও তার উপর ওয়াজিব হবে না। (নাওয়াদিরুল ফিকহ:২/৭৩)

ফিতরার অর্থ কি এবং কোন সময় তা ওয়াজিব হয়?

ফিতরা শব্দটি (**افطار** বা **فطر**) ফিতরুন বা ইফতারুন শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে- রোযার ইফতার করা, রোযা ভাঙ্গা। রোযা না রাখার কারণেই মূলত সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। কিন্তু রোযার প্রতিদিনেই সূর্যাস্তের সময় ইফতার করা হয়ে থাকে। তাই সদকায়ে ফিতরের ক্ষেত্রে এ ইফতার উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রতিদিন সুবহে সাদিক থেকে রোযা শুরু হয়। ঈদের দিন সুবহে সাদিকের সময় রোযা আরম্ভ না করে ইফতার করা হয়। সুতরাং এ রোযা না রাখার বিষয়টিকে ইফতার গণ্য করা হয়েছে। এ ইফতারের বিপরীতে ঈদের নামাযের পূর্বে যে দান করা হয়, তার নামই সাদকাতুল ফিতর। এ নীতিমালা অনুযায়ী সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় ঈদের দিন, তথা শাওয়ালের প্রথম তারিখে সুবহে সাদিকের সময়। এর পূর্বে আদায় ওয়াজিব হয় না। তাই এ সময়ে নিসাবের মালিক হলে ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়। এ দিনে রোযা রাখলেও ফিতরা ওয়াজিব হবে। কারণ এ দিনে রোযা রাখা শরীয়ত অনুমোদিত নয়। (আদ্দুররুল মানজুদ: ৩/৮০)

ঈদের রাতে ভূমিষ্ট হওয়া নবজাতকের ফিতরা

যদি কোনো নবজাতক ঈদের রাতে ভূমিষ্ট হয়, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবকের উপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, এ সন্তান ঈদের দিন ভোরবেলা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় পিতার সংসারে উপস্থিত। অবশ্য, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দৃষ্টিতে এ নবজাতকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। কেননা তাঁর দৃষ্টিতে শেষ রমযানে সূর্যাস্তের সময় ফিতরা ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর এ নবজাতক তখন ভূমিষ্টই হয়নি।

ঈদের রাত্রে যে মৃত্যুবরণ করলো তার সদকাতুল ফিতর

ঈদের রাত্রে যে মৃত্যুবরণ করলো সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়াতে জীবিত না থাকায় তার সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না। কারণ, সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় সে অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব মতে তার উপরও ওয়াজিব। (তোহফাতুল আলমায়ী: ২/২০৩)

যে নবজাতক ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর ভূমিষ্ট হলো

ঈদের দিন সুবহে সাদিক অতিবাহিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর যে নবজাতক জন্ম গ্রহণ করলো, তার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় অনুপস্থিত ছিলো।

অভিভাবক কার কার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে?

হাদীসের বর্ণনানুযায়ী সদকাতুল ফিতর ওই সমস্ত লোকদের পক্ষ থেকে আদায় করা জরুরী যাদের উপর আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের খোর-পোষের দায়িত্বও আপনার উপর ন্যাস্ত।

سبب وجوب الفطر رأس يمونه ويلي عليه ولاية تامة

অথাৎ যাদের খোর-পোষের দায়িত্ব বহন করা হয় এবং যাদের উপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত, তাদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা জরুরী।

বালেগ সন্তানের ফিতরা কে দিবে?

শরীয়তের বিধানমতে বালেগ সন্তানাদির ফিতরা পিতার দায়িত্বে নয় বরং তারা স্বীয় সম্পদ থেকে আদায় করবে। কেননা, বালেগ সন্তানের উপর পিতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, অধিকার চলে না। তেমনিভাবে বালেগ সন্তানাদির খোর-পোষের দায়িত্বও পিতার উপর অর্পিত নয়।

সুতরাং সদকায়ে ফিতরও পিতার উপর অর্পিত হবে না। অবশ্য, বালেগ সন্তানাদির অনুমতিক্রমে পিতা যদি তাদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয়, তাহলে আদায় হয়ে যাবে। তাদেরকে না জানিয়ে দিলে সদকায়ে ফিতর আদায় হওয়ার কথা নয়। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞ ফকীহগণ নিকটতম আত্মীয় যেমন, বালেগ সন্তান ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের অনুমতি ছাড়া সদকায়ে ফিতর আদায় করা হলে তা সূক্ষ কিয়াসের ভিত্তিতে আদায় হয়ে যাবে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু যাকাতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। (তোহফাতুল আলমায়ী:২/৬০৪, আদ্দুররুল মানজুদ:৩/৭৯)

(ولايؤدي عن زوجته) لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة (ولاعن أولاد الكبار وإن كانوا في عياله) لانعدام الولاية ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانا لثبوت الإذن عادة . وقوله (ولو أدى عنهم) ظاهر ،وهو استحسان، والقياس أن لا يصح كما إذا أدى الزكاة بغير إذنها.وجه الاستحسان أن الصدقة فيها معنى المؤنة فيجوز أن تسقط بأداء الغير وإن لم يوجد الإذن صريحا.وفي العادة أن الزوج هو الذي يؤدي عنها فكان الإذن ثابتا عادة ، بخلاف الزكاة فإنها عبادة محضة لا تصح بدون الإذن صريحا (العناية شرح الهداية: ٢٣١/٣ شاملة)

স্ত্রীর সদকায়ে ফিতর কার দায়িত্বে ?

স্ত্রীর সদকায়ে ফিতর সে নিজেই আদায় করবে। স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়ভার যদিও স্বামীর উপর ওয়াজিব, কিন্তু স্ত্রীর উপর স্বামীর **"ولاية تامة"** অর্থাৎ পূর্ণ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ চলে না। এ কারণে তার নিজের সম্পদ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাসআলা হলো, স্বামী যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে নিজেই আদায় করে দেয় এবং তা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে হয়, তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। আর স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দিলেও তা **(استحسان)** তথা সূক্ষ কিয়াস অনুযায়ী আদায় হয়ে যাওয়ার উপরই ফাতওয়া। (নাওয়াদিরুল ফিকহ: ৭৪ আদ্দুররুল মানজুদ:৩/৭৯)

(لا عن زوجته) لقصور المؤنة والولاية،(حاشية رد المحتار:٣١٧/٣)

সদকাতুল ফিতরের পরিমাপ ও একটি গবেষণালবদ্ধ মাসআলা

রাসূল স. সদকাতুল ফিতর যেসব খাদ্য, শস্য দ্বারা যে পরিমাণ আদায় করেছেন, সকল মাযহাবের ইমামগণের ঐক্যমতে ওই সব শস্য দ্বারা যদি আজও কেউ সদকাতুল ফিতর আদায় করে, তাকে সে পরিমাণই আদায় করতে হবে। এর কম দিলে সদকায়ে ফিতর আদায় হবে না।

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূল স. এর যুগে সাধারণত খেজুর, যব, ঘি, ও কিসমিস দ্বারা ফিতরা আদায় করা হতো। অর্থাৎ সে যুগে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত ছিলো এমন বস্তু দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করতেন।

উল্লেখ্য, হাদীস শরীফের যে বর্ণনায় **"اطعام"** (খাওয়ানো) শব্দ রয়েছে। এর দ্বারা উপরোক্ত এ চারটি বস্তু উদ্দেশ্য।

ক. খেজুর। খ. জব। গ. কিসমিস। ঘ. ঘি।

এ চার প্রকার খাদ্যদ্রব্য দ্বারা যখন সদকায়ে ফিতর আদায় করা হতো, তখন এক 'সা' পরিমাণই আদায় করা হতো। এ ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ একমত।

গম-আটা দিয়ে সদকা ফিতর আদায় করার হাদীস প্রসঙ্গে

হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনায় গম ও আটা দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কী পরিমাণ আদায় করা হতো, তা নিয়ে হাদিসের বর্ণনায় ভিন্নতার কারণে মাযহাবের ইমামদের মাঝেও মতভিন্নতা

দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায় **(صاع من حنطة)** এক 'সা' গম দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করা হতো আর অধিকাংশ বর্ণনা মতে আধা 'সা' তথা পোনে দুই কেজি গম দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

* ইমাম আবু দাউদ রহ. আবু দাউদ শরীফে আধা 'সা' গম দ্বারা ফিতরা আদায় করার শিরোণাম দিয়ে দুইটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি হযরত সা'লাবা রা. থেকে, অপরটি হযরত ইবনে আবক্ষাস রা. থেকে। উভয় হাদীসের সনদে কিছু সমস্যা থাকলেও আল্লামা যাইলায়ী রহ. বলেছেন যে, এ সমস্যাগুলি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। তাই আধা 'সা' দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করাকে অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ মেনে নিয়েছেন। তা ছাড়া ইমাম আহমদ রহ. তার 'মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত আসমা রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে-

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: "كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، **(مسند احمد: رقم الحديث: ٢٦٩٣٦)**

অর্থাৎ আমরা রাসূল স. এর যুগে দুই 'মুদ' তথা 'আধা সা' দিয়ে সদকায়ে ফিতর আদায় করতাম। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীসর নং: ২৬৯৩৬)

তিরমিযী শরীফে তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে প্রমাণ হয় যে, রাসূল স. নিজে এবং সাহাবাগণ গম দ্বারা ফিতরা দেয়ার ক্ষেত্রে 'আধা সা' পরিমাণকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এ তিনটি হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট হাদীসটি হচ্ছে-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. **(سنس الترمذي: رقم الحديث: ٦٧٤)**

অর্থাৎ রাসূল স. মক্কা শরীফের অলি-গলিতে একজন ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা দিলেন যে, সদকাতুল ফিতর প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। পুরুষ হোক বা মহিলা, স্বাধীন হোক বা দাস, ছোট হোক বা বড়। গমের পরিমাণ হবে দুই 'মুদ' তথা 'আধা সা' (পৌনে দুই কেজি) আর অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য হলে 'এক সা' তথা সাড়ে তিন কেজি। (তিরমিযীঃ হাদীসর নং ৬৭৪)

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান

'আধা সা' গমের ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া রা. এর সিদ্ধান্তঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ

(صحيح البخاري: ١٥٠٥)

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেনঃ রাসূল স. এর যুগে আমরা সদকাতুল ফিতর প্রত্যেক শস্য দানা থেকে 'এক সা' করে আদায় করতাম। পরে যখন হযরত মুয়াবিয়া রা. মদিনায় আসলেন এবং শাম থেকে গমের আমদানী বাড়লো, তখন তিনি বললেন, আমি মনে করি শাম দেশের এক মুদ গম অন্যান্য শস্য দানা দুই মুদের সমতুল্য। অর্থাৎ শামদেশের 'আধা সা' গমের মূল্য খেজুর, যব, কিসমিস, ইত্যাদির এক 'সা' এর সমতুল্য। (বুখারীঃ ১৫০৫)

হযরত মুআবিয়া রা. এর হাদীসের মর্মকথা

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ তাকি উসমানী দাঃ বাঃ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূল সা. এর যুগে পবিত্র মদিনা শরীফে মানুষের নিয়মিত খাদ্যের তালিকায় গম জাতীয় কোনো শস্য পর্যাপ্ত ছিলো না। তাই প্রথমে খাদ্য দ্রব্য হিসাবে গম দিয়ে সদকায়ে ফিতর দেয়ার ঘোষণাও আসেনি। পরবর্তীতে যখন শাম থেকে উন্নতমানের গম আসা আরম্ভ হলো তখন স্বয়ং রাসূল স. নিজেই মক্কার অলি-গলিতে ঘোষকের মাধ্যমে সদকায়ে ফিতর গম দিয়ে আদায় করলে 'আধা সা' প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হযরত

মুআবিয়া রা. এর নিকট এ বাণীর ইলম না থাকায়, তিনি যখন এক সফরে মদিনায় আসলেন, তখন মসজিদে নববীতে খুতবা দেয়ার সময় অন্যান্য কথার মাঝে এ বিষয়টি গবেষণার ভিত্তিতে তুলে ধরলেন যে, শামদেশের গমের 'আধা সা' দিয়ে সদকায়ে ফিতর আদায় করা যথেষ্ঠ। এ বক্তব্যের পর মদিনার অধিকাংশ মুসলামান 'আধা সা' গম দিয়েই সদকায়ে ফিতর আদায় করা শুরু করলেন। আবার অনেকে গম দিয়ে সদকা আদায় করতে সম্মত হননি। আল্লামা মুহাম্মাদ তাকি উসমানী দা. বা. বলেন, হযরত মুয়াবিয়া রা. এর নিকট রাসূলের হাদীসটি না পৌঁছলেও তার ইজতিহাদ উক্ত হাদীস অনুযায়ী হয়েছে। তাই এ মতের উপর সকলে আমল জারি রেখেছিলেন।
হযরত মুয়াবিয়া রা. এর ইজতিহাদের মূলনীতি ছিলো, যে সব খাদ্য দ্রব্য রাসূলের যুগে যে পরিমাণ আদায় করা হতো, তার মধ্যে কোনো রদ-বদল করার সুযোগ নেই। কিন্তু যে সব বস্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে খাদ্য হিসাবে প্রচলন ঘটেছে, সদকা ফিতর হিসাবে সে শস্য-দানা প্রদান করতে হলে, হাদিসে বর্ণিত নির্দিষ্ট শস্য-দানার মূল্য নির্ধারণ করে সে অনুপাতে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। এ হিসাবে শামদেশের গম মূল্যের দিক থেকে যেহেতু মদিনার খেজুরের দ্বিগুণ, এমনকি 'এক সা' খেজুরের মূল্য দিয়ে 'আধা সা' গম খরিদ করা যায়। বিধায় গম দিয়ে আদায় করলে 'আধা সা' দিলে যথেষ্ট হবে। এটাই ছিলো হযরত মুয়াবিয়া রা. এর ইজতিহাদের মূলনীতি। (ইনামূল বারীঃ ৫/১৭৩-৭৪)

সারকথাঃ গম দিয়ে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে গেলে 'আধা সা' (পৌনে দুই কেজি) দিলেই যথেষ্ঠ। অন্যান্য শস্যদানা যা হাদিসে বর্ণিত আছে, তা দিয়ে আদায় করলে 'এক সা' পূর্ণ দিতে হবে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত মুয়াবিয়া রা.এর ইজতিহাদ যা রাসূলের হাদিসের অনুকূল।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, গম আটা দিয়ে ফিতরা আদায় করলে 'আধা সা' দিবে। আর যে সব খাদ্য-শস্য যে দেশে অধিক প্রচলন বা জাতীয় খাদ্য হিসাবে গণ্য, সে দেশে ওই খাদ্য দিয়ে যাকাত দিতে গেলে রাসূল স. থেকে বর্ণিত যে কোনো শস্যের মূল্য নির্ধারণ

করে ওই মূল্য পরিমাণ দিতে হবে। আর কোনো দেশে রাসূল স. কর্তৃক আদায়কৃত বস্তু খাদ্য হিসাবে প্রচলিত থাকলে তখন সে বস্তুর পরিমাণ বা মূল্য অনুপাতে সদকায়ে ফিতর আদায় করবে। আমাদের দেশে যেহেতু জাতীয় খাদ্য হিসাবে চাউল ধরা হয়, গম আটাও খাদ্য হিসাবে অধিক প্রচলিত আর গমের পরিমাণ হাদীসেই 'আধা সা' বলে উল্লেখ্য আছে, তাই উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে আমাদের দেশে 'আধা সা' গম বা আটা অথবা তার মূল্য অনুপাতে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ ঠিক করতে হবে।

যাকাতভোক্তাদের চাহিদা পূরণে সহায়ক বস্তু দ্বারা যাকাত প্রদান করবে

যাকাতযোগ্য সম্পদ দ্বারাই যাকাত আদায় করতে হবে? না কি তার মূল্য নির্ধারণ করে ভিন্ন বস্তু দ্বারাও যাকাত আদায় করা যাবে? অর্থাৎ রূপার যাকাত রূপা দিয়ে স্বর্ণের যাকাত, স্বর্ণ দিয়ে, ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত স্বীয় পণ্য দ্বারা আদায় করতে হবে, না তার মূল্য পরিমাণ অর্থ আদায় করলেই হবে?

বিষয়টি নিয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। মূলতঃ এ মতানৈক্যের ভিত্তি হচ্ছে, যাকাতের হাকীকত নিয়ে প্রত্যেকের দৃষ্টি ভংঙ্গির ভিন্নতা।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহ. বলেন, যাকাত ফিতরার মধ্যে যদিও দরিদ্র বিমোচন ও ইবাদত উভয়টি বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহর হক তথা ইবাদতের দিকটি প্রাধাণ্যতা পায় বিধায়, যে মালের উপর যাকাত ফরয সে মালের অংশ দিয়েই যাকাত আদায় করা জরুরী। মূল্য দ্বারা আদায় সহীহ হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তার অনুসারী ইমামগণ বলেন, আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের হকের বিষয়টি ইবাদতের চেয়েও অগ্রাধিকারযোগ্য। বিধায়, যেবস্তু দ্বারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপকারে বেশি ভুমিকা রাখবে তা দ্বারাই আদায় করা উচিত। তাই যাকাতযোগ্য সম্পদের মূল্য পরিমাণ অর্থ দ্বারা যাকাত দেয়া শুধু জায়েযই নয়, বরং উত্তমও বটে।

সুতরাং যাকাতযোগ্য সম্পদের মূল্য দ্বারা যাকাত ফিতরা আদায় করা বৈধ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- خذ من اموالهم صدقة অর্থাৎ হে নবী! আপনি তাদের মাল থেকে যাকাত উসূল করেন। উক্ত আয়াতে "اموال" শব্দটি ব্যাপক অর্থে যাকাতযোগ্যপণ্য এবং পণ্যের মূল্য উভয়টিকে শামিল করে। তাই বস্তু না দিয়ে তার পরিবর্তে মূল্য দিলেও এ নির্দেশ পালিত হবে। তা ছাড়া মূল পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্য বা তার মূল্য যাকাত স্বরূপ প্রদান করার প্রচলন সাহাবা যুগ থেকে চলে আসছে।
বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ. [صحيح البخاري: رقم: ١٤٤٧]

অর্থাৎ হযরত মুআয রা. ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত হয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত জামা, চাদর ইত্যাদি কাপড় দ্বারা আদায় কর। আমি তা গ্রহণ করবো। কেননা, এটা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য এবং যাকাত গ্রহণকারী মদিনাবাসীর জন্য অধিক উপকারী। অপর বর্ণনায় আছে- তোমরা ভুট্টা, যব ইত্যাদির পরিবর্তে বস্ত্রাদি দান কর। (বুখারী শরীফ: ১/১৯৪)
মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা গ্রন্থে রয়েছে-

عن عطاء ان عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها .[المصنف لابن ابي شيبة: ٥٢٢/٦]

অর্থাৎ হযরত উমর রা. রূপা ইত্যাদির যাকাতের ক্ষেত্রে অন্যান্য আসবাবপত্র গ্রহণ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৬/৫২২)

এ ছিলো হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গির দলীল। বর্তমানে যেহেতু গরীবদের বস্তুর তুলনায় প্রয়োজন মেটাতে নগদ টাকা বেশি উপযোগী। তাই টাকা দ্বারা যাকাত, ফিতরা, উশর আদায় করাতে কোনো সমস্য নেই। যদিও আমাদের দেশে ইদানিং কিছু লোক এনিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে মানুষের মাঝে

ফিতনা চড়াচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, এ ব্যাপারে আরব জাহানের বর্তমান শীর্ষ আলেম ও ফকীহ গবেষক ড. ইউসুফ আল কারযাভীর কিতাব "ফিকহুয যাকাত" দেখুন।

তিনি বলেন-

والواقع أن رأي الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس، وأيسر في الحساب.
[فقه الزكاة: ٨١٦/٢]

বাস্তব কথা হলো, হানাফীদের মতটি আমাদের যুগের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের জন্য সহজতর এবং হিসাবের বেলায়ও সুবিধা। (ফিকহুয যাকাত: ২/৮১৬)

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী সাহেবের গবেষণালব্ধ মতামত

দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতি ও শাইখুল হাদীস মাও. মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী সাহেব বলেন, রাসূল স. এর যুগে গম মদিনাতে খুব কম ছিলো। কিছু কিছু বাজারজাত হলেও তা ধনী ব্যক্তিদের খাদ্যে পরিগণিত হতো। মধ্যবৃত্ত এবং গরীবদের নাগালের বাইরে ছিলো। ইরাক ও শাম বিজয়ের পর তা বেশি পরিমাণে বাজারজাত হতে লাগল। প্রথম দিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকায় মূল্য বেশি ছিলো। খেজুর, যব ইত্যাদির তুলনায় দ্বিগুণ মূল্য ছিলো। শাম থেকে মদিনার বাজারে তা বেশি পরিমাণে সরবরাহ হতে থাকলে পরবর্তীতে তা সস্তা হয়ে যায়। মূল্য বেশি থাকাকালীন সাহাবাগণ সদকায়ে ফিতর 'আধা সা' আদায় করতেন। কিন্তু মূল্য কমে যাওয়ার পর অনেকে 'এক সা'ও আদায় করতেন। এটাই গমের ব্যাপারে বর্ণনা ভিন্নতার মূল কারণ। আমাদের দেশের বর্তমান খেজুর, যব, কিসমিস, ঘি, ইত্যাদির তুলনায় গম, আটা অনেক সস্তা। তাই গমের হিসাবে সদকায়ে ফিতর আদায় করা হলে 'এক সা' তথা তিন কিলো একশত পঞ্চাশ গ্রাম আটার মূল্য সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

আমাদের পর্যালোচনা

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী সাহেব যে মত ব্যক্ত করেছেন, তা নির্ভর করে, গম-আটার হিসাবে সদকায়ে ফিতর বের করার বিষয়টির ভিত্তি কি হবে তা নির্ধারণের উপর। যদি হযরত মুয়াবিয়া রা. এর ইজতিহাদই হানাফী মাযহাবের ভিত্তি হয়, তাহলে মুফতি সাহেবের উক্তিটি সঠিক। কিন্তু আমাদের প্রবল ধারণা হানাফী মাযহাবে এ বিষয়ের ভিত্তি হযরত মুআবিয়া রা. এর ইজতিহাদ নয়, বরং রাসূল স. থেকে বর্ণিত স্পষ্ট হাদীসসমূহই এর ভিত্তি। রাসূল স. এর রাষ্ট্রীয় ঘোষণা ছিলো "গম দিয়ে সদকায়ে ফিতর দিলে 'আধা সা' দিবে"। সুতরাং রাসূল স. কর্তৃক গমের পরিমাণ নির্ধারিত মেনে নিলে তা সহজলভ্য হওয়া বা না হওয়া, 'আধা সা' বা 'এক সা' এর পরিমাণ বিচার করা যাবে না। বরং মূলনীতি হিসাবে যে সব বস্তুতে রাসূল স. 'এক সা' দিতে বলেছেন, সে ক্ষেত্রে যেমন কোনো কম বেশি করা যাবে না, অনুরূপ গমের ক্ষেত্রে 'আধা সা' দেয়ার হাদীস মানতে গেলে এর মধ্যেও স্থান কালের ব্যবধানে মূল্য বেশ-কম হওয়ার কারণে সদকায়ে ফিতরে পরিমাণ বেশ-কম করার অবকাশ থাকবে না। বিধায় হাদীসে উল্লিখিত সদকায়ে ফিতর আদায় করার বস্তুসমূহের মধ্যে আমাদের দেশে গম-আটা যেহেতু খাদ্য-শস্য হিসাবে প্রচলিত, এটাকেই সদকা ফিতরের মূল্য ধরতে হবে। 'আধা সা' দেয়ার প্রমাণ হাদীসে বিদ্যমান থাকায় 'আধা সা' তথা পৌনে দুই কেজির মূল্য ধরেই সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। হ্যাঁ, কেউ স্বেচ্ছায় নির্ধারিত পরিমাণের বেশি দিতে চাইলে তারও অবকাশ থাকবে।

(والله اعلم بالصواب)

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা

১নং মাসআলা: সদকায়ে ফিতর হিসাবে যদি কেউ গম বা গমের আটা দিতে চায়, তাহলে এক কেজি সাড়ে বার ছটাক বরং সর্তকতামূলক পুরো দুই কেজি খাটি আটা প্রদান করতে হবে। (নাওয়াদিরুল ফিকহ: ৭৪)

২নং মাসআলা: খাটি আটা বা গম না দিয়ে তার বাজার মূল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা অতিউত্তম। বাজারে আটার দাম যেহেতু উঠা-নামা করে তাই

প্রতি বছর ফিতরা দেয়ার সময় বাজার মূল্য যাচাই করে ফিতরার টাকা নির্ধারণ করা জরুরী। আজ-কাল মেশিনের যে আটা মার্কেটে পাওয়া যায় এগুলো খালেস নয়, বিধায় তার মূল্য ধর্তব্য নয়। (নাওয়াদিরুল ফিকহ: ৭৫)

৩নং মাসআলা: বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ফিতরার টাকা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, এর অপেক্ষায় না থেকে সর্তকতামূলক প্রত্যেক ব্যক্তি পিউর আটার বাজারমূল্য দেখে এক কেজি সাড়ে বার ছটাক কিংবা পুরো দুই কেজির মূল্য হিসাব করে ফিতরা নির্ধারণ করাই শ্রেয়।
৪নং মাসআলা: ফিতরার টাকা কারা গ্রহণ করতে পারবে ?
যে সকল ব্যক্তির উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয় অর্থাৎ যারা ছোট নিসাব এবং বড় নিসাব কোনো নিসাবেরই মালিক নয়। তারা যাকাত, ওয়াজিব সদকা, কুরবানীর চামড়ার অর্থ ও ফিতরার টাকা গ্রহণ করতে পারবে। কারণ তাদেরকেই শরীয়তের আলোকে ফকীর বা মিসকীন বলা হয়। যাকাতের অর্থ যেমন একাধিক খাতে দেয়া যায় এবং এক জনকেও দেয়া যায়। অনুরূপভাবে ফিতরার টাকাও একাধিক ব্যক্তিকে দেয়া যায় এবং একাধিক ব্যক্তির ফিতরার সমষ্টিগত টাকা এক জনকেও দেয়া যায়। (নাওয়াদিরুল ফিকহ: ৭৫)

ফিতরা দেয়ার উত্তম সময়

ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে ফিতরা দেয়া মুস্তাহাব এবং উত্তম।
ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الغُدُوِّ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ: أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ.(سنن الترمذي: رقم الحديث: ٦٧٧)

অর্থাৎ রাসূল সা. আমাদেরকে ঈদের নামাযে গমণের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিতেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন: হাদীসটি সহীহ। উলামায়ে কিরাম নামাযে গমণের পূর্বে ফিতরা আদায় করাকে মুস্তাহাব বলে

সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তবে কেউ যদি ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করতে না পারে, তার উপর এ দায়িত্ব বহাল থাকবে। অনতিবিলম্বে তা আদায় করতে হবে। কোনো অবস্থায় এ বিধান রহিত হবে না।
পক্ষান্তরে কেউ যদি ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে অগ্রিম আদায় করতে চায় তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে আদায় হয়ে যাবে। এমনকি যদি রমযান মাস আগমণের পূর্বেও আদায় করে থাকে, তাতেও আদায় হবে। পূনরায় আদায় করা জরুরী নয়। (তোহফাতুল আলমায়ী: ২/২০৮)

সমাপ্ত